

বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি

বিগত বছরের প্রশ্ন (১০-৪০তম বিসিএস প্রিলি.)

০১.	চীন নিচের কোন আফ্রিকান দেশটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে? [৪০তম বিসিএস]	ক. ইথিওপিয়া	খ. জাম্বিয়া	গ. লাইবেরিয়া	ঘ. জিরুতি	উ: ঘ
০২.	মিনক্ষ নিচের কোন দেশের রাজধানী? [৪০তম বিসিএস]	ক. তাজাকিস্তান	খ. আজারবাইজান	গ. পর্তুগাল	ঘ. বেলারুশ	উ: ঘ
০৩.	কোন দেশটি ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলে অবস্থিত নয়? [৪০তম বিসিএস]	ক. ফিনল্যান্ড	খ. পোল্যান্ড	গ. অস্ট্রিয়া	ঘ. সুইডেন	উ: গ
০৪.	যুক্তরাষ্ট্রের Guantanamo Bay Detention Camp কোথায় অবস্থিত? [৪০তম বিসিএস]	ক. ফ্রেরিডা	খ. হাইতি	গ. কিউবা	ঘ. জ্যামাইকা	উ: গ
০৫.	মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্ব হারায়- [৩৮তম বিসিএস]	ক. ১৯৬২ সনে	খ. ১৯৮৬ সনে	গ. ১৯৭৮ সনে	ঘ. ১৯৮২ সনে	উ: ঘ
০৬.	নেরাজ্য যে ভূভ্রে মূল উপাদান সেটি হচ্ছে: [৩৮তম বিসিএস]	ক. নয়া উদোরতাবাদ	খ. গঠনবাদ	গ. বাস্তববাদ	ঘ. নব্য মার্ক্সবাদ	উ: গ
০৭.	বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভ (বি আর আই) প্রস্তাব করেছে? [৩৮তম বিসিএস]	ক. চীন	খ. জাপান	গ. ভারত	ঘ. আসিয়ান	উ: ক
০৮.	সলোমন-দ্বীপপুঁজ কোন মহাসাগরে অবস্থিত? [৩৭তম বিসিএস]	ক. ভারত মহাসাগর	খ. প্রশান্ত মহাসাগর	গ. আটলান্টিক মহাসাগর	ঘ. আর্টিচিক মহাসাগর	উ: ক
০৯.	সমান্তবাদ কোন ইউরোপীয় দেশে প্রথম সূত্রপাত হয়- [৩৭তম বিসিএস]	ক. ইতালি	খ. ইংল্যান্ড	গ. ফ্রান্স	ঘ. রাশিয়া	উ: গ
১০.	মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মহাঁ করেন? [৩৬তম বিসিএস]	ক. ভারত	খ. আলজেরিয়া	গ. আলেবেনিয়া	ঘ. ফ্রান্স	উ: গ
১১.	War and Peace উপন্যাসের রচয়িতা- [৩৬তম বিসিএস]	ক. লিও টলস্টয়	খ. ডেভিড রিকার্ডে	গ. কার্ল মার্কস	ঘ. জেন অস্টিন	উ: ক
১২.	লাউসের (Laos) সরকারি নাম কী? [৩৬তম বিসিএস]	ক. Laos people's Democratic Republic	খ. Republic of Laos	গ. Kingdom of Laos	ঘ. Democratic Republic of Laos	উ: ক
১৩.	বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটির সংবিধানকে ‘শান্তি সংবিধান’ বলা হয়? [৩৫তম বিসিএস]	ক. জাপান	খ. পেরু	গ. কোষ্টারিকা	ঘ. সুইজারল্যান্ড	উ: ক
১৪.	‘শ্বাসন্তন্ত্রী’ কোন দেশে চালু হয়েছিল? [৩৫তম বিসিএস]	ক. চীন	খ. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন	গ. হাস্পেরি	ঘ. পোল্যান্ড	উ: খ
১৫.	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাক্ষীন বেলফোর ঘোষণা ১৯১৭ এর মূল প্রতিপাদা ছিল- [৩৫তম বিসিএস]	ক. জাতিপুঞ্জ সৃষ্টি করা	খ. অটোমানদের জায়গা দখল করা	গ. জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির নতুন কৌশল অবলম্বন	ঘ. পোল্যান্ড	উ: গ
১৬.	নেপালের সর্বশেষ রাজা ছিলেন- [৩৫তম বিসিএস]	ক. রাজা ধীরেন্দ্র	খ. রাজা ধীরেন্দ্র	গ. রাজা জ্ঞানেন্দ্র	ঘ. রাজা মহেন্দ্র	উ: গ
১৭.	ধিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিকানা কোন দেশের? [৩২তম বিবিসিএস]	ক. USA	খ. UK	গ. Denmark	ঘ. Canada	উ: গ
১৮.	বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? [২৪তম বিসিএস]	ক. Greece	খ. Mesopotamia	গ. Rome	ঘ. India	উ: খ

১৯. হোয়াংহো নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায়? [২৮তম বিসিএস]	ক. হিমালয় খ. কুনলুন পর্বত	গ. ঝ্যাক ফরেস্ট	ঘ. আন্তর্স	উ: খ	
২০. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? [২২তম বিসিএস]	ক. আফ্রিকা খ. ইউরেশিয়া	গ. এশিয়া	ঘ. উত্তর আমেরিকা	উ: গ	
২১. এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি? [২০তম বিসিএস]	ক. হোয়াংহো খ. ইয়াংসিকিয়াং	গ. গঙ্গা	ঘ. সিঙ্গু	উ: খ	
২২. ‘মেসোপটেমিয়া’ এলাকার বেশির ভাগ বর্তমান কোন দেশে? [১৮তম বিসিএস]	ক. ইরাক খ. ইরান	গ. তুরস্ক	ঘ. সিরিয়া	উ: ক	
২৩. ‘ব্যাবিলনের বুলন্ত উদ্যান’ কোন দেশে অবস্থিত? [১০ম বিসিএস]	ক. ইরান খ. ইরাক	গ. তুরস্ক	ঘ. সিরিয়া	উ: খ	
২৪. ‘ইউরোপের দ্বার’ বলা হয়- [২৮তম বিসিএস]	ক. ভিয়েনা	খ. বন	গ. লন্ডন	ঘ. রোম	উ: ক
২৫. ফ্রাপের মহান স্মাট নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয় কোথায়? [২৬তম বিসিএস]	ক. ওয়াটার লু নামক হানে	খ. দ্বীপ এনাবার্টে	গ. ভার্সাই নগরিতে	ঘ. সেন্ট হেলেনা দ্বীপে	উ: ঘ
২৬. আইফেল টাওয়ার কোথায় অবস্থিত? [২১তম বিসিএস]	ক. লন্ডন	খ. মিউনিখে	গ. হংকং-এ	ঘ. প্যারিসে	উ: ঘ
২৭. ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কোনটি?	ক. ভারতীয় জনতা পার্টি	খ. কমিউনিষ্ট পার্টি	গ. ইত্তিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস	ঘ. বহুজন সমাজ পার্টি	উ: গ
২৮. এশিয়ার হিন্দু রাষ্ট্র কোনটি? [৩৪তম বিসিএস] [বিঃ দ্র: বর্তমানে নেই। ১২০৬ সালে আইন পাসের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করা হয়]	ক. নেপাল	খ. ভারত	গ. ভূটান	ঘ. মালদ্বীপ	উ: ক
২৯. জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে কবে? [১২তম বিসিএস]	ক. ৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৯	খ. ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪০	গ. ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১	ঘ. ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২	উ: গ
৩০. ‘কর্নার টৌেন অ্ব পিস’ এই স্মৃতিসৌধটি স্থাপিত হয়েছে- [১৭তম বিসিএস]	ক. মাকাও	খ. হাইতি	গ. ওকিনাওয়া	ঘ. ভিয়েতনাম	উ: ক
৩১. কোন দেশে প্রথম আগবিক বোমা ফেলা হয়? [২০তম বিসিএস]	ক. ইতালি	খ. জার্মানি	গ. জাপান	ঘ. চীন	উ: গ
৩২. বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার অবস্থিত- [২৪তম বিসিএস]	ক. নিউইয়র্কে	খ. শিকাগোতে	গ. টোকিওতে	ঘ. লন্ডনে	উ: গ
৩৩. জাপান ও রাশিয়ার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ দ্বীপটির নাম কী- [২৬তম বিসিএস]	ক. কুরিল দ্বীপপুঁজি	খ. মার্শাল দ্বীপপুঁজি	গ. দিয়াগো গার্সিয়া	ঘ. ছেট বেরিয়ার রীফ	উ: ক
৩৪. এনএলডি কোন দেশের সরকারি দল? [২৬তম বিসিএস]	ক. মিয়ানমার	খ. ফিলিপাইন	গ. থাইল্যান্ড	ঘ. ইন্দোনেশিয়া	উ: ক
৩৫. কোন দেশটি অতীতে কখনো অন্য কোন দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়নি? [২০তম বিসিএস]	ক. থাইল্যান্ড	খ. মিয়ানমার	গ. ইন্দোনেশিয়া	ঘ. মালয়েশিয়া	উ: ক
৩৬. রাজীব গান্ধীর বোমা বিস্ফোরণে আত্মাত্তি তামিল মহিলার নাম কী? [১৪তম বিসিএস]	ক. জোচ্ছনা	খ. নলিনী	গ. থানু বা গায়েত্রী	ঘ. অনুরাধা	উ: গ
৩৭. কোনটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সংশ্লিষ্ট বিষয়? [১৪ তম বিসিএস]	ক. ধর্ম	খ. জাতি	গ. সংস্কৃতি	ঘ. ভাষা	উ: গ
৩৮. ভারতীয় লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত? [২৬তম ও ২৭তম বিসিএস]	ক. ৫৪৩	খ. ৫৪৫	গ. ৪১৪	ঘ. ৫৪০	উ: ক
৩৯. মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মাবল করেন? [২৬তম বিসিএস]	ক. আলবেনিয়া	খ. মেসেডোনিয়া	গ. সার্বিয়া	ঘ. ইতালি	উ: ক
৪০. ভারতের কোন রাজ্যের রাজধানী ইঞ্জল? [২৬তম বিসিএস]	ক. মিজোরাম	খ. অরুণাচল	গ. মণিপুর	ঘ. মেঘালয়	উ: গ

৮১. গ্লাক্যাট কোন দেশের কমান্ডো বাহিনী? [২৪তম বিসিএস]	ক. নেপাল	খ. ভারত	গ. মিয়ানমার	ঘ. ইরান	উ: খ
৮২. ১৯৯৭ সালে এশিয়ার কোন রাষ্ট্রে ‘এক দেশ দুই নাইতি’ চালু হয়েছে? [১৪তম বিসিএস]	ক. লাওস	খ. ভিয়েতনাম	গ. মঙ্গোলিয়া	ঘ. গণচীন	উ: ঘ
৮৩. কোনটি বিংশ শতাব্দীর শেষভাবে উপনিবেশবাদের নিগড় থেকে মুক্ত হয়? [২৭তম বিসিএস]	ক. হংকং	খ. শ্রীলংকা	গ. ম্যাকাও	ঘ. বাংলাদেশ	উ: গ
৮৪. ইসরাইল ও প্যালেস্টাইন মুক্তি সংহ্যা পারস্পরিক স্বীকৃতি দলিলে স্বাক্ষর করে করে? [১৫তম বিসিএস]	ক. ১০ সেপ্টেম্বর '৯৩	খ. ১১ সেপ্টেম্বর '৯৩	গ. ১২ সেপ্টেম্বর '৯৩	ঘ. ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৩	উ: ঘ
৮৫. ইসরাইল কত সালে পূর্ব জেরুজালেম দখল করেছিল? [২৩তম বিসিএস]	ক. ১৯৪৮ সালে	খ. ১৯৬০ সালে	গ. ১৯৬৭ সালে	ঘ. ১৯৭৩ সালে	উ: গ
৮৬. কত সালে পিএলও গঠিত হয়? [২৩তম বিসিএস]	ক. ১৯৫৮ সালে	খ. ১৯৬০ সালে	গ. ১৯৬২ সালে	ঘ. ১৯৬৪ সালে	উ: ঘ
৮৭. মধ্যপ্রাচ্যে কখন প্রথম তেলঅন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল? [২৫তম বিসিএস]	ক. ১৯৭৩ সালে	খ. ১৯৮১ সালে	গ. ১৯৯১ সালে	ঘ. ২০০৩ সালে	উ: ক
৮৮. রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করতেন? [২৫তম বিসিএস]	ক. ইয়াসির আরাফাত	খ. কফি আনান	গ. ওসামা বিন লাদেন	ঘ. অ্যারিয়েল শ্যারণ	উ: ক
৮৯. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দান করে? [৩১তম বিসিএস]	ক. ইরাক	খ. ইরান	গ. সৌদি আরব	ঘ. আলজেরিয়া	উ: ঘ
৯০. ফিলিস্তিনের মাতৃভূমিতে কখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত? [২৬তম বিসিএস]	ক. ১৯৪৮ সালে	খ. ১৯৪২ সালে	গ. ১৯১৭ সালে	ঘ. ১৯৬৪ সালে	উ: ক
৯১. ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত এর আনুষ্ঠানিক অস্তিত্বিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকার প্রধানগণ কোথায় মিলিত হন? [২৬তম বিসিএস]	ক. রামাজ্ঞা	খ. প্যারিস	গ. কায়রো	ঘ. জেরুজালেম	উ: গ
৯২. পিএলও এর ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি সমেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সম্পর্ক ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ কোথায় রেজুলিশন গ্রহণ করেন? [১৩তম বিসিএস]	ক. নিউইয়র্ক	খ. প্যারিস	গ. জেনেভা	ঘ. ভিয়েনা	উ: ক
৯৩. ইসরাইল- প্যালেস্টাইন ‘রোডম্যাপ’ কর্মসূচির উদ্দেশ্য কি? [১৫তম বিসিএস]	ক. সহিংসতা বন্ধ করে ২০০৫ সালের মধ্যে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা	খ. দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন	গ. দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে চিহ্নিতকরণ		উ: ক
৯৪. ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয় কবে? [২৬তম বিসিএস]	ক. ১৯৪৮ সালে	খ. ১৯৪২ সালে	গ. ১৯১৭ সালে	ঘ. ১৯৬৪ সালে	উ: ক
৯৫. প্রথম আরব ইসরায়েল যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? [২৬তম বিসিএস]	ক. ১৯৪৮ সালে	খ. ১৯৪২ সালে	গ. ১৯১৭ সালে	ঘ. ১৯৬৪ সালে	উ: ক
৯৬. ইরাক-ইরান যুদ্ধ বিরতি তদারকীতে অংশগ্রহণকারী জাতিসংঘ বাহিনীর সংক্ষিপ্ত নাম কী? [১৪তম বিসিএস]	ক. UNEMOG	খ. UNGOMAP	গ. UNFICYP	ঘ. UNIIMOG	উ: ঘ
৯৭. No-fly-zone নিম্নের কোন দেশে অবস্থিত? [২৩তম বিসিএস]	ক. ইরাক	খ. কুয়েত	গ. আফগানিস্তান	ঘ. ইসরাইল	উ: ক
৯৮. লেবানন কোন দেশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? [২৬তম বিসিএস]	ক. ব্রিটেন	খ. ফ্রান্স	গ. তুরস্ক	ঘ. স্পেন	উ: খ
৯৯. ইতিহাস বিখ্যাত ট্রিয় নগরী কোথায়? [১৯তম ও ১০তম বিসিএস]	ক. ত্রিসে	খ. ইটালিতে	গ. তুরস্ক	ঘ. স্পেনে	উ: গ
১০০. আবু গারিব বলতে কী বুঝায়? [২৫তম বিসিএস]	ক. একজন বিখ্যাত দার্শনিক	খ. একটি যাদুঘর	গ. একটি জেলখানা	ঘ. একজন বৈজ্ঞানিক	উ: গ

৬১. কোন দেশে ‘তালেবান’ নামক রাজনৈতিক গ্রুপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল? [১৮তম বিসিএস]				
ক. সুদান	খ. তিউনিসিয়া	গ. ইয়েমেন	ঘ. আফগানিস্তান	উ: ঘ
৬২. আফগানিস্তান থেকে শেষ সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় কবে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]				
ক. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯	খ. ১৫ মার্চ, ১৯৮৯	গ. ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৯	ঘ. ১৫ মে, ১৯৮৯	উ: ক
৬৩. আফগানিস্তানের শেষ বাদশাহ কে ছিলেন? [৩১তম বিসিএস]				
ক. দাউদ খাঁ	খ. জহির শাহ	গ. নাদির শাহ	ঘ. নজীবুল্লাহ	উ: খ
৬৪. আফগানিস্তানের কোন শহরে তালেবানরা ইরানের কূটনীতিকদের হত্যা করে? [২০তম বিসিএস]				
ক. মাজার-এ শরীফ	খ. হেরাট	গ. জালালাবাদ	ঘ. কান্দাহার	উ: ক
৬৫. কোন দেশটি ওশেনিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত? [২৪তম বিসিএস বাতিলকৃত]				
ক. নাউরু	খ. কেনিয়া	গ. কিউত্বা	ঘ. গায়ানা	উ: ক
৬৬. ফেয়ার ফ্যাক্স কি? [২৮তম বিসিএস]				
ক. সংবাদ সংস্থা	খ. পরিবেশ সংস্থা	গ. গোয়েন্দা সংস্থা	ঘ. মানবাধিকার সংস্থা	উ: গ
৬৭. কোন দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাদিকার লাভ করেন? [২৭তম বিসিএস]				
ক. বার্মা	খ. নরওয়ে	গ. সুইডেন	ঘ. নিউজিল্যান্ড	উ: ঘ
৬৮. নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের কি বলা হয়? [২৪তম বিসিএস বাতিলকৃত]				
ক. কুর্দি	খ. তাতার	গ. রেড ইভিয়ান	ঘ. মাউরি	উ: ঘ
৬৯. কোন দেশকে হাজার হৃদের দেশ বলা হয়? [৩১তম; ২০তম ও ১২তম বিসিএস]				
ক. নরওয়ে	খ. সুইডেন	গ. ফিনল্যান্ড	ঘ. সুইজারল্যান্ড	উ: গ
৭০. হেলসিংকি কোন দেশে রাজধানী? [২২তম বিসিএস]				
ক. সুইডেন	খ. নরওয়ে	গ. ফিনল্যান্ড	ঘ. পোল্যান্ড	উ: গ
৭১. কোনটি নিশ্চীথ সূর্যের দেশ নামে পরিচিত? [২৩তম বিসিএস]				
ক. Iraq	খ. Sweden	গ. France	ঘ. Norway	উ: ঘ
৭২. ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? [৩৪তম বিসিএস]				
ক. বন	খ. লন্ডন	গ. কোপেনহেগেন	ঘ. ভিয়েনা	উ: গ
৭৩. ‘হ্যারি পটার’ কি? [২৪তম বিসিএস]				
ক. এক জাতীয় পাত্র		খ. সাম্প্রতিককালে সর্বাধিক বিক্রিত একটি শিশুতোষ বই		উ: খ
গ. এক জাতীয় গুচ্ছ বোমা		ঘ. এক ধরনের খেলনা		
৭৪. সুইডেনের মুদ্রার নাম কি? [২২তম বিসিএস]				
ক. পাউন্ড	খ. ডলার	গ. ক্রেনা	ঘ. পিসো	উ: গ
৭৫. কে ‘লৌহ মানবী’ বলে পরিচিত? [২৫তম বিসিএস]				
ক. ইন্দিরা গান্ধী	খ. বেগম খালেদা জিয়া	গ. আংসান সুকী	ঘ. মার্গারেট থ্যাচার	উ: ঘ
৭৬. ‘ট্রাফালগার ক্ষেত্রে’ কোন শহরে অবস্থিত? [১২তম বিসিএস]				
ক. ওয়াশিংটন	খ. প্যারিস	গ. মক্সো	ঘ. লন্ডন	উ: ঘ
৭৭. বিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয়- [১০তম বিসিএস]				
ক. ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে	খ. হোয়াইট হল	গ. মার্বেল চার্চ	ঘ. বুশ হাউজ	উ: খ
৭৮. কোনটি চির শান্তির শহর নামে পরিচিত? [২৩তম বিসিএস]				
ক. রোম	খ. তেনিস	গ. এথেল	ঘ. ওসলো	উ: ক
৭৯. বিশ্ববিখ্যাত ‘মোনালিসা’ চিত্রটির চিত্রকর কে? [১৮তম বিসিএস; ১৪তম বিসিএস]				
ক. মাইকেল এঞ্জেলো	খ. লিওনার্দো দ্য ভিও্হি	গ. প্যাবলো পিকাশো	ঘ. ভ্যানগগ	উ: খ
৮০. Julius Caesar was the ruler of Rome about- [২৮তম বিসিএস]				
ক. 1000 years ago	খ. 1500	গ. 2000	ঘ. 3000	উ: গ
৮১. কবে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়? [৩১তম বিসিএস]				
ক. ১৯৮৯	খ. ১৭৯১	গ. ১৭৯৫	ঘ. ১৮০০	উ: ক

৮২. কার্ল মার্কস কোন দেশে মৃত্যুবরণ করেন? [৩১তম বিসিএস]	ক. জার্মানি খ. ফ্রান্স গ. যুক্তরাজ্য	ঘ. রাশিয়া	উ: গ
৮৩. ‘যুদ্ধই জীবন যুদ্ধই সার্বজনীন’-এটি কার উক্তি? [২০তম বিসিএস]	ক. সালজার খ. ফ্রান্স গ. হিটলার	ঘ. মুসোলিনী	উ: গ
৮৪. বার্লিনের দেওয়াল (Berlin Wall) কোন সালে নির্মিত হয়েছিল? [১৬তম বিসিএস]	ক. ১৯৪৬ সালে খ. ১৯৪৮ সালে গ. ১৯৬১ সালে	ঘ. ১৯৬২ সালে	উ: গ
৮৫. জার্মান ব্যতিরেকে কোন দেশের প্রায় সকল নাগরিক জার্মান ভাষায় কথা বলে? [১৪তম বিসিএস]	ক. সুইজারল্যান্ড খ. পোল্যান্ড গ. অস্ট্রিয়া	ঘ. ডেনমার্ক	উ: গ
৮৬. আনন্দনিকভাবে দুই জার্মানি একত্রিত হয়- [১৩তম বিসিএস]	ক. ও অস্ট্রিয়ার, ১৯৯০ খ. অস্ট্রিয়ার, ১৯৯০ সালে গ. ৪ নভেম্বর, ১৯৯০ সালে	ঘ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০ সালে	উ: ক
৮৭. অস্ট্রিয়ার বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন : [১০তম বিসিএস]	ক. কার্ল মার্কস খ. ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস গ. ডি. আই. লেনিন	ঘ. মাও সে তুং	উ: গ
৮৮. “আরব বসন্ত” বলতে কি বুঝায়? [৩৪তম বিসিএস]	ক. আরবের বিভিন্ন দেশে গণজাগরণ খ. আরব অঞ্চলে বসন্তকাল ঘ. আরবীয় মহিলাদের ক্ষমতায়ান		উ: ক
৮৯. হারারে-এর পুরাতন নাম- [৩১তম ও ১১তম বিসিএস]	ক. সলসবেরী খ. ফরমুজা গ. পেপ্ট্রোভাদ	ঘ. রোডেসিয়া	উ: ক
৯০. মেরেকো ও যুক্তরাষ্ট্র বিভক্তকারী সীমারেখা কোনটি? [২৮তম বিসিএস]	ক. সনোরা লাইন খ. ম্যাকনামারা লাইন গ. ডুরাউ লাইন	ঘ. হিন্দুরবার্গ লাইন	উ: ক
৯১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট ১২ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন? [২৭তম ও ২৬তম বিসিএস]	ক. হ্যারি এর ট্রাম্যান খ. ফ্যাক্সিলিন রুজভেল্ট গ. জেমস মনরো	ঘ. তথ্যটি সঠিক নয়	উ: খ
৯২. যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্টেটটি ফ্রাসের নিকট থেকে ত্রয় করা হয়েছিল? [২৬তম বিসিএস]	ক. লুইসিয়ানা খ. উইস্কেনসিন গ. ফ্লোরিডা	ঘ. নেবারাক্সা	উ: ক
৯৩. যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে কোন স্টেট সর্বশেষ যোগ দেয়- [২৬তম বিসিএস]	ক. হাওয়াই খ. আরিজোনা গ. টেক্সাস	ঘ. ফ্লোরিডা	উ: ক
৯৪. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে কত ন্যূনতম ইলেক্ট্রোরাল ভোটের প্রয়োজন? [২৬তম বিসিএস]	ক. ২৭২ খ. ২৭১ গ. ২৭০	ঘ. ২৬৮	উ: গ
৯৫. যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্টেট এ নির্বাচক মন্দলীর ভোটের (electoral vote) সংখ্যা বেশী? [২৬তম বিসিএস]	ক. নিউইর্ক খ. ক্যালিফোর্নিয়া গ. টেক্সাস	ঘ. ফ্লোরিডা	উ: খ
৯৬. কোন দেশটি ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভূক্ত নয়? [২৫তম বিসিএস]	ক. ব্রাজিল খ. আর্জেন্টিনা গ. পেরু	ঘ. পানামা	উ: ঘ
৯৭. যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাস প্রথা বিলোপকারী প্রেসিডেন্টের নাম কি? [১৯তম বিসিএস]	ক. জজ ওয়াশিংটন খ. আব্রাহাম লিংকন গ. রুজভেল্ট	ঘ. কেনেডী	উ: খ
৯৮. যুক্তরাষ্ট্রকে ‘স্ট্যাচু অব লিবার্টি’ নিম্নের কোন দেশ উপহার দেয়? [১৭তম বিসিএস]	ক. বেলজিয়াম খ. যুক্তরাজ্য গ. ইতালি	ঘ. ফ্রান্স	উ: ঘ
৯৯. আফ্রিকা মহাদেশের মানিচিত্রে ‘Horns of Africa’ তে কোন দেশটি অবস্থিত? [১৫তম বিসিএস]	ক. ইথিওপিয়া খ. নাইজেরিয়া গ. কেনিয়া	ঘ. সুদান	উ: ক

বিসিএস ও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত যেকোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেতে ও প্রতিনিয়ত আপডেট থাকতে জয়েন করুন ‘সাধারণ জ্ঞানের আপ টু ডেট’ নামক গ্রাহ্যে।

সাম্প্রতিক আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্র : বিশ্ব রাজনীতির অধিপতি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০



- নির্বাচন: ৫৯তম
- সময়কাল: ৩ নভেম্বর, ২০২০
- মোট ইলেক্ট্রোরাল ভোট সংখ্যা: ৫৩৮টি
- সবচেয়ে বেশি ইলেক্ট্রোরাল ভোট: ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে (৫৫টি)
- জয়ের জন্য প্রয়োজন: ২৭০টি ইলেক্ট্রোরাল ভোটের
- ইলেক্ট্রোরাল কলেজ হলো: নির্বাচক মণ্ডলী
- নির্বাচনের নির্ধারিত দিন: মঙ্গলবার
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নৃণ্যতম বয়স: ৮৩ বছর
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল: ৪ বছর
- একজন সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্ট হতে পারেন: ২ মেয়াদ (৮ বছর)
- ডেমোক্রেটিক দল থেকে নির্বাচন করেছেন: জো বাইডেন
- রিপাবলিক দল থেকে নির্বাচন করেছেন: ডোনাল্ড ট্রাম্প
- ডেমোক্রেটিক দলের নির্বাচনী প্রতীক: গাঢ়া। রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী প্রতীক: হাতি
- যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যে সিনেটের মোট আসন সংখ্যা: ১০০টি (প্রতি রাজ্যে ২টি করে)
- যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এর সংখ্যা: ৪৩৫টি
- যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প (৪৫তম)
- তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন: ২০ জানুয়ারি, ২০১৭
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম বড় কোনো দলের নারী প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন: হিলারি ক্লিন্টন (২০১৬ সালে ডেমোক্র্যাট দল থেকে)
- ২০২০ নির্বাচনে ইতিহাসে প্রথমবার সম্পূর্ণ ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ডাকযোগে।



রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী প্রতীক হাতি ও ডেমোক্রেটিক দলের নির্বাচনী প্রতীক গাঢ়া

ডোনাল্ড ট্রাম্প : রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

- জন্ম: ১৪ জুন ১৯৪৬ (নিউইয়র্কের কুইসে)।
- ব্যবসা: তিনি একজন আবাসন ব্যবসায়ী। ১৯৮৩ সালে ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণ করেন।
- রাজনৈতিক দল: আশির দশকে তিনবার রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে রিপাবলিক দলে স্থায়ী হন। ২০১৬ সালে রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন এবং জয় লাভ করেন। ২০২০ সালের নির্বাচনেও রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন।
- রাজনৈতিক সংকট: ২০২০ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন অভিশাসনের মুখোমুখি হন। করোনা মহামারি, বর্ণবিষয়ের কারণে অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ক্ষেত্রের মুখে পড়েন।
- রানিংমেট: আসন্ন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিংমেট (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদপ্রার্থী মাইক পেঙ্গ। বর্তমানেও তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



জো বাইডেন : ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তী



- ❖ জন্ম: ২০ নভেম্বর ১৯৪২ (পেনসিলভানিয়ার স্ক্র্যানটনে)
- ❖ রাজনৈতিক পদচারণা: ১৯৭২ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে সিনেটর নির্বাচিত হন। ২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।
- ❖ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী: ২০২০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এর পূর্বে তিনি ১৯৯৮ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীতার প্রতিযোগিতায় ছিলেন।
- ❖ বিশেষত্ব: আসন্ন নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই হবেন সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট।
- ❖ রানিংমেট: আসন্ন নির্বাচনে জো বাইডেনের রানিংমেট (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদপ্রাপ্তী কৃষ্ণাঙ্গ-ভারতীয় মার্কিন নাগরিক কমলা হ্যারিস। বর্তমানে তিনি সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন। তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী যিনি বড় কোন দলের আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রাপ্তী।

৩ নভেম্বর ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সকল আসনে ও উচ্চকক্ষ সিনেটের ৩৫ আসনে এবং ১৩টি গভর্নর পদের নির্বাচন। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ প্রথম অঙ্গরাজ্য হিসেবে নর্থ ক্যারোলিনায় ডাকযোগে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয় চারাটি রাজ্যে- মিসিসিপি, ভার্জিনিয়া, সাউথ ডাকোটা এবং উইমিং। বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের মার্কিন নির্বাচনে সব মিলিয়ে খরচ হবে প্রায় হাজার কোটি ডলার, যা বিশ্বের

সবচেয়ে ব্যয়বহুল।

২০২০ সালের বিতর্ক

প্রেসিডেন্সিয়াল

- প্রথম দফা : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; ওহাইও
- দ্বিতীয় দফা : ১৫ অক্টোবর ২০২০; ফ্লোরিডা
- তৃতীয় দফা : ২২ অক্টোবর ২০২০; টেনিসি

ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল

- ৭ অক্টোবর; ইউটা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পর্কিত কিছু তথ্য

- ❖ প্রথম প্রেসিডেন্ট : জর্জ ওয়াশিংটন
- ❖ সব শ্রেণির জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট : এন্টু জনসন
- ❖ সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট : ডেনাল্ড ট্রাম্প
- ❖ সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট : থিওডোর রুজভেল্ট
- ❖ নির্বাচিত কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট : জন এফ কেনেডি
- ❖ চার মেয়াদে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট : ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট
- ❖ প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ও আফ্রো-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট : বারাক ওবামা
- ❖ প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বাংলাদেশ সফরকারী একমাত্র প্রেসিডেন্ট : বিল ক্লিনটন (২ এপ্রিল ১৯৯৫)
- ❖ হোয়াইট হাউসে বসবাসকারী প্রথম প্রেসিডেন্ট : জন এডামস
- ❖ শাস্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী : ৪ জন- থিওডোর রুজভেল্ট (১৯০৬), উদ্রো উইলসন (১৯১৮), জিমি কার্টার (২০০২) এবং বারাক ওবামা (২০০৯)
- ❖ নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের দিন : ২০ জানুয়ারি



জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ড ও Black Live Matter আন্দোলন

২৫ মে ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ কর্মকর্তার হাতে খুন হন জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষ্ণগঙ্গ। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা Black Live Matter আন্দোলনে রূপ নেয়। ১২ জুন ২০২০ জর্জিয়ায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে রেশার্ড ক্রকস নামের আরেক কৃষ্ণগঙ্গ নিহত হয়, যা এ আন্দোলনকে আরও উসকে দেয়।



অভিশংসন থেকে ট্রাম্পের মুক্তি

- ১. **অভিশংসন বী:** অভিশংসনের ইংরেজি শব্দ **Impeachment**. ‘রাষ্ট্রদ্রাহিতা, ঘৃষ নেয়া অথবা অন্য কোনো গুরু কিংবা লঘু অপরাধের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেললে বা মানসিক ও নৈতিক বিকৃতি ঘটলে প্রেসিডেন্টকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াকে অভিশংসন বলে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ সালে অভিশংসনের বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যুক্ত করা হয়।
- ২. **ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসন প্রক্রিয়া:** ২০২০ সালের মার্কিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি তদন্তের জন্য ইউক্রেনের ওপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগে অভিশংসন তদন্ত করার আনুষ্ঠানিক প্রত্যাবর্ত্তন পাস করে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ। হাউজ তার বিরুদ্ধে দু'টি অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দিয়েছে- একটি অভিযোগ তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। আরেকটি হচ্ছে তিনি কংগ্রেসের কার্যক্রমে বাধা সেথেছেন। দু'টি অভিযোগের ক্ষেত্রেই অভিশংসনের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ। প্রথম অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিশংসনের পক্ষে ভোট পড়েছে ২৩০টি এবং বিপক্ষে ১৯৭টি। দ্বিতীয় অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিশংসনের পক্ষে ভোট পড়েছে ২২৯টি এবং বিপক্ষে ১৯৮টি। ১৩ নভেম্বর ২০১৯ প্রকাশ্যে অভিশংসনের শুনানি শুরু হয়। শুনানিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কর্মকর্তার সাক্ষ্যগ্রহণ চলে। আর এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্তীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিশংসনের মুখোমুখি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে চূড়ান্তভাবে তাকে অভিশংসন করতে হলে সিলেটে ভোটের লড়াইয়ে পরাজিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অভিশংসনের জন্য মার্কিন সিলেটের দুই তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন।
- ৩. **সিলেটে অভিশংসন প্রস্তাব খারিজ:** ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সিলেটে অভিশংসন প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। ফলে ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকতে আর কোন বাধা নেই।
- ৪. **দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত:** ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিশংসনের শুনানিতে সাক্ষ্য দেওয়ায় দুই মার্কিন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন ট্রাম্প। বরখাস্তকৃত দুই কর্মকর্তা হলেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত গর্ডন সন্ডল্যান্ড এবং হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ইউক্রেন বিষয়ক শীর্ষ বিশেষজ্ঞ লেফট্যানেন্ট কর্নেল আলেক্সান্দ্র ভিড্যান।
- ৫. **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিশংসনের ইতিহাস:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭তম প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জু জনসনের বিরুদ্ধে ১৮৬৮ সালে প্রথম অভিশংসনের প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিলেটের ভোটে তিনি বিজয়ী হন এবং তাকে অভিশংসন করা যায়নি। ১৯৭৪ সালে ওয়াটারগেট কেলেক্ষারির জের ধরে শুনানির পূর্বেই পদত্যাগ করেন ৩৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। ১৯৯৮ সালে ৪২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের অভিযোগ আনা হলো অভিযোগ প্রমাণের অভাবে অভিশংসন করা যায়নি।

ট্রাম্পের ভারত সফর



- ১. **সময়কাল:** ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম ভারত সফর)
- ২. **ভ্রমণ করেন:** নয়াদিল্লি, আগ্রা, গুজরাটের আহমেদাবাদ
- ৩. **ট্রাম্পের সম্মানে অনুষ্ঠান:** গুজরাটের আহমেদাবাদে অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রিকেট সেটিয়াম সর্দার প্যাটেল বা মাতেরায় ‘নামাত্তে ট্রাম্প’ এর আয়োজন করেছে ভারত।

মার্কিন নেতৃত্বধীন নৌ-জোট

- ১. **নাম:** International Maritime Security Construct (IMSC)
- ২. **উদ্দেশ্য:** পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল ও পণ্যবাহী জাহাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- ৩. **কার্যক্রম শুরু:** ৭ নভেম্বর ২০১৯
- ৪. **সদর দপ্তর:** বাহরাইন
- ৫. **সদস্য সংখ্যা:** ৬টি (বাহরাইন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র)



যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত আরও কয়েকটি সাম্প্রতিক তথ্য

- ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ২৬ আগস্ট ২০২০ নারী ভোটাধিকারের শতবর্ষ পালিত হয়। ২৬ আগস্ট ১৯২০ যুক্তরাষ্ট্রে সকল বর্ণ-শ্রেণির নারীদের ভোটাধিকারের আইন কার্যকর হয়েছিল।
- ২. সাবেক ও ৪৪তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নতুন বই ‘এ প্রিমিজড ল্যান্ড’ এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে ১৭ নভেম্বর ২০২০। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ের স্মৃতি নিয়ে এ স্মৃতিকথামূলক বইটি লিখেছেন।
- ৩. যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে ধনকুবের তার সকল সম্পত্তি দান করে দারিদ্র্যবরণ করেছেন তার নাম চার্লস চাক ফিনে।
- ৪. যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসকে নিয়ে ‘ফিমেল ফোর্স : কমলা হ্যারিস’ নামক কমিক বই প্রকাশ করছে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা টাইডাল ওয়েব প্রতাক্ষণ।
- ৫. মার্কিন ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নাগরিক অধিকার আইন নামে পরিচিত ‘নো ব্যান অ্যাস্ট’ শীর্ষক আইনটি পাস হয়- ২২ জুলাই ২০২০।
- ৬. ওয়াশিংটন ডিসিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম স্টেটে পরিণত করতে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে বিল পাস হয়- ২৬ জুন ২০২০।
- ৭. প্রথম মার্কিন মুসলিম হিসেবে পুলিশ কমান্ডিং অফিসার নিয়োগ পেয়েছেন- পাকিস্তানি বংশোদ্ধৃত মার্কিন নাগরিক আদিল রানা।
- ৮. সোলাইমানি হত্যার অভিযোগে ট্রাম্পসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফারি পরোয়ানা জারি করেছে- ইরান।
- ৯. মিসিসিপি’র প্রতাক্ষণ থেকে বর্ষবাদী প্রতীক অপসারণ করার জন্য অঙ্গরাজ্যটিতে ভোটাভুটি হয়- ২৭ জুন ২০২০।
- ১০. সম্প্রতি রাশিয়ার সাথে উম্মুক্ত আকাশ চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প।
- ১১. প্রথমবারের মতো কোন নারী যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা’র মনুষ্যবাহী মহাকাশযান (হিউম্যান স্পেসফ্লাইট) পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবেন ক্যাথি লুয়েডার্স।
- ১২. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বিমানবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন (চার্লস ব্রাউন জুনিয়র) একজন কৃষ্ণাঙ্গ।
- ১৩. মহাকাশে চীন এবং রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে ২৯ আগস্ট ২০১৯ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন মহাকাশবাহিনীর উদ্বোধন করেন, যা United States Space Command (USSPACECOM) নামে পরিচিত হবে। এটি মার্কিন সামরিক বাহিনীর ষষ্ঠ শাখা।
- ১৪. সম্প্রতি মার্কিন নৌবাহিনীতে যুক্ত কারার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে রোবটিক সাবমেরিন।
- ১৫. সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোবাইল পরমাণু কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ১৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অভিবাসন নীতি কার্যকর হয়- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০।
- ১৭. ২৫ আগস্ট ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্র তাদের পররাষ্ট্র দণ্ডের নথিভুক্ত দেশের তালিকা থেকে ফিলিপিনকে বাদ দেয়।
- ১৮. সেপ্টেম্বর ২০১৯ যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে রবার্ট ওব্রায়েন।
- ১৯. যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় সম্প্রতি বিশেষ প্রথম বন্যপ্রাণী পারাপারে উড়ালসেতু নির্মাণ করতে যাচ্ছে।
- ২০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের অন্তর্বাণিজ্য চুক্তি প্রত্যাহার করে ২৬ এপ্রিল ২০১৯।
- ২১. জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নাম প্রত্যাহার করে- ১৯ জুন, ২০১৮
- ২২. যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম শাটডাউন হয়- ৩৫ দিন (২২ ডিসেম্বর ২০১৮- ২৫ জানুয়ারি ২০১৯)

বিসিএস ও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত যেকোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেতে ও প্রতিনিয়ত আপডেট থাকতে জয়েন করুন ‘সাধারণ জ্ঞানের আপ টু ডেট’ নামক গ্রুপে।

বিশ্ব রাজনীতির পরাশক্তি চীন

উইয়ুর সংকট



- ঔ. **উইয়ুর কী?** মধ্য এশিয়ায় বসবাসরত তুর্কি বংশোদ্ধৃত একটি সুনি মুসলিম জাতিগোষ্ঠী যাদের অধিকাংশ বর্তমানে চীনের জিনজিয়াং এবং ছন্নান প্রদেশে বাস করে (উইয়ুরদের ভাষার নামও উইয়ুর)।
- ঔ. **উইয়ুর সংকট:** সাম্প্রতিক সময়ে উইয়ুরদের ওপর ব্যাপক নজরদারি এবং কিছু বিশেষ নিয়ম (সার্ভিল্যাঙ অ্যাপ ব্যবহার) মানতে বাধ্য করাকে কেন্দ্র করে তাদের ওপর চলছে অত্যাচার, নিপীড়ন। উইয়ুরুরা চাইছে হারানো সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন উইয়ুরিস্তান আর চীন চাইছে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের দ্বারা উন্নয়ন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই সেখানে একটি রাজনৈতিক ও মনোজাগিতিক সংকট দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি উইয়ুর নিপীড়নের একটি গোপন নথি ফাঁস হয়। ৪০৩ পৃষ্ঠার এ গোপন নথিতে দেখা যায়, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনায় এ নির্যাতন, নিপীড়ন চলছে। ১৬ নভেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এ সব তথ্য জানানো হয়।
- ঔ. **জিনজিয়াং প্রদেশ:** জিনজিয়াং প্রদেশটি চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। জিনজিয়াং এর রাজধানী উরকুমকি। এখানকার অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলিম (প্রায় ৫৮%)।
উইয়ুর সংকটকে কেন্দ্র করে ‘সার্ভিল্যাঙ ক্যাপিটালিজম’ শব্দটি আলোচিত হচ্ছে। সম্প্রতি ভারত ও চীনের এই নজরদারি প্রযুক্তি কিনতে যাচ্ছে।

চীন-মিয়ানমার ৭০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সি চিন পিংয়ের মিয়ানমার সফর

- ঔ. সফরকাল: ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২০
- ঔ. উপনক্ষয়: দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি
- ঔ. সমরোচ্চ চুক্তি স্বাক্ষর: ৩০টি
- ঔ. এক্যমত: চীন-মিয়ানমার ইকোনমিক করিডোরের কাজে একমত হয়েছে দুই দেশ। এর মধ্যে রাখাইন রাজ্যে ১৩০ কোটি মার্কিন ডলারের গভীর সমুদ্বন্দন নির্মাণ এবং দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রকল্পও রয়েছে।
- ঔ. গত ১৯ বছরে চীনের কোন শীর্ষ নেতার এটাই প্রথম মিয়ানমার সফর।



হংকং নিয়ে চীনের জাতীয় নিরাপত্তা আইন



- ঔ. চীনের ন্যাশনাল কংগ্রেস হংকং নিয়ে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইন অনুমোদন করে- ২৮ মে ২০২০।
- ঔ. বেইজিং এ আইনের রূপরেখা প্রকাশ করে- ২০ জুন ২০২০।
- ঔ. এ আইনের বলে চীনের মূল ভূখণ্ডের কর্মকর্তারা হংকংয়ে একটি জাতীয় নিরাপত্তা অফিস প্রতিষ্ঠা করবে। ফলে, হংকংয়ের রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা হ্রাসের মুখে পড়বে।

‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ ও ‘বেল্ট এন্ড রোড ইনশিয়াচিভ’

- ঔ. অফিসিয়াল নাম: ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ ও ‘বেল্ট এন্ড রোড ইনশিয়াচিভ’
- ঔ. পরিকল্পনাকারী: চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং (২০১৩)
- ঔ. উদ্দেশ্য: এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চল ও করিডোর প্রতিষ্ঠা
- ঔ. কেন্দ্রীয় ভিত্তি হবে: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা
- ঔ. আওতাভূক্ত হবে: বিশ্বের ৬৮টি দেশ, ৬০% বিশ্ব জনসংখ্যা এবং ৪০% বৈশ্বিক প্রযুক্তি
- ঔ. ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বিষয়ে প্রথম সম্মেলন হয়: চীনের বেইজিংয়ে (১৪-১৫ মে ২০১৭)
- ঔ. অংশ নেয়: এশিয়ার ২৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ৬০টিরও অধিক দেশের প্রতিনিধি

- ১) প্রথম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেনি: ভারত ও ভুটান (এই রোডটি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পড়ে। এই এলাকায় চীন চুকে ভারতের সার্বভৌমত্ব আঘাত হানার আশংকা করে দিল্লি)
- ২) ২০০০ বছর আগে চীনা রেশম বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল: সিঙ্গ রোড (চীন ও ইরানের মধ্যে)
- ৩) প্রাচীন সিঙ্গ রোডের ধারণা দেয়: যুক্তরাজ্য (১৯৩০) এবং নব্য এই সিঙ্গ রোডের ধারণা দেয়: চীন (২০১৪)

সাম্প্রতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যানে চীন

বিষয়	অবস্থান	বিষয়	অবস্থান
আয়তনে বৃহত্তম	তৃতীয়	কার্বন নিউরণে	প্রথম
জনসংখ্যায়	প্রথম	বিশ্ব বাণিজ্য	প্রথম
সীমান্তবর্তী দেশ	প্রথম (১৪টি স্বাধীন দেশের সাথে)	জালানি ব্যবহারে	প্রথম
সেনাবাহিনীর সংখ্যায়	প্রথম (২৩ লাখ)	ক্রয় ক্ষমতা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে	প্রথম
ইন্টারনেট ব্যবহারে	প্রথম	পোশাক রপ্তানিতে	প্রথম
গ্রিনহাউস গ্যাস নিউরণে	প্রথম	রঙ্গানিকারক দেশ হিসেবে	প্রথম
কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে	প্রথম	---	---

চীন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১) সেপ্টেম্বর ২০২০ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনীর মালিক চীন।
- ২) চীনের মঙ্গোলীয় এলাকার স্কুলগুলোতে মঙ্গোলীয় ভাষার পরিবর্তে মান্দারিন ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ এনে তাদের মাতৃভাষা মঙ্গোলীয়র দাবিতে বিরল বিক্ষেপ চলছে।
- ৩) চীনের আঘাসীন কূটনৈতিক আচরণকে বলা হচ্ছে ‘ওলফ ওয়ারিয়র ডিপ্লোমিসি’ বা ‘নেকডে যোদ্ধা কূটনীতি’।
- ৪) ২৩ জুলাই ২০২০ নিরানবই বছর পূর্ণ করে শতবর্ষে পদার্পন করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল ‘কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না’। ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপনের পাশাপাশি ২০৪৯ সালে ক্ষমতায় থাকার শতবর্ষ উদযাপন করতে চায় এ দলটি।
- ৫) সম্প্রতি চীন বিশ্বের বৃহত্তম উভচর বিমানের সফল উভয়ন সম্পন্ন করেছে। এজিথুন নামের এ বিমানটি চীন ২৬ জুলাই ২০২০ ছিংতাওয়ের সমুদ্র থেকে উড়ত্যান করে।
- ৬) ২০২২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক গেমস এবং প্যারালিম্পিক গেমসকে সামনে রেখে সম্প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতির ট্রেন চালু করেছে চীন।
- ৭) সম্প্রতি ওয়ান্টাইম প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে চীন।
- ৮) চীন ২০২০ সালকে ইন্দুরবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- ৯) ১ অক্টোবর ২০১৯ চীন বর্গাত্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট শাসনের ৭০ বছর উদযাপন করে। ১ অক্টোবর ১৯৪৯ মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১০) সম্প্রতি (৫ নভেম্বর ২০১৯) অপ্রাঙ্গবয়কদের ভিডিও গেম খেলার ওপর কারফিউ জারি করেছে চীন।
- ১১) ২০৫০ সালের মধ্যে চাঁদে ইকোনমিক জোন গড়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে চীন।
- ১২) ২৪ জুলাই ২০১৯ ‘নতুন যুগে চীনের প্রতিরক্ষা’ শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে চীন সরকার। এতে নতুন যুগে চীনের প্রতিরক্ষা নীতিমালা তুলে ধরা হয়।
- ১৩) জানুয়ারি ২০১৯ চীন Dong-Feng (DF-26) নামের একটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায় যা গুয়াম কিলার নামেও অভিহিত করা হয়।
- ১৪) সম্প্রতি চাবাহার বন্দরের কাছাকাছি পার্কিস্টানকে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে দেওয়ার ঘোষণা করেছে: চীন
- ১৫) সম্প্রতি চীন ক্রতিম দ্বীপ তৈরি করছে: দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধপূর্ণ অংশে
- ১৬) সম্প্রতি চীনে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে- তিন সন্তান নীতি (এক সন্তান নীতি বাতিল ঘোষণা করা হয়- ২৯ অক্টোবর ২০১৫)।
- ১৭) বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু- চীনে অবস্থিত ‘হংকং-কুয়াই-ম্যাকাও সেতু’ (দৈর্ঘ্য: ৫৫ কিলোমিটার)
- ১৮) বিশ্বের দীর্ঘতম সেতু- চীনে অবস্থিত ‘ডানিয়ং কুনসান গ্রান্ড সেতু’ (দৈর্ঘ্য: ১৬৪.৮ কিলোমিটার)
- ১৯) চীন প্রথম বৈদেশিক নৌযাঁটি নির্মাণ করে- জিবুতিতে।
- ২০) বিশ্বের প্রথম মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস সূচনা হয়- চীনে।
- ২১) ভারতের যে প্রদেশটিকে চীন নিজেদের বলে দাবী করে- অরুণাচল।

ভারত : বিশ্ব রাজনীতির নয়া মোড়ল

ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা Citizenship (Amended) Act, 2019

- ১. পরিচিতি: ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বা Citizenship (Amended) Act, 2019 যা Citizenship Amended Bill (CAB) নামেও পরিচিত।
- ২. সিবিএ এর উদ্দেশ্য কী: ভারতের প্রতিবেশী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর (বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান) অমুসলিম অভিবাসীদের সহজে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া।
- ৩. ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ যে আইনটি সংশোধন করে গৃহিত: ভারতের ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন।
- ৪. নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ এর ৪ মনৎ আইন।
- ৫. ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ লোকসভায় গৃহিত হয়: ১০ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ৬. ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ রাজ্যসভায় গৃহিত হয়: ১১ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ৭. রাষ্ট্রপতির (রামনাথ কোবিন্দ) সম্মতিপূর্ণ স্বাক্ষর: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ৮. কার্যকর: ১০ জানুয়ারি ২০২০ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়।
- ৯. আইনের বিরোচনাচরণ: এই আইনকে মুসলিমবিহীন বৈষম্যমূলক হিসেবে উল্লেখ করে ১৪ জানুয়ারি ২০২০ প্রথম কেরালা রাজ্যে প্রতিবাদ করা হয়। পর্যায়ক্রমে পাঞ্জাব, ছত্রিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার এর বিরোধিতা করে।
- ১০. এ আইন অনুযায়ী ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের পূর্বে যারা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে।



উল্লেখ্য, ভারতে এ বিতর্কিত আইনের ফলে তুমুল সমালোচনা ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও শহরগুলোতে বিক্ষোভ চলছে।

ভারতের আসামে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন

- ১. ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত সংখ্যালঘু অমুসলিম উদ্বাস্তদের নাগরিকত্ব ও বসবাসের অনুমোদন সংক্রান্ত ‘নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬’ লোকসভায় পাস হয় ৮ জানুয়ারি ২০১৯। কিন্তু সম্প্রতি বিলটি উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পেশ করতে না পারায় বাতিল হয়ে যায়।
- ২. এ আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য অবৈধ বাংলাদেশীদের ভারত থেকে বিতাড়ন করা।
- ৩. ১৯৫১ সালের পর প্রথম বারের মতো পরিচালিত জনগণনার ভিত্তিতে ‘জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি (ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স)’ তৈরি করা। উল্লেখ্য, নির্বাচন থেকে মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য অংশ বাদ পড়ে।
- ৪. প্রথম তালিকা প্রকাশ করে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ,
- ৫. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে উদ্বাস্ত হয়ে ভারতে আসা সংখ্যালঘু হিন্দুদের নাগরিকত্ব আইন-১৯৫৫ সংশোধনী আনা।
- ৬. নাগরিক তালিকার খসড়া প্রকাশ করে ৩০ জুলাই ২০১৮। এতে আসাম রাজ্যের প্রায় ৪০ লাখ বাসিন্দার নাম বাদ পড়ে।



আসামে নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ

- ১. আসামে চূড়ান্ত নাগরিক তালিকা প্রকাশ: ৩১ আগস্ট ২০১৯
- ২. হালনাগাদকৃত ‘জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি’ প্রকাশিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- ৩. তালিকা অনুযায়ী আসামের অধিবাসী: ৩ কোটি ১১ লাখ ২১ হাজার ৪ জন [তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা ৩১ আগস্ট ২০১৯]
- ৪. চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে: ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন (এর মধ্যে ১২ লাখ হিন্দু রয়েছে)
- ৫. তালিকা থেতে বাদ পড়েছেন: ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রযান অভিযানের উপদেষ্টা ড. জিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী এবং তার পরিবার। এ ছাড়া ২ জন বিধায়কও বাদ পড়েছেন।
- ৬. বাদ পড়া উদ্বাস্তরা নাগরিকত্বের জন্য আপিল করতে পারবে: ফরেনার্স ট্রাইবুনালে [১২০ দিনের মধ্যে]

- ১) নাগরিকত্ব পেতে হলে প্রমাণ করতে হবে: ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের আগে থেকেই যে তারা আসামে থাকতো, সেরকম দলিল প্রমাণ হাজির করলেই কেবল তাদের ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে।
 - ২) ভারত সরকার এ আইন অমান্যকারীদের জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করেছে ‘ডিটেনশন ক্যাম্প’ (আটককেন্দ্র)। গোয়ালপাড়ার মাতিয়ায় তৈরি করা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ ‘ডিটেনশন ক্যাম্প’ (আটককেন্দ্র)।
- [আসামের পর মহারাষ্ট্রেও এনআরসি বন্দিশিবির করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ভারতীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কোন এনআরসি চালু করতে দেবেন না বলেছেন মত্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরদিকে, ভারতের সব অনুপবেশকারীদের বিতাড়িত করার হৃশিয়ারি দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির বর্তমান সভাপতি ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ]

এক নজরে আসাম রাজ্য



- ১) আয়তন: ৭৮ হাজার ৪৩৮ বর্গকিলোমিটার। জেলা: ২৭টি। রাজধানী: দিসপুর। বৃহত্তম শহর: গুয়াহাটী
- ২) ভাষা: অসমিয়া, বাংলা এবং বরো। এছাড়াও বিশেষভাবে ব্যবহৃত উপজাতীয় ভাষা হলো সাঁওতালি।
- ৩) জাতীয় সংগীত: ও মোর আপনার দেশ। জাতীয় ফুল: কপৌ ফুল। পাখি: হোয়াইট উইঙ্গড ডাক। পশু: এক শৃঙ্গ গন্তব্য
- ৪) আসামের বর্তমান মূখ্যমন্ত্রী: সর্বানন্দ সোনওয়াল। তিনি ২০১৬ সালে নির্বাচিত হয়েই বালাদেশ-ভারত সীমান্ত বর্কের ঘোষণা দিয়েছিলেন।
- ৫) এ পর্যন্ত আসাম ভেঙ্গে স্থাপ্ত হয়েছে: নাগাল্যান্ড (১৯৬৩), মেঘালয় (১৯৭০), অরুণাচল (১৯৭২) এবং মিজোরাম (১৯৮৬)।
- ৬) আসাম রাজ্য সেভেন সিস্টারস অন্তর্ভূক্ত একটি রাজ্য।

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর)

জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর) হলো ভারতে বসবাসকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা। জনগণনা কমিশনের অধীনে ১০ বছর পরপর আদমশুমারি বা জনগণনা করা হয়। ২০২১ সালে ভারতে পরবর্তী আদমশুমারি বা জনগণনা করা হবে। যথারীতি ২০২০ সালে এনপিআর তৈরি হবে। জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর) এর ৩৭ পৃষ্ঠায় ম্যানুয়েল হিন্দু, খিরাস্টান, শিখসহ বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের তালিকা থাকলেও বাদ পড়েছে মুসলমানদের উৎসবের তালিকা।



খণ্ডিত কাশীরের জন্য বদলে গেলো ভারতের মানচিত্র

- ১) ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশটির নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে ২ নভেম্বর ২০১৯। এ সময় নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ‘জ্যু ও কাশী’ এবং ‘লাদাখ’র পৃথক মানচিত্রও প্রকাশ করা হয়।
- ২) নতুন মানচিত্রে কারগিল এবং লেহকে লাদাখের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালের মানচিত্রের বাকি অংশ থাকছে জ্যু ও কাশীরে। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলটির জেলা সংখ্যা বর্তমানে ২৮টি (পূর্বে ছিল ১৪টি)।
- ৩১) অক্টোবর ২০১৯ জ্যু ও কাশীর আনুষ্ঠানিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত হয়।
- ৩১) অক্টোবর ২০১৯ জ্যু ও কাশীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে শপথ নেন আইএএস অফিসার গিরিশ চন্দ্র মুর্ম এবং লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবে শপথ নেন ভারতের সাবেক তথ্য কমিশনার রাধাকৃষ্ণ মাথুর।
- ৪) বর্তমানে ভারতের রাজ্য সংখ্যা ২৮টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৯টি।

কেন্দ্রশাসিত নতুন দুই অঞ্চল

বিষয়	জ্যু ও কাশীর	লাদাখ
আয়তন	৪২,২৪১ বর্গ কিলোমিটার	৫৯,১৪৬ বর্গ কিলোমিটার
জেলা	২৮টি	২টি
রাজধানী	জ্যু ও শ্রীনগর	লেহ
দান্তিরিক ভাষা	উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি	তিব্বতি, লাদাখি ও হিন্দি
মুখ্যমন্ত্রী	বর্তমানে শূন্য	নেই
বিধানসভার সদস্য	১১৪টি	নেই

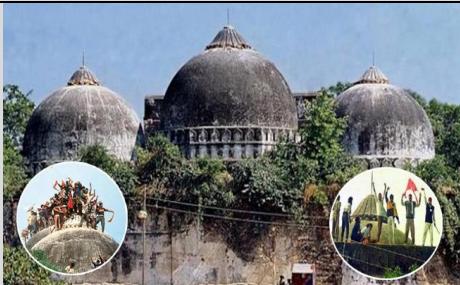
রাজ্যসভার সদস্য	৪টি	নেই
লোকসভার সদস্য	৫টি	১টি

মণিপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা



- ❖ ‘সেতেন সিস্টার্স’ অন্তর্ভুক্ত রাজ্য মণিপুর তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে ২৯ অক্টোবর ২০১৯। এ সময় ‘মণিপুর স্টেট কাউন্সিল’ নামে যুক্তরাজ্যে একটি প্রিবেসী সরকারও গঠন করা হয়।
- ❖ এ কাউন্সিলের প্রধান হচ্ছেন ইয়ামবেন বিরেন এবং নারেংবাম সমরজিত।
- ❖ ১ নভেম্বর ১৯৫৬ মণিপুর ভারতের ‘ইউনিয়ন টেরিটরি এবং ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ রাজ্য হিসেবে স্থাকৃতি পায়।
- ❖ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ভারত সরকার মণিপুরকে একটি ‘গোলযোগপূর্ণ এলাকা’ হিসেবে ঘোষণা করে যা এখনও বলবৎ রয়েছে।
- ❖ মণিপুরের রাজধানী ইঙ্গল। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী এ রাজ্যটির জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২৮ লাখ।

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার চূড়ান্ত রায়



- ❖ ৯ নভেম্বর ২০১৯ বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা প্রদান করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এবং সেই সাথে এলাহাবাদের হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়।
- ❖ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, অযোধ্যার বিতর্কিত ২.৭৭ একরের পুরো জমিই শর্তসাপেক্ষে হিন্দু সম্পদাদ্যকে এবং মুসলিমদের মসজিদ তৈরির জন্য বিকল্প ৫ একর জমি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় এবং সেই সাথে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙা বে-আইনি কাজ ছিল বলে ঘোষণা করা হয়।
- ❖ বাবরি মসজিদ ভাঙাকে উভয় প্রদেশ রাজ্যের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে অবস্থিত।
- ❖ ১৫২৮ সালে স্মার্ট বাবরের আদেশে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।
- ❖ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের নেতৃত্বে মসজিদটি ভাঙা হয়।
- ❖ বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে সেই সময় পুরো ভারতে হিন্দি-মুসলিম দাঙ্গা বাধে এবং ২ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়।
- ❖ বাবরি মসজিদে প্রথম আগ্রাকারী ছিলেন বলবীর সিং। পরে তিনি তার ভুল বুঝাতে পারেন এবং অনুত্তপ্ত হয়ে ১৯৯৩ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম রাখেন মুহাম্মদ আমের।



ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধবিমান রাফাল

- ❖ ভারত অত্যাধুনিক ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনতে চুক্তি করে- ফ্রান্সের সাথে (২০১৬ সালে)।
- ❖ চুক্তি অনুযায়ী, সবগুলো যুদ্ধবিমান ভারতের কাছে হস্তান্তর করবে- ২০২১ সালের মধ্যে।
- ❖ প্রথম চালানের পাঁচটি রাফাল যুদ্ধবিমান ভারতের হরিয়ানা বিমানবাহিনীর সেনা ঘাঁটিতে পৌছে- ২৯ জুলাই ২০২০।
- ❖ ‘রাফাল’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘ঝড়ো বাতাস’ আর সামরিক অর্থে ‘আগনের বিষ্ফোরণ’।
- ❖ প্রস্তুতকারক- দাসোঁ অ্যাভিয়েশন, ফ্রান্স।



কাশীর ইস্যু

কাশীরের ইতিহাস ও পরিচিতি: কাশীরের ইতিহাস বৃহত্তর ভারতীয় উপমহাদেশ ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের (মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়া) ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গসম্ভাবে জড়িত। ইতিহাসিকভাবে কাশীরকে 'কাশীর উপত্যকা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে কাশীর বলতে একটি তুলনামূলক বৃহৎ অঞ্চলকে বোায়। বর্তমান ভারত-নিয়ন্ত্রিত জমু ও কাশীর (যেটি জমু কাশীর উপত্যকা ও লাদাখের সমন্বয়ে গঠিত), পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশীর ও গিলগিত-বালতিস্তান অঞ্চলদ্বয় এবং চীন-নিয়ন্ত্রিত আকসাই চিন ও টাঙ্গ-কারাকোরাম ট্রাঙ্ক অঞ্চলদ্বয় বৃহত্তর কাশীরের অঙ্গভূক্ত।

পৰ্যম শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে কাশীর প্রথমে হিন্দুধর্ম এবং পরে বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে নবম শতাব্দীতে কাশীরে শৈব মতবাদের উত্থান ঘটে। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাশীরে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং শৈব মতবাদের প্রভাব হ্রাস পায়। কিন্তু তাতে পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর অর্জনসমূহ হারিয়ে যায় নি, বরং নবাগত ইসলামি রাজনীতি ও সংস্কৃতি এগুলোকে বঙ্গলাংশে অঙ্গভূত করে নেয়, যার ফলে জন্ম হয় কাশীরি সুফিবাদের।

১৩৩৯ সালে শাহ মীর কাশীরের প্রথম মুসলিম শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন এবং শাহ মীর রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীব্যাপী কাশীরে মুসলিম শাসন বজায় ছিল। এর মধ্যে মুঘল সম্রাটোরা ১৫৮৬ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত এবং আফগান দুররানী সম্রাটোরা ১৭৪৭ সাল থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত কাশীর শাসন করেন। ১৮১৯ সালে রঞ্জিত সিংহের নেতৃত্বে শিখরা কাশীর দখল করে। ১৮৪৬ সালে প্রথম ইঙ্গিখ যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট শিখরা পরাজিত হয়। এরপর অম্তসর চুক্তি অনুসারে জমুর রাজা গুলাব সিংহ অঞ্চলটি রিটিশদের কাছে থেকে দ্রুত করেন এবং কাশীরের নতুন শাসক হন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরগণ রিটিশ রাজ্যকূটের অনুগত শাসক হিসেবে কাশীর শাসন করেন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময় অঞ্চলটি একটি বিবাদমান অঞ্চলে পরিণত হয়। বর্তমানে অঞ্চলটি ভারত, পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে বিভক্ত।

কাশীর সমস্যা: কাশীর সমস্যা হলো কাশীর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ভারত সরকার, কাশীরি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে প্রধান অঞ্চলিক বিরোধ। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশীর নিয়ে ১৯৪৭-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকেই আন্তর্জাতিক বিরোধ রয়েছে, এছাড়াও কাশীরি বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সাথেও - কাশীরকে পাকিস্তানের অঙ্গভূক্তি বা সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করার জন্য অভ্যর্তীণ বিরোধ রয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশীর নিয়ে ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৯৯-এ অস্ততঃ তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও, ১৯৮৪ সালের পর থেকে সিয়াচেন হিমবাহ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই দুই দেশ বেশ কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জড়িত হয়েছিল। ভারত সমগ্র জমু ও কাশীর রাজ্যটি তাদের বলে দাবি করে এবং যার মধ্যে ২০১০ সালের হিসাবে, জমু বেশিরভাগ অংশ, কাশীর উপত্যকা, লাদাখ এবং সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে প্রায় ৪০% অঞ্চল শাসন করছে। পাকিস্তান এই দাবির বিরোধিতা করে, যারা প্রায় কাশীরের ৩৭% নিয়ন্ত্রণ করে- এর মধ্যে আছে আজাদ কাশীর এবং গিলগিত বালতিস্তানের উত্তরাঞ্চল।

কাশীরি বিদ্রোহীরা এবং ভারত সরকারের মধ্যে বিরোধের মূল বিষয়টি হল স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন। কাশীরের গণতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৭০-এর শেষভাগ পর্যন্ত ছিল সীমিত এবং ১৯৮৮ সালের মধ্যে ভারত সরকার কত্তুক প্রদত্ত বহু গণতান্ত্রিক সংস্কার বাতিল হয়ে গিয়েছিল। অহিংস পথে অস্তোষ জ্ঞাপন করার আর কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না তাই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বিদ্রোহীদের হিংসাত্মক আন্দোলনের সমর্থন নাটকীয়ভাবে বাঢ়তে থাকে। ১৯৮৭ সালে বিতকিত বিধানসভা নির্বাচন রাজ্যের বিধানসভার কিছু সদস্যদের সশস্ত্র বিদ্রোহীগোষ্ঠী গঠনে অনুযাটকের কাজ করেছিল। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষেপ মিছিল, ধর্মঘট এবং আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় কাশীরের অস্ত্রিতা।

৫ আগস্ট, ২০১৯ ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩কে ধারা বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে কাশীর সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। বর্তমানে কাশীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যুদ্ধভাব বিরাজ করছে এবং বিশ্ব রাজনীতি উত্তৃপ্ত হচ্ছে। কাশীরের চলমান এ সমস্যা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা: বিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখন মুসলমান অধুনায়িত অঞ্চল জমু ও কাশীর পাকিস্তানের অংশ হবে বলেই ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু ওই অঞ্চলের তৎকালীন হিন্দু মহারাজা হরি সিং পাকিস্তান বা ভারত কারো সঙ্গেই যুক্ত হতে চাননি। তিনি প্রথমে জমু ও কাশীর নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের আদিবাসীগোষ্ঠী আক্রমণ করে তাকে ক্ষমতাচ্ছান্ত করতে পারে আশঙ্কায় তিনি ভারতের কাছে তাদের প্রতিরোধে সাহায্য চান এবং বিনিময়ে বিশেষ স্বাধীনের শর্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে রাজি হন। যার জেরে ১৯৪৯ সালে ভারতীয় সংবিধানে নতুন একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়, যেটি 'আর্টিকেল ৩৭০' নামে পরিচিত। এ ধারা অনুযায়ী জমু ও কাশীর ভারতের অংশ হলেও রাজ্যটি বিশেষ স্বায়ত্ত্বাসনের মর্যাদা পায়।

রাজ্যটির নিজস্ব সংবিধান এবং নিজস্ব একটি পাতাকা হয়। এছাড়া পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ছাড়া বাকি সব বিষয়ে রাজ্য সরকার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পায়। এমনকী, কেবল সরকার বা ভারতীয় পার্লামেন্টের রাজ্যে সরকারের সহমত ছাড়া জন্ম ও কাশীরে কোনো আইন গ্রহণ করার অধিকারও ছিল না।

পরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর সঙ্গে ৩৫এ নামে নতুন একটি ধারা যোগ করা হয়। এই ধারা অনুযায়ী, জন্ম ও কাশীরের স্থায়ী বাসিন্দারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হন। যেমন: সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া অন্য রাজ্যের কেউ সেখানে স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারতেন না। কিনতে হলে অন্তত ১০ বছর জন্ম-কাশীরের থাকতে হত।

স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া জন্ম ও কাশীরে অন্য রাজ্যের কেউ সেখানে সরকারি চাকরির আবেদন করতে পারতেন না। দিতে পারতেন না ভোটও।

কে স্থায়ী বাসিন্দা এবং কে নয়, তা নির্ধারণ করার অধিকার ছিল রাজ্যের বিধানসভার। ৩৫এ ধারা অনুযায়ী, রাজ্য অর্থাৎ জন্ম ও কাশীর বিধানসভাই ঠিক করতে পারত, রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা কারা এবং তাদের বিশেষ অধিকার কী ধরনের হবে।

জন্ম ও কাশীরের কোনও নারী রাজ্যের বাইরের কাউকে বিয়ে করলে তিনি সেখানকার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। অর্থাৎ, তার সম্পত্তিতে তার আর কোনো অধিকার থাকত না। এমনকি, তার উত্তরাধিকারীরাও ওই সম্পত্তির মালিকানা বা অধিকার পেতেন না।

ভারতের একমাত্র মুসলমান অধুমিত রাজ্য হিসেবে সাংবিধানিকভাবে সেখানকার জনগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষায় এটি করা হয়েছিল। ৩৭০ বিত্তিল করায় এখন সেখানকার জনগণ এ সব সুবিধাই হারাবে।

৩৭০ ধারায় কি কি সুযোগ-সুবিধা পেতেন কাশীরের নাগরিকেরা

- ১. আগে ছিল বিশেষ মর্যাদা, এখন তা থাকছে না: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলুপ্ত হওয়ায় কাশীরীদের বিশেষ সুবিধার নতুন একটি ধারাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে দিন্তি, গোয়ার মতো দেশের বাকি কেবলশাসিত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে আর কোনও পার্থক্য থাকছে না জন্ম ও কাশীরের। রাজ্যটির এখন আর বিশেষ স্বায়ত্ত্বশাসনের মর্যাদা থাকছে না।
- ২. ছিল দৈত নাগরিকত্ব, এখন হবে এক নাগরিকত্ব: রাজ্যের বাসিন্দারা এখন আর দৈত নাগরিক নন বরং একক নাগরিকত্ব ভোগ করবেন, অর্থাৎ, তারা এখন ভারতের নাগরিক হবেন।
- ৩. আলাদা পতাকা ছিল, এখন তা থাকবে না। কেবল থাকবে ভারতের তিনরঙা পতাকা।
- ৪. ৩৬০ ধারা (অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা) কার্যকর ছিল না, এখন কার্যকর করা যাবে: ভারতীয় সংবিধানে ৩৬০ ধারাবলে রাজ্যগুলোর জন্য অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থার বিধান রয়েছে। কিন্তু বিশেষ স্বায়ত্ত্বশাসনের মর্যাদার কারণে জন্ম ও কাশীরে তা প্রযোজ্য ছিল না। এখন এ ধারা অনুযায়ী সেখানে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা কার্যকর করা যাবে।
- ৫. অন্য রাজ্যের কোনো ভারতীয় নাগরিক জন্ম ও কাশীরে জমি কিনতে এবং সরকারি চাকরির আবেদন করতে পারতে না, এখন তা করতে পারবেন।
- ৬. কাশীরে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ আইন ছিল না। এখন রাজ্যটিতে কেবল সংখ্যালঘু সংরক্ষণ আইন কার্যকর হবে।
- ৭. তথ্য অধিকার আইন কার্যকর ছিল না, এখন যা কার্যকর হবে।
- ৮. জন্ম ও কাশীরের বিধানসভার মেয়াদ ছিল ছয় বছর। এখন অন্যান্য রাজ্যের মত এর মেয়াদও পাঁচ বছর হবে।

পুলওয়ামা সংকট

- ১. ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯: ভারত শাসিত জন্ম-কাশীরের পুলওয়ামা জেলায় দেশটির সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের ওপর এক আত্মাতী হামলা চালানো হয়। আদিল আহমেদ নামে ২০ বছর বয়সী এক কাশীরি যুবক এ আত্মাতী হামলা করে। হামলায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের অন্তত ৪০ জন নিহত হয়।
- ২. হামলার দায় স্থীকার: পাকিস্তানভিত্তিক সংগঠন জইশ-ই-মুহাম্মদ এ হামলার দায় স্থীকার করে।
- ৩. পাল্টাপাল্টি হুমকি: ভারত পাকিস্তানকে এ হামলার মাঝে দিতে হবে বলে হুমকি প্রদান করে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইয়েরান খান এক ভাষণে বলেন ‘ভারত হামলা চালালে পাকিস্তান তার সমুচ্চিত জবাব দেবে।’ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পাকিস্তান ভারতে হামলা চালায়। ঐদিন পাকিস্তানের হাতে আটক হয় ভারতীয় বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডর অভিনন্দন বর্তমান। ১ মার্চ ২০১৯ ভারতীয় বৈমানিক অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান।
- ৪. ফলাফল: পুলওয়ামা ঘটনার পর পাকিস্তানকে দেওয়া ‘সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের’ মর্যাদা থেকে প্রত্যাহার করে নেয় ভারত। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান থেকে ভারতে আমদানি করা সব ধরনের পণ্যের শুল্ক ২০০% করা হয়। উল্লেখ্য, দুই দেশের মধ্যে বৈষম্যহীন বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য অংশীদারদের ‘সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের’ সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানকে এ মর্যাদা দিয়েছিলো ভারত।

এক নজরে কাশীর

- কাশীর: হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কাশীর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য
- আয়তন: ২,২২, ২৩৬ বর্গ কিলোমিটার
- জনসংখ্যা: ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার
- রাজধানী: শ্রীনগর (গৌত্মকালীন), জমু (শীতকালীন)
- সরকারি ভাষা: উর্দু
- কাশীরের কিছু অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত যা ‘আজাদ কাশীর’ নামে পরিচিত
- কাশীরের সৌন্দর্যের কারণে কাশীরকে ভূ-স্বর্গ বলা হয়
- ‘বিলম’ কাশীরের বিখ্যাত একটি নদী



আরও কয়েকটি তথ্য:

- ‘৪৭ নং প্রস্তাব’ হচ্ছে জাতিসংঘের একটি প্রস্তাব, যেখানে কাশীরের গণভোট, পাকিস্তানের সেনা প্রত্যাহার ও ভারতের সামরিক উপস্থিতি কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে।
- ‘লাইন অব কন্ট্রোল’ হচ্ছে কাশীরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা যা ১৯৪৯ সালে দেওয়া হয়, তবে অনুমোদিত হয় ১৯৭২ সালে।

ভারতের ১৭তম লোকসভা নির্বাচন ২০১৯

- নির্বাচন: ১৭তম
 - অনুষ্ঠিত হয়: ১১ এপ্রিল থেকে ১৯ মে ২০১৯ (সাত দফায় অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পায় ২৩ মে ২০১৯)
 - লোকসভার আসন: ৫৪৫টি
 - নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়: ৫৪২টি আসনে
 - ভোটার সংখ্যা: ৯০ কোটিরও উপরে
 - রাজনৈতিক দল: ১৮৪১টি
 - আসনগ্রাহণ দল: ৩৬টি
 - প্রার্থী সংখ্যা: ৮ হাজারেরও বেশি (নারী প্রার্থী ছিল ৭২০ জন এবং ত্রৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী ছিল ৪ জন)
 - ভারতের ১৭তম লোকসভা নির্বাচন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন
 - বিজয়ী জোট: ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (ডিএনএ)। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (ডিএনএ) জেটভুক্ত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪১টি। প্রাপ্ত আসন ৩৫১টি। একক দল হিসেবে সর্বোচ্চ আসন লাভ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (৩০৩টি আসন)
 - বিরোধীদলীয় জোট: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ঐক্যজোট। প্রগতিশীল ঐক্যজোটে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৬টি। প্রাপ্ত আসন ৯৬টি। একক দল হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (৫২টি আসন)
 - প্রধানমন্ত্রী: নরেন্দ্র দামোদরাস মোদি (টোলা দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ গ্রহণ করেন ৩০ মে ২০১৯)
- ৫৭ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা (প্রধানমন্ত্রীসহ ৫৮ সদস্য) গুরুত্বপূর্ণ সদস্য
- পূর্ণমন্ত্রী: ২৫ জন, প্রতিমন্ত্রী: ২৪ জন, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী: ৯ জন
 - প্রধানমন্ত্রী, মহাকাশ ও পারমাণবিক শক্তি: নরেন্দ্র দামোদরাস মোদি
 - প্রতিরক্ষা: রাজনাথ সিং
 - স্বাস্থ্য: অমিত শাহ
 - অর্থ ও করপোরেট: নির্মলা সীতারমণ (দেশটির প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী)
 - নারী ও শিশুকল্যাণ: স্মৃতি ইরানি
 - এ মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ্য: ২৩ জন
 - এ মন্ত্রিসভায় নারী সদস্য: ৬ জন
 - এ মন্ত্রিসভায় একমাত্র মুসলিম সদস্য: মুক্তার আকবাস নাকভি (সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়)
 - নতুন মন্ত্রণালয়: জলশক্তি মন্ত্রণালয় (মন্ত্রী: গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত)



অন্যান্য তথ্য

- ১. লোকসভার নতুন স্পিকার: ওম বিড়লা
- ২. লোকসভায় কংগ্রেস নেতা (বিরোধীদলীয়): অধীর রঞ্জন চৌধুরী
- ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)**
- ৩. প্রতিষ্ঠা: ৬ এপ্রিল ১৯৮০
- ৪. বর্তমান সভাপতি: অমিত শাহ
- ৫. সংসদীয় সভাপতি ও লোকসভায় নেতা: নরেন্দ্র মোদি

ভারত সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১. ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ওডিয়ার উপকূল থেকে Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HTDV) এর সফল উৎক্ষেপণ করার মধ্যদিয়ে হাইপারসনিক যুগে প্রবেশ করলো ভারতে। এর পূর্বে বিশ্বের তিনটি দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন) হাইপারসনিক এর ব্যবহার করে।
- ২. বিতর্কিত কৃষি বিলের প্রতিবাদে সম্প্রতি ভারতের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রী হরসিমরথ কৌর বাদল।
- ৩. সম্প্রতি ভারতের পার্লামেন্ট ভবন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার সময় নতুন এ পার্লামেন্ট ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হবে।
- ৪. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন- ৫ আগস্ট ২০২০।
- ৫. ২০২০ সালে কলকাতা নদীবন্দর প্রতিষ্ঠান পূর্তি উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি ২০২০ কলকাতা নদীবন্দর এর নাম পরিবর্তন করে ‘ম্যামা প্রসাদ মূখোপাধ্যায় বন্দর’ নামকরণ করা হয়।
- ৬. গোপন তথ্য ফাঁস ও গুপ্তচরবৃত্তি রূপে ভারতীয় নোংাটি এবং জাহাজে স্মার্টফোন-ফেসবুক সহ সকল সামজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে দেশটির সেনাবাহিনী।
- ৭. ভারতের তিন সশস্ত্র বাহিনীর কাজে সময়ের লক্ষ্যে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার সৃষ্টি করেছে ‘চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ’ পদ। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ দেশের প্রথম ‘চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ’ বা প্রতিরক্ষা প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত।
- ৮. ভারত সরকার সংগীতসম্মাজী লতা মঙ্গেশকরকে ‘ডটার অব দ্য মেশন’ ঘোষণা করে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- ৯. ভারতের প্রথম আদিবাসী নারী পাইলট হলেন ভারতের ওডিশার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে অনুপ্রিয়া লাকরা।
- ১০. ২ অক্টোবর ২০১৯ ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্বিকত (১৫০ বছর) জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। ২ৱা অক্টোবরকে জাতিসংঘ ‘আন্তর্জাতিক অতিথিস দিবস’ ঘোষণা করে ২০০৭ সালে।
- ১১. বিশ্বে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে ভারতে।
- ১২. ভারত সম্প্রতি (২৪ জানুয়ারি, ২০১৯) মহাকাশে বিশ্বের সবচেয়ে হালকা ২টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। স্যাটেলাইট দুটি হলো- Kalamsat-V2 এবং Mirosat-R. Kalamsat-V2 স্যাটেলাইটটির নামকরণ করা হয় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালামের নামে।
- ১৩. ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে সর্বাধুনিক যোগাযোগ স্যাটেলাইট (GSAT-31)।
- ১৪. ভারতের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা ‘সিবিআই’র নতুন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঋশিকেশ কুমার শুঙ্কা।
- ১৫. ২০১৯ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব ভারতৰত্ন লাভ করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখাজী, সঙ্গীতজ্ঞ ভুপেন হাজারিকা এবং মানাজি দেশমুখ।
- ১৬. বিশ্বের মাটিতে ভারত প্রথম সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে- সিচেলেসে (২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ চুক্তি সাক্ষরিত হয়)
- ১৭. ভারতের ১৭২টি কৃষক সংগঠন জোট হয়ে ২২টি রাজ্যে ১০ দিনের ‘কৃষক আন্দোলন বা গাঁও বন্ধ’ ধর্মঘটের ডাক দেয়- ১ জুন, ২০১৮
- ১৮. সম্প্রতি ভারত যে দেশের সীমানায় লেজার বেড়া স্থাপন করে- পাকিস্তান। ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন দেশ রয়েছে- ৬টি।
- ১৯. এখন পর্যন্ত ভারতের সংবিধান সংশোধন করা হয়- ১০০ বার।

যুক্তরাজ্য

BREXIT (British Exit) কার্যকর

- ১. ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য বেরিয়ে যাবার প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে- BREXIT (British Exit).
- ২. ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য বেরিয়ে যাবার প্রক্রিয়াকে BREXIT (British Exit) পরিচিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক নাম European Union (Notification of Withdrawal) Bill 2017.
- ৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা-না থাকার পশ্চে যুক্তরাজ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়- ২৩ জুন, ২০১৬।
- ৪. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রেক্সিট বিল পাস হয়- ১৩ মার্চ, ২০১৭।
- ৫. বিলটি আইনে পরিণত হয়- ২৬ জুন, ২০১৮।
- ৬. বিল উভয়কঙ্গে পাস হয়- ২২ জানুয়ারি ২০২০ (আনুষ্ঠানিক নাম হয় European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020.)
- ৭. বিলটিতে রান্নি এলিজাবেথ স্বাক্ষর করেন- ২৩ জানুয়ারি ২০২০
(ফলে ব্রেক্সিট বিল আইনে পরিণত হয়)।
- ৮. যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ দুই নেতা ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়ন ও ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল স্বাক্ষর করেন- ২৪ জানুয়ারি ২০২০।
- ৯. ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রেক্সিট চুক্তি অনুমোদন করে- ২৯ জানুয়ারি ২০২০।
- ১০. ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া কার্যকর হয়- ৩১ জানুয়ারি, ২০২০।
- ১১. ইইউ ছাড়ার পর বাণিজ্য ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার অন্তর্ভুক্ত কানীন সময়সীমা শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০।
- ১২. গণভোটের রায় প্রসঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন- সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং তেরেসা মে।
- ১৩. যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থ্যাচার ও দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তেরেসা মে।
- ১৪. যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়- ১ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে।



ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)



- ১. বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আঞ্চলিক রাজনৈতিক এবং বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জেট হচ্ছে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- ২. ইউরোপীয় ইউনিয়নের যাত্রা শুরু- ১৯৯১ সালে।
- ৩. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ- ২৭টি।
- ৪. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দফতর- ব্রাসেলস।
- ৫. ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রা ইউরো চালু হয়- ১৯৯৯ সালে।
- ৬. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০১২ সালে শাস্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
- ৭. ইইউ এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট - ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- ৮. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভিয়েতনামের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে- ৩০ জুন ২০১৯।

ইউরোপীয় কমিশন

- ১. পরিচয়: ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সংস্থা যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পরিষদ
- ২. প্রতিষ্ঠা: ১৯৫৮ সালে। বর্তমান সদস্য: ২৭
- ৩. সচিবালয়: বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে
- ৪. দাঙ্গীর ভাষা: ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান
- ৫. বর্তমান প্রেসিডেন্ট: উরসুলা ভন ডার লিয়ন (প্রথম নারী)



ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন ২০১৯



- নির্বাচন: নবম
- সময়কাল: ২৩-২৬ মে ২০১৯
- চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা: ২৭ মে ২০১৯
- ভোটদান: ৬১% (বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ)
- মোট আসন সংখ্যা: ৭৫১টি
- বিজয়ী: ইউরোপিয়ান পিপলস পার্টি (১৮০টি আসন)
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন প্রণয়নকারী: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট: ডেভিড সাসোলি (ইতালি)

যুক্তরাজ্যের নির্বাচন ২০১৯

- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়: ১২ ডিসেম্বর ২০১৯
- মোট আসন: ৬৫০। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন: ৩২৬ আসন।
- অংশগ্রহণকারী দল: ৮
- কনজারভেটিভ পার্টির প্রাপ্ত আসন: ৩৬৫
- লেবার পার্টির প্রাপ্ত আসন: ২০৩। ক্ষিতিশ ন্যাশনাল পার্টির প্রাপ্ত আসন: ৪৮।
লিবারেল ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রাপ্ত আসন: ১১
- আয়ারল্যান্ডের ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রাপ্ত আসন: ৮
- বিজয়ী দল: কনজারভেটিভ পার্টি
- প্রধানমন্ত্রী: বরিস জনসন



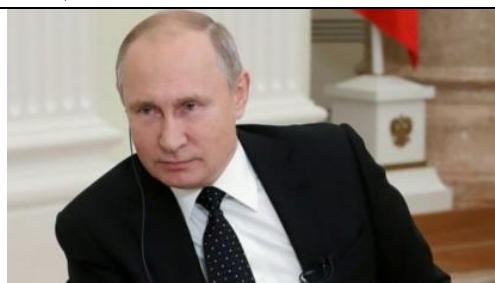
- গত ১০০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ডিসেম্বর মাসে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।
- এ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল রেকর্ড সংখ্যক (প্রায় এক-তৃতীয়াংশ)।
- এ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের বিজয় ছিল রেকর্ড সংখ্যক। লেবার পার্টির ১০৪ জন এবং কনজারভেটিভ পার্টির ৮৬ জনসহ মোট ২০০ এর বেশি আসনে নারী প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।
- এ নির্বাচনে ৪ জন বাংলাদেশি বংশোদ্ধৃত নারী প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তারা হলেন- ১. রুশনারা আলী, ২. টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক,
রূপা হক এবং আফসানা বেগম। এরা সবাই লেবার পার্টি ও প্রার্থী ছিলেন। প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ধৃত নারী প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন
রুশনারা আলী (২০১০ সালে)। আফসানা বেগম এবার প্রথমবারের মতো বিজয়ী হয়েছেন।
- যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম অর্থমন্ত্রী সাজিদ জাতিদ। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পদত্যাগ করেন এবং যুক্তরাজ্যের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে
যোগ দেন। নতুন অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন রিশি সুনাক।
- লন্ডনের প্রথম মুসলিম মেয়ের নির্বাচিত হয়েছেন- সাদিক খান।
- ক্ষটল্যান্ড:** যুক্তরাজ্য হতে স্বাধীনতা চায় ক্ষটল্যান্ড। ২০১৯ সালের নির্বাচনে ক্ষটল্যান্ডের স্বাধীনতাকারী দল এসএনপি সংসদে তাদের জন্য
নির্ধারিত (৫৯টি আসন) আসনের ৮১ শতাংশে জয়ী হয়েছে। জয়ের পরে এসএনপি নেতৃী নিকোলা স্টারজেন বলেন, এই ফলাফল
ক্ষটল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য আরেকটি গণভোটের ম্যানভেট আরও জোরালো করবে।
- উক্তর আয়ারল্যান্ড:** ২০১৯ সালের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো জাতীয়বাতাবাদী দলগুলো বিটেনের সাথে থাকতে চায় এমন দলগুলোর চেয়ে
বেশি আসন পেয়েছে। সুতরাং নতুন করে উক্তর আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠতে যাচ্ছে।

রাশিয়া

পুতিন আজীবন রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকার বাসনা

আজীবন ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে ১৫ জানুয়ারি ২০২০ রশ প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিন তার বার্ষিক ‘স্টেট অব দ্য নেশন’ ভাষণে সংবিধান পরিবর্তনের ক্লিপের প্রস্তাব করেন। ১৭ মার্চ ১৯৯৩’র পর রাশিয়ায় এটাই এ ধরণের প্রথম গণভোট।

- ১. রাশিয়ার সংবিধান সংশোধন পথে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়: ২৫ জুন-১ জুলাই ২০২০।
- ২. সংবিধান সংশোধনীর পক্ষে ভোট: ৭৭.৯২% নাগরিক।
- ৩. সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ডিক্রিতে স্বাক্ষর: প্রেসিডেন্ট ভ্রাদিমির পুতিন ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেন ৩ জুলাই ২০২০।
- ৪. আইন কার্যকর: ৪ জুলাই ২০২০।
- ৫. মূল ঘটনা: ভ্রাদিমির পুতিনের বর্তমান মেয়াদকাল রয়েছে ২০২৪ সাল পর্যন্ত। সংবিধান সংশোধনের ফলে তিনি আরও দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারবেন এবং জয়ী হলে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন (রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির মেয়াদ ৬ বছর)।



ভ্রাদিমির পুতিন

ভ্রাদিমির পুতিন লেনিনগ্রাদের জনগ্রহণকারী রশ প্রজাতন্ত্র বা রাশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ২৯ মেয়াদে ৭ মে, ২০১২ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতাসীন। এর পূর্বে ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি এবং ১৯৯৯ থেকে ২০০০ ও ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও, ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি ইউনাইটেড রাশিয়া দলের সভাপতি এবং রাশিয়া ও বেলারুশের মন্ত্রীসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

- ১. পুতিনের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্লিপের ঘোষণার পর পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভের নেতৃত্বে পুরো রশ সরকার। ১৬ জানুয়ারি ২০২০ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান কর পরিষেবা প্রধান মিখাইল মিশ্চিন।
- ২. রাশিয়ার সরকারি পরমাণু সংস্থা ‘রোসাটো’ সম্প্রতি অনলাইনে সর্ববৃহৎ পরমাণু বোমা বিক্রোগ সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করেছে।
- ৩. ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ রাশিয়া প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র ‘অ্যাভানগার্ড’ রেজিমেন্ট মোতায়েন করে।
- ৪. ২৬ জুলাই, ২০২০ মৌবাহিনীকে হাইপারসনিক পরমাণু অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দেন পুতিন।
- ৫. জন্মহার কমে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে সম্মতি (১৫ জানুয়ারি ২০২০) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন প্রথম সন্তান নেয়ার জন্য মা-বাবাকে ৭,৬০০ মার্কিন ডলার প্রোদনা প্রদান করা হবে এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত এ প্রোদনা অব্যাহত থাকবে।
- ৬. রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম ভাসমান পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র (আকাদেমিক লোমোনোসভ) উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯। এটি রাশিয়ার ১১তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

জাপান

জাপানের ১২৬তম সম্রাট নারাহিতোর জমকালো অভিষেক



২২ অক্টোবর ২০১৯ বিশ্বের ১৭০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন জাপানের ১২৬তম সম্রাট নারাহিতো। তার এ জমকালো অভিষেকের মধ্য দিয়ে জাপানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নতুন ‘রেইওয়া’ মুগের সূচনা হয়। রেইওয়া শব্দের অর্থ শৃংখলা ও ঐকতান। নারাহিতোর সিংহাসনের নাম ‘চন্দ্রমল্লিকা’। জাপানের সম্রাটের বাসভবনের নাম ইস্পেরিয়াল প্যালেস। ইস্পেরিয়াল প্যালেস জাপানের টোকিওতে অবস্থিত।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের রেকর্ড ও নতুন প্রধানমন্ত্রী

জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড গড়েন সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে (৯৬তম)। তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন ২০০৬ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০১২ সাল থেকে ২৮ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পূর্বে কাংসুরা তারো (১৯০১-১৯১৩) এ রেকর্ডের মালিক ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি ২৮ আগস্ট ২০২০ প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ইউশিহিদে সুগা।

লেবানন সংকটের আদ্যোপাত্ত

১৫ বছরের গৃহযুদ্ধ (১৯৭৫-১৯৯০)

- ৱ ১৯৬৮: লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের প্রথম ঘাঁটি।
- ৱ এপ্রিল ১৯৭৫: খ্রিস্টান মিলিশিয়া ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু।
- ৱ ১৯৭৬: খ্রিস্টান মিলিশিয়াদের সহায়তায় সিরিয়ার হস্তক্ষেপ।
- ৱ ১৯৭৮: পিএলওর হামলা রুখতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রবেশ।
- ৱ ১৯৮২: ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার, ১০০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে খ্রিস্টান মিলিশিয়া।
- ৱ ১৯৯০: ক্ষমতা ভাগাভাগিতে গৃহযুদ্ধের অবসান।



সিরিয়ায় অংশগ্রহণ

- ৱ মে ১৯৯১: সিরিয়ার উদ্যোগে চুক্তি সই।
- ৱ ফেব্রুয়ারি ২০০৫: বৈরুতে হামলায় প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি নিহত।
- ৱ এপ্রিল ২০০৫: সর্বশেষ সিরিয়ান সেনারা লেবানন ছাড়ে।



ইসরায়েল-হিজুবল্লাহ

- ৱ ২০০৬: শিয়া গ্রামের সাথে ইসরায়েলের সংঘাত। ১২০০ লেবানিজ ও ১৬০ ইসরায়েলি নিহত।



সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ

- ৱ ২০১৩: সিরিয়ার বাশার আল-আসাদের পক্ষে লড়াইয়ের কথা স্বীকার হিজুবল্লাহর।

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ

- ৱ অক্টোবর ২০১৯: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ।

অর্থনৈতিক ধস

- ৱ মার্চ ২০২০: ঋণ শোধে নাকানিচুবানি দেশটির। মূল্যফীতি লাগামছাড়া। মুদ্রার পতন। লেবানিজ মানবিক সহায়তা নিতে বাধ্য হন।



বৈরুত বিপর্যয়

- ৱ ৪ আগস্ট ২০২০: নাইট্রেট অ্যামোনিয়ামের কারণে বৈরুত বন্দরে বিশাল দুর্ঘট বিক্ষেপণ, নিহত ২০০।

রাজনৈতিক টালমাটাল

- ৱ ২০২০ সালের আগস্টের শেষে: প্রেসিডেন্ট মিশেল আউন রাজনৈতিক সংক্ষারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হন মোস্তফা আদিব।

[কার্টোনি: দৈনিক প্রথম আলো]

শ্রীলংকা

- ৱ শ্রীলংকার পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৫ আগস্ট ২০২০
- ৱ বিজয়ী: শ্রীলংকা পিপলস ফ্রন্ট
- ৱ প্রধানমন্ত্রী: মাহিন্দা রাজাপাকসে (তিনি দেশটির দু'বার রাষ্ট্রপতি এবং চারবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন)
- ৱ রাষ্ট্রপতি: শোতাবায়ে রাজাপাকসে (তিনি মাহিন্দা রাজাপাকসের ছেট ভাই)
- ৱ সম্পত্তি যে দেশটিতে আপন দুই ভাই রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে- শ্রীলংকা।
- ৱ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সাগরতলে জাদুঘর তৈরি করে- শ্রীলংকা।
- ৱ শ্রীলংকায় ‘স্টার সানডে’-তে ভয়াবহ বোমা হামলা হয় ২১ এপ্রিল ২০১৯।
- ৱ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ টাওয়ার উদ্বোধন করা হয় শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে। টাওয়ারটির উচ্চতা ৩৫৬ মিটার বা ১১৬৮ ফুট।

তুরস্ক

আয়া সোফিয়া



- ❖ **নির্মাণ:** বর্তমান তুরস্কের ইস্তানবুলে বাজেটাইন স্মাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের আদেশে ৫৩২-৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মূলত অর্থোডক্স গির্জা হিসেবে নির্মিত হয় আয়া সোফিয়া।
- ❖ **রূপান্তর:** ১২০৪ সালে একে ক্যাথলিক গির্জায় রূপান্তর করা হয়, যা ১২৬১ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোমান স্মাট সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ খিস্টিনদের কাছ থেকে আয়া সোফিয়া কিনে নিয়ে তা মসজিদে রূপান্তর করেন এবং ১ জুন ১৪৫৩ সালে আয়া সোফিয়ায় প্রথম জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮২ বছর পর ১৯৩৪ সালে তুরস্কের স্থপতি ও প্রথম রাষ্ট্রপতি মোসত্ফা কামাল আতার্তুক এ স্থানটিকে জাদুঘরে পরিণত করে। ১০ জুলাই ২০২০ তুরস্কের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত আয়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের রায় ঘোষণা করে।
- ❖ **সর্বশেষ:** ২৪ জুলাই ২০২০ দীর্ঘ ৮৬ বছর পর প্রথমবারের মতো জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এ ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়া।

❖ তুরস্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে আইন পাস হয় ২৯ জুলাই ২০২০।

❖ তুরস্কের জাতীয় পতাকার ন্যায় (চাঁদ-তারার আদলে) প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করা হয় ৭ আগস্ট ২০২০।

❖ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রথমবারের মতো ত্রুজ ক্ষেপণাত্মক সফল পরীক্ষা চালায় তুরস্ক।

মালয়েশিয়া

মাহাথির মোহাম্মদ : মালয়েশিয়ার রাজনীতির প্রবাদ পুরুষ

ড. মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি। তিনি ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীম দল পর পর পাঁচবার সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। তিনি এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সময় (২২ বছর) ধরে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৩ সালের ৩০শে অক্টোবর তিনি স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেন। অবসর গ্রহণের দীর্ঘ পনের বছর পর ৯২ বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের ব্যাপক দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে মাহাথির মোহাম্মদ আবারও আসেন রাজনীতিতে। ২০১৮ সালের ৯ মে অনুষ্ঠিয়ে মালয়েশিয়ার ১৪তম সাধারণ নির্বাচনে জয়ের পরদিন ১০ মে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। এ নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসে বিরোধীদলীয় জোট পাকাতান হারাপান। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পূর্ববর্তী কোন ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রিসভা গঠনের আগ পর্যন্ত তিনি অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন দেশটির রাজা। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মুহিউদ্দিন ইয়াসিন মালয়েশিয়ার ৮ম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান।

১২ আগস্ট ২০২০ মাহাথির মোহাম্মদ ৯৫ বছর বয়সে ‘পার্টি পেজুয়াং তানাহ এয়ার’ বা জাতির যোদ্ধা দল নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করেন। এর আগে দেশকে দুর্নীতি করার প্রত্যয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সালে ‘বেরসাতুর মালয়েশিয়া’ নামের একটি দল গঠোচ্ছিলেন ড. মাহাথির মোহাম্মদ।



সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তহবিলের অর্থ কেলেক্ষারির প্রথম মামলায় দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাককে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সে দেশের আদালত।

আন্দোলনে টালমাটাল বেলারুশ-থাইল্যান্ড-ইসরাইল

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে বিক্ষোভ

৯ আগস্ট ২০২০ বেলারুশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে লুকাশেক্সের বিজয় হয় বলে বিরোধীরা দাবি করছে এবং এ নির্বাচনকে বিতর্কিত ঘোষণা করে বাতিল করার দাবি জানিয়ে দেশটির বিরোধী দলের আহবানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। বেলারুশে ‘ইউরোপের সর্বশেষ একনায়ক’ লুকাশেক্সের নতুন নির্বাচন দেয়ার ঘোষণা দেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুকাশেক্সের প্রায় ২৬ বছর ধরে বেলারুশের ক্ষমতায় আছেন।



থাইল্যান্ডে আকস্মিক বিক্ষোভ



রাজতন্ত্রের সংক্ষার, বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, সর্বিধান পরিবর্তন এবং বিরোধী মতের কর্মীদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে থাইল্যান্ডে ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে। ২০১৪ সালে অভূতানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন প্রায় থান-ওচার। বর্তমান বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের জন্য তার প্রশাসন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ

১৫ আগস্ট ২০২০ থেকে জেরুজালেমে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারি বাসভবনের সামনে হাজার হাজার মানুষ জড়ে হয়ে তার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে এ বিক্ষোভ বলে জানান বিক্ষোভকারীরা। তারা ১৬ আগস্ট ২০২০ নেতানিয়াহুকে ‘ক্রাইম মিনিস্টার’ আখ্যা দিয়ে তার শাস্তি দাবি করে এবং পদত্যাগ না করা পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেয়।

[ইসরাইলের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ইসমাইল খালেদি। তিনি ইরিয়িয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান।]



আলজেরিয়ায় গণঅভ্যুত্থান

১৫ এপ্রিল ১৯৯১ আলজেরিয়ায় পক্ষপাতমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন আবদেল আজিজ বুতেফ্লিক। ২৭ এপ্রিল ১৯৯১ তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনামলে তিনি আলজেরিয়ায় একনায়কতন্ত্র ও স্বেরশাসকের খেতাব লাভ করেন। ২ এপ্রিল ২০১৯ ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন। আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকার পতনের বিপ্লবকে ‘স্মাইল রেভলিউশন’ বলা হচ্ছে।

এক নজরে আলজেরিয়া



- ১. আলজেরিয়া উত্তর আফ্রিকা মহাদেশের ভূ-মধ্যসাগরীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।
- ২. আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম রাষ্ট্র আলজেরিয়া।
- ৩. রাজধানী: আলজিয়ার্স।
- ৪. ভাষা: আরবি। মুদ্রা: দিনার।
- ৫. যার উপনিবেশ ছিল: ফ্রান্স।
- ৬. স্বাধীনতা লাভ: ১৯৬২ সালে।

বিক্ষেপে উত্তাল হংকং

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেইজিংপাস্তি হংকংয়ের প্রশাসন পার্লামেন্টে চীনের কাছে আসামী প্রত্যর্পণের নতুন একটি বিল প্রস্তাবকে ঘিরে জনগণের সাথে দ্বিমত সুস্থিত হয়। আর এ দ্বিমত থেকেই শুরু হয় বিক্ষেপ।

- ❖ বিলটি উত্থাপন করেন: চীনপক্ষী হংকং প্রশাসন।
- ❖ বিক্ষেপের সূচনা: ৯ জুন, ২০১৯ বিক্ষেপে হংকংয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণজমায়েত হয়।
- ❖ বিলটি স্থগিত: ১৫ জুন, ২০১৯ তুমুল বিক্ষেপের মুখে প্রস্তাবিত আসামী প্রত্যর্পণ বিল অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারির লাম।
- ❖ বিক্ষেপকারীদের অবস্থান: ২১ জুন, ২০১৯ বিক্ষেপকারীরা এ বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহারসহ প্রধান নির্বাহীর পদত্যাগের দাবীতে পার্লামেন্ট ও পুলিশ সদর দপ্তরের বাইরে অবস্থান নেয়।
- ❖ লেডি লিবার্টি স্থাপন: ১৩ অক্টোবর ২০১৯ সরকারবিরোধী বিক্ষেপকারীদের উদ্বৃষ্ট করতে লায়ন রক পাহাড়ের চূড়ায় একটি মূর্তি স্থাপন করা হয় যা ‘লেডি লিবার্টি’ নামে অভিহিত।
- ❖ প্রত্যর্পণ বিল বাতিল: ২৩ অক্টোবর ২০১৯ আইনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যর্পণ বিল বাতিলের কথা জানানো হয়।
- ❖ সেনা মোতায়েন: ১৬ নভেম্বর ২০১৯ হংকংয়ে সেনা মোতায়েন করা হয়।



হংকং সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ❖ হংকং চীনের একটি স্বায়ত্ত্বাসিত অঞ্চল।
- ❖ রাজধানী নেই। জনসংখ্যা প্রায় ৭৪ লাখ। মুদ্রা: হংকং ডলার।
- ❖ প্রথম আফিম যুদ্ধের পর ১৮৪২ সালে নানকিং চুক্রির মাধ্যমে হংকং ব্রিটিশদের অধীনে যায়।
- ❖ ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশেরা ৯৯ বছরের জন্য হংকং-কে ইংজিল নেয়।
- ❖ ১ জুলাই ১৯৯৭ সালে হংকং যুক্তরাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে চীনের অধীনস্ত হয়।
- ❖ যুক্তরাজ্য চীনের কাছে হংকংয়ের মালিকানা হস্তান্তর করলেও ২০৪৭ সাল পর্যন্ত হংকংয়ে বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা থাকবে বলে চুক্তি করে।
- ❖ হংকংয়ের কারণেই চীনকে ‘এক দেশ, দুই নীতি’ মেনে চলতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি পরিবর্তিত নাম

দেশের নাম পরিবর্তন

- ❖ ওয়েস্ট ইভিজ এর বর্তমান নাম- উইভিজ
- ❖ সোয়াজিল্যান্ড এর বর্তমান নাম- কিংডম অব ইসওয়াতিনি
- ❖ মেসোডেনিয়া এর বর্তমান নাম- উন্নত মেসোডেনিয়া
- ❖ পূর্ব তিমুর এর বর্তমান নাম- তিমুর লিসত

রাজধানীর নাম পরিবর্তন

- ❖ কাজাখস্তানের নতুন রাজধানী- নূর সুলতান (পূর্বে ছিল আস্তানা)
- ❖ ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী- বোর্নিও দ্বীপের পূর্ব কালিমাত্তান (পূর্বে ছিল জাভা দ্বীপের জাকার্তা)

মুদ্রার নাম পরিবর্তন

- ❖ ইরানের মুদ্রার নতুন নাম- তুমান (পূর্বে ছিল রিয়াল)
- ❖ পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের মুদ্রার নতুন নাম- ইকো

সুদানে গণঅভ্যর্থনা

১৯৮৯ সালের ৩০ জুন রক্তপাতাহীন এক সেনাভূগ্রামে সুদানের ক্ষমতায় আসেন ফিল্ড মার্শাল ওমর হাসান আহমেদ আল বশির। ১৯৯৬ সালে তিনি নিজেকে দেশটির প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি দেশটিতে সব ধরণের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন এবং ইসলামি আইন চালু করেন। ১১ এপ্রিল ২০১৯ থায় ৩০ বছরের শাসনামলের অবসান ঘটে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮: রুটির দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আতবারাসহ প্রধান শহরগুলোতে শত শত মানুষের প্রতিবাদ।
- ২০ ডিসেম্বর ২০১৮: সরকার উৎখাতের ডাক দিয়ে রাজধানী খার্তুমসহ বড় শহরগুলোতে প্রতিবাদ। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে কয়েকজন নিহত।
- ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮: নীরবতা ভেঙ্গে সরকারে সংস্কারের প্রতিক্রিয়া দেন প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বশির।
- ৯ জানুয়ারি ২০১৯: খার্তুমে বশিরের সমর্থক ও বিরোধীদেও পাল্টাপাল্টি বিক্ষেপ সমাবেশ।
- ১৩ জানুয়ারি ২০১৯: বিক্ষেপ ছাড়িয়ে পড়ে যুদ্ধপীড়িত দারফুরে।
- ১৭ জানুয়ারি ২০১৯: বিক্ষেপকারীদের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন প্রকাশ।
- ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯: এক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট বশির।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯: বিক্ষেপের মধ্যেই নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট বশির।
- ১ মার্চ ২০১৯: দলের উপনেতার হাতে প্রেসিডেন্ট বশির দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।
- ৪ এপ্রিল ২০১৯: জনগণের অর্থনৈতিক উদ্বেগের কথা স্বীকার করে সংলাপের আহবান জানান প্রেসিডেন্ট।
- ৯ এপ্রিল ২০১৯: পুলিশের প্রতি বিক্ষেপকারীদের ওপর দমনপীড়ন না চালানোর আহবান সেনাবাহিনী।
- ১১ এপ্রিল ২০১৯: বশিরের প্রায় ৩০ বছরের শাসনামলের অবসান। বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করে আটকের ঘোষণা সেনাবাহিনী। সেই সাথে অন্তর্ভুক্ত সরকার হিসেবে সামরিক পরিষদ গঠন।
- ১২ এপ্রিল ২০১৯: শপথ নেয়ার একদিন পরই নতুন সরকারের প্রধান হিসেবে জেনারেল আওয়াদ ইবনে আউফের পদত্যাগ। উত্তরসূরী হিসেবে তিনি লেফট্যান্যান্ট জেনারেল আবদেল ফাতাহ আবদেল রহমান বুরহানের নাম ঘোষণা।
- ৬ জুন ২০১৯: সুদানের সদস্যপদ স্থাপিত করে আফ্রিকান ইউনিয়ন।
- ৩০ জুন ২০১৯: বেসামরিক সরকারের দাবিতে সুদানি সেনাবাহিনী বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ লোকের জমায়েত।
- ৫ জুলাই ২০১৯: সেনাবাহিনী ও বিরোধী জোটের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগির চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম ১৮ মাস সেনাবাহিনী এবং পরবর্তী ১৮ মাস বিরোধী জোট সরকারের নেতৃত্ব দিবে। ৩ বছর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যস্থতাকারী ছিলেন আফ্রিকান ইউনিয়নের মোহাম্মদ হাসান লেবাত। খার্তুমে এ মধ্যস্থতা হয়।

সুদানের ‘আগ্নি-কন্যা’ খ্যাত আল সালাহ

- প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বশিরের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষেপে নেতৃত্ব প্রদান এবং সুদানের গণজাগরণের মুখ্যপ্রাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেন সুদান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট অধ্যয়নরত ‘বিউটি কন্যা’ আল সালাহ।

সুদানে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি

- পক্ষদ্বয় : সরকার ও প্রধান বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের জোট ‘সুদান বিপ্লবী ফ্রন্ট’
- বিষয় : নিরাপত্তা, জমির মালিকানা, ন্যায়বিচার, ক্ষমতার ভাগাভাগি ও যুদ্ধে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষদের ঘরে ফেরার ইস্যু
- শান্তিরিতি : ২ অক্টোবর ২০২০
- তত্ত্বাবধায়নে : সুদানের রাষ্ট্রপতি সালভা কির মায়ারডিট
- প্রতিক্রিয়া : বিদ্রোহী বাহিনীগুলোকে বিলুপ্ত করে তাদের যোদ্ধাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হবে

এক নজরে সুদান



- সুদান উত্তর আফ্রিকা মহাদেশের একটি স্বার্যীন রাষ্ট্র (আফ্রিকার বৃহত্তম রাষ্ট্র)
- স্বাধীনতা লাভ: ১৯৫৬ সালে (যুক্তরাজ্য থেকে)
- রাজধানী: খার্তুম। প্রধান ভাষা: আরবি। মুদ্রা: সুদানিজ পাউন্ড। আইনসভা: মজলিস
- দারফুর সংকটের সাথে যে দেশটির নাম জড়িত: সুদান

ভূ-রাজনীতির মেরঝরণে ইসরাইল, ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম

ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে ইসরাইল-আমিরাত-বাহরাইন চুক্তি

১৩ আগস্ট ২০২০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প, ইসরাইল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেয়। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, ইসরাইল-আমিরাত চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী, ইসরাইল দখলকৃত পশ্চিম তৌরের ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডে আর ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করবে না ইসরাইল। কিন্তু ফিলিস্তিন আরব আমিরাতকে বিশ্বাসযাতক ও বেইমান আখ্যা দিয়ে এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।



১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীরণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে দুই আরব দেশ- সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় হোয়াইট হাউসে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ত্বৰীয় ও চতুর্থ দেশ। এর আগে ২৬ মার্চ ১৯৭৯ সালে প্রথম দেশ হিসেবে মিশর এবং ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে জর্ডান ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা

Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, সাধারণভাবে যা পরিচিত ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা হিসেবে। অন্যকথায়, ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনের ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত সমাধানে একটি প্রস্তাবনা। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পাশে কথিত এই শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন ডেনাল্ড ট্রাম্প। ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করে এমন কেউই সে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল না।

এই পরিকল্পনা তৈরি করার দায়িত্বে ছিলেন ট্রাম্পের জামাতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার। ইসরায়েলের দখল অংশে (পশ্চিম তৌর) বসতি স্থাপনবিষয়ক সংস্থা ইয়েশা কাউপিল এবং ফিলিস্তিন নেতৃত্বে উভয়েই এ পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইয়েশা কাউপিল একে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ফিলিস্তিন নেতৃত্বের এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি হচ্ছে এটি পক্ষপাতমূলক পরিকল্পনা, যা ইসরায়েলের পক্ষে প্রণীত হয়েছে।



এই পরিকল্পনাটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক অংশ এবং অপরটি হচ্ছে রাজনৈতিক অংশ। ২০১৯ সালের ২২ জুন ট্রাম্প প্রশাসন এ পরিকল্পনার অর্থনীতি দিক প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল "Peace to Prosperity". রাজনৈতিক দিক প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের জানুয়ারিতে।

পরিকল্পনাটি অনুযায়ী নেতানিয়াহু জানান, ইসরাইল সরকার জর্ডান উপত্যকা এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তৌর ইসরায়েলের সঙ্গে একীভূত করে নেবেন। ফিলিস্তিনের জন্য বরাদ্দ অঞ্চল নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে অত্তন চার বছর আলোচনা করতে পারবে ফিলিস্তিন। ঐ চার বছর ফিলিস্তিনিয়া এ পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা ও ইসরায়েলের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে পারবে। এভাবেই ফিলিস্তিনিয়া অর্জন করবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেই চারবছর সেখানে কোনো বসতি নির্মাণ হবে না। ইসরাইলে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রায়েডম্যান নিশ্চিত করেন, ট্রাম্প প্রশাসন ইসরাইলকে অনুমতি দিয়েছে যাতে করে তারা একীভূতের কাজ শুরু করে দেয়। ডেমোক্রেট শিবির থেকে রাষ্ট্রপতির জন্য পদপ্রার্থী এবং ট্রাম্প বিরোধীরা এই একীভূতকরণের তীব্র সমালোচনা করেন এবং পরিকল্পনাটিকে শুমেজাল বলে আখ্যায়িত করেন।

জেরুজালেম অবস্থান: ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাস প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন “জেরুজালেম বিক্রির জন্য নয়, আমাদের সব অধিকার বিক্রি হবে না এবং এ নিয়ে দর কষাকষি হবে না এবং আপনাদের চুক্তি, ঘড়িযন্ত্র পাস করা হবে না।”

হামাসের প্রতিক্রিয়া: ফিলিস্তিনের জঙ্গ গোষ্ঠী হামাস যা গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাও এই চুক্তি নাকচ করেছে এবং বলেছে, এর লক্ষ্য হচ্ছে ‘ফিলিস্তিনদের জাতীয় প্রকল্প নিঃশেষ করে দেওয়া।’

ঘটনাপ্রবাহ

২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি সহস্রাধিক ফিলিস্তিনি এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় বিক্ষেপ করে।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি নেতানিয়াহু জানান, পশ্চিম তীরের শতকরা ৩০ ভাগ দখল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে তার। এ বিষয়টি ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মন্ত্রীপরিষদের ভোটে উঠে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রয়েটার্স জানায় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আব্বাসকে ফোন করতে চাইলে, আব্বাস না বলে দেন। পরবর্তীতে আব্বাসকে তিনি চিঠি পাঠাতে চাইলে আব্বাস তাও প্রত্যাখান করেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সহযোগিতাসহ ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তার সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

জেরুজালেম



বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম একটি নাম হচ্ছে জেরুজালেম। সাম্প্রতিক সময়ে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করা হলে এটি আরও আলোচিত হয়ে উঠে। কারণ, জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানীও বলা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলিম, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পুরাতন স্থান হলো জেরুজালেম। মুসলিম, ইহুদি এবং খ্রিস্টান ছাড়াও এখানে আর্মেনীয় বসতি রয়েছে।

জেরুজালেম রাজধানী প্রশ্নে জাতিসংঘের অবস্থান

- ১. **নিরাপত্তা পরিষদ:** ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করে ৬ ডিসেম্বর ২০১৭। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জেরুজালেম বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে মিশর। কিন্তু প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে পাশ হতে ব্যর্থ হয় (যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়)। এ ছাড়া এ প্রস্তাবটি ১৪-১ ভোটে হেরে যায়।
- ২. **সাধারণ পরিষদ:** জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে আনা হয়। জেরুজালেম ইস্যুতে সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয় ২১ ডিসেম্বর ২০১৭। এ ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ১২৮টি দেশ। বিপক্ষে ভোট দেয় ৯টি দেশ: (যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, গুয়েতামালা, হন্দুরাস, মার্শাল দ্বীপপুঁজি, মাইক্রোনেশিয়া, নাউরু, পালাউ ও টোগো)। ফলে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী করার প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

(বিঃ দ্রঃ জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ট্রাম্পের স্বীকৃতি জাতিসংঘ প্রত্যাহার করে ২১ ডিসেম্বর ২০১৭। পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ওআইসি। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮ পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় অস্ট্রেলিয়া।)

জেরুজালেমে দূতাবাস

- ১. ১৪ মে, ২০১৮: তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে দূতাবাস স্থানান্তর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ২. ১৬ মে, ২০১৮: দ্বিতীয় দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দূতাবাস খুলে গুয়েতামালা।
- ৩. ২১ মে, ২০১৮: তৃতীয় দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দূতাবাস খুলে প্যারাঙ্গয়ে। তবে, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পুনরায় তেল আবিবে স্থানান্তর করে প্যারাঙ্গয়ের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মারিও আবদো বেনিতোজ।
- ৪. ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮: ব্রাজিল জেরুজালেমে দূতাবাস স্থাপন করলে সম্পর্ক ছেদ করবে বলে ঘোষণা দেয় আরবলীগ।
- ৫. জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে ফিলিস্তিন।

জেরুজালেমে ফিলিস্তিনদের অবস্থান

- ১. নিজ দেশে পরবাসী হিসেবে আখ্যা পাওয়া জাতি হচ্ছে ফিলিস্তিনরা। পূর্ব জেরুজালেম ইসরাইলের দখলে থাকলেও সেখানে বসবাস করে আসছে ফিলিস্তিনিরা কিন্তু তাদের কোন নাগরিকত্ব নাই। পূর্ব জেরুজালেমে চার লাখ বিশ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনদের স্থায়ী বসবাসের কার্ড রয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়াই তাদের অনেকের জর্ডানের অঙ্গীয়ান পাসপোর্ট রয়েছে। তারা জর্ডানে কাজ করতে পারে কিন্তু সরকার চাকরিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বসবাসরত বিশাল এই জনগোষ্ঠী ইসরাইলের নয়, জর্ডান কিংবা ফিলিস্তিনের নাগরিকও নয়। বলা চলে তারা ভাসমান রাজ্যহারা।

ফিলিস্তিন নাগরিকদের হজ্জ পালনে সৌদির নিষেধাজ্ঞা

- ৱ সৌদি আরবে ইসরাইল নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নাই। সাম্প্রতিক সময়ে এরই সূত্র ধরে ইসরাইলে নাগরিকত্ব থাকা ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সৌদি আরবে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রিয়াদ। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ঐ মুসলিমরা পরিব্রহ্ম হজে অংশ নিতে পারবেন না। পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় যেসব ফিলিস্তিনি জর্ডানের অঞ্চলীয় পাসপোর্ট ব্যবহার করে, তারাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

ফিলিস্তিনের জাতিসংঘে সদস্যপদ পাওয়া নিয়ে সংকট

- ৱ প্রেক্ষাপট: জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ১৩৪ সদস্যের জি-৭৭ সংস্থায় সভাপতিত্ব করছে ফিলিস্তিন। তাই ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সদস্য লাভ করতে হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কারণে তা কখনও সম্ভব না। কারণ, জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান করে নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটে রয়েছে। তাই সাধারণ পরিষদের সাময়িক সদস্যপদ পেতে পারে ফিলিস্তিন।
- ৱ সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয়: ১৬ অক্টোবর ২০১৮
- ৱ পক্ষে ভোট দেয়: ১৪৬টি দেশ। বিপক্ষে ভোট দেয়: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইসরাইল।
- ৱ ফিলিস্তিন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (২০১৫), ইউনেক্সো (২০১১), ন্যাম, জি-৭৭ এবং ওআইসিসহ অনেক সংস্থার সদস্য।

গাজা উপত্যকা

- ৱ গাজা হলো ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত ৩৬০ বর্গকিলোমিটার বা ১৩৯ বর্গমাইল আয়তনের একটি ভূ-খণ্ড। এর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশ্র এবং উত্তর-পূর্বে পূর্বে রয়েছে ইসরাইল। ২০০৬ সাল থেকে এই ভূ-খণ্ডটি নিয়ন্ত্রণ করছে ফিলিস্তিনের হামাস সরকার। এর পূর্বে ১৯৪৮-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভূ-খণ্ডটি মিশ্রের দখলে থাকলেও ১৯৬৭ সালে এটিকে ইসরাইল পুনর্দখল করে। সম্প্রতি গাজায় ইসরাইল হামলা করে এবং জাতিসংঘে এ হামলার নিন্দা প্রস্তাব পাশ হয় ১৩ জুন, ২০১৮।

ইসরাইলের ইউনেক্সো ত্যাগ

- ৱ ইউনেক্সো ইসরাইল বিরোধী পক্ষপাত করছে এমন অভিযোগে দেশটি ইউনেক্সো ত্যাগের ঘোষণা দেয় ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ যা কার্যকর হয় ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ফিলিস্তিন ইউনেক্সোর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পায় ২০১১ সালে (১৯তম)।

ইসরাইলের নতুন আইন

- ৱ আইন পাস: ১৯ জুলাই, ২০১৮
- ৱ নতুন আইন অনুযায়ী:
- রাষ্ট্রীয় নাম: স্টেট অব ইসরাইল
 - রাষ্ট্র: জনগণের এবং ইহুদিদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমি/ইহুদি জাতিরাষ্ট্র
 - রাষ্ট্রভাষা: হিব্রু (আরবি নিষিদ্ধ)
 - অথঙ্গ ও সম্পূর্ণ রাজধানী: জেরুজালেম
 - পার্লামেন্ট: নেসেট
- ৱ নতুন এই আইনের প্রতিবাদে তেল আবিবের রবিন ক্ষয়ারে দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকজন বিক্ষেপ করে। ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু দ্রুজ সম্প্রদায়ের লোকজন ইসরাইল ছাড়াও লেবানন ও সিরিয়ায় বাস করে।

UNRWA সাহায্য কর্মসূচি থেকে সরে দাঢ়ালো যুক্তরাষ্ট্র

- ৱ ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য সাহায্য করা একটি মানবাধিকার এজেন্সি হলো UNRWA.
- ৱ UNRWA এর পূর্ণরূপ হচ্ছে United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.
- ৱ এ মানবাধিকার এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে।
- ৱ যুক্তরাষ্ট্র এ সংস্থাটির মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ বহন করতো।

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মার্কিন পরিকল্পনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের রূপরেখা প্রণীত হয়েছে ৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক গবেষণা ম্যাগাজিন ‘গ্লোবাল রিসার্চ’ এর প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গরূপে উঠে আসে। এর আগে ১৮ নভেম্বর ২০০৬ সালে এ সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০৬ সালে ইসরাইলের রাজধানী তেলাবিবে এক গোপন বৈঠকে প্রথম ‘নতুন মধ্যপ্রাচ্য’র কথা তোলেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রভাবশালী কূটনীতিক কনডেলিজা রাইস। ২০০৬ সালের জুনে কনডেলিজা রাইস ও ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট ঘোষণা করেন, নতুন এই মধ্যপ্রাচ্য প্রকল্প লেবানন দখলের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমির সাথে কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল র্যাফ পিটার্স ‘নতুন মধ্যপ্রাচ্য’ নিয়ে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ২০০৬ সালে তা মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়।

নতুন মধ্যপ্রাচ্যের রূপরেখা

- ১. সৌদি আরব ভেঙে দুই ভাগ করা হবে। পবিত্র দুই শহর মক্কা ও মদিনা নিয়ে হবে একটি দেশ। যার নাম দেয়া হয়েছে ‘ইসলামিক স্যাকরেড স্টেট’ তথা ইসলামী পবিত্র রাষ্ট্র।
- ২. ইরাককে করা হবে তিন খণ্ড। কুর্দি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে হবে ‘ফি কুর্দিস্তান’, বর্তমান রাজধানী বাগদাদ ও অন্যতম বড় শহর বসরা নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হবে ‘আরব শিয়া স্টেট’। আর আরব সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে হবে তৃতীয় খণ্ড, যার নাম হবে ‘ইরাক সুন্নি স্টেট’।
- ৩. ইসরাইলকে বড় করতে এবং আরও শক্তিশালী করতে ভেঙে ছোট করে ফেলা হয়েছে পার্শ্ববর্তী লেবানন-সিরিয়াকে। লেবাননের পুরোটা ও সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে হেট্রো ইসরাইল নামে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে।
- ৪. সৌদি আরব ও ইরাক খণ্ড খণ্ড করার পাশাপাশি সিরিয়া ও পাকিস্তানকেও ভেঙে নতুন নতুন দেশ দেখানো হয়েছে। পাকিস্তানকে ভেঙে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ ও করাচি নিয়ে মূল পাকিস্তান ও গোয়াদর বন্দরবিশিষ্ট বেলুচিস্তান নিয়ে ‘ফ্রি বেলুচিস্তান’ দেশ দেখানো হয়েছে।
- ৫. মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, মিসর, সুদান ও ইথিওপিয়াকে অক্ষত রাখা হয়েছে। অবিকৃত রাখা হয়েছে মধ্যএশিয়ার তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও তাজিকিস্তানকে।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক তথ্য

- ১. আগস্ট ২০২০ আরব বিশ্বের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম রাখা হয় ‘বারাকা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র’। বারাকা শব্দের অর্থ আশীর্বাদ।
- ২. সম্প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম মিথানল কারখানা চালু করেছে- ইরান।
- ৩. সম্প্রতি মাটির নিচ থেকে ব্যালোস্ট ক্ষেপণাত্মক পরীক্ষা চালায়- ইরান।
- ৪. সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশটিতে অভ্যর্থনার চেষ্টা হয়েছে- সৌদি আরব।
- ৫. সম্প্রতি সৌদি আরবের আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রথম নারী প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন- ড. খুলুদ মুহাম্মদ আল খামিস।
- ৬. মক্কা নগরীতে পবিত্র হজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রথমবারের মতো সম্প্রতি নারী পুলিশ নিয়োগ দেয়- সৌদি সরকার।
- ৭. সম্প্রতি মসজিদ কমিটিতে ১০ নারীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়- সৌদি সরকার।
- ৮. সম্প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম উট হাসপাতাল নির্মিত হয়- সৌদি আরবে।
- ৯. সৌদি আরবে বিয়ের বয়স নূন্যতম ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়- ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯।
- ১০. মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশটি সম্প্রতি পর্যটন ভিসার মেয়াদ পাঁচ বছর করা হয়- সংযুক্ত আরব আমিরাত।
- ১১. ১০ জানুয়ারি ২০২০ মারা যান আরব বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদী শাসক ওমানের সুলতান কাবুস বিন সাইদ আল সাইদ।
- ১২. ১০ নভেম্বর ২০১৯ ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খোজেস্তান প্রদেশে নতুন একটি তেলের খনি আবিস্কৃত হয়েছে যা দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলক্ষেত্র। ইরানের বৃহত্তম তেলক্ষেত্রটি আহভাজে অবস্থিত।
- ১৩. সিরিয়ায় নতুন সংবিধানের খসড়া রচনার কাজ শুরু হয় ৪ নভেম্বর ২০১৯। জাতিসংঘের মহাসচিব এ পদক্ষেপকে ‘শাস্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ’ বলে অভিহিত করেছেন।
- ১৪. কুয়েতে দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ ও সংক্ষারের দাবিতে সংগ্রহব্যাপী বিক্ষেপ শুরু হয় ৬ নভেম্বর ২০১৯। ১৪ নভেম্বর ২০১৯ দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের মুবারক তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে পদত্যাগ করেন। কুয়েতের আমির সাবাহ আল আহমদ আল জাবির আল সাবাহ।

বিশ্ব রাজনীতিতে সমসাময়িক আরও কিছু দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন মধ্যস্থতায় আফগানিস্তান সরকার ও তালেবান প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক শান্তি আলোচনা শুরু হয়।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ পাকিস্তানের লাহোরের স্থানীয় আদালত ধর্ম অবমাননার দায়ে এক খ্রিস্টান যুবকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।
- সম্প্রতি শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ ও কাজের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে একটি নতুন আইন জারি করে ওমারের শ্রম মন্ত্রণালয়।
- সম্প্রতি শ্রম আইনের পরিবর্তন করে কাতারের প্রশাসনিক উন্নয়ন, শ্রম ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ক্রাসের রম্য সাময়িকী শার্লি এবন্দো মামলার বিচার শুরু হয়। এ মামলার আসামী দুই ভাই সাঁদ ও শেরিফ কুয়াচি ও তাদের সহযোগিতার অভিযোগে ১৪ জনকে বিচারের মুখোয়াখি করা হয়। উল্লেখ্য, তারা দুই ভাই ২০১৫ সালে মহানবী (স.) কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের জেরে রম্য সাময়িকী শার্লি এবন্দো কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যা করে।
- সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার যে দেশটিতে সেনা অভ্যর্থনান হয়- মালি।
- সম্প্রতি যে দেশটিতে বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রদান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে- নেপাল।
- ইউরোপের দেশ ফিল্যান্ডে নতুন নিয়ম অনুযায়ী অধিবাসীরা সংগ্রহে ৪ দিন ঘট্টা করে কাজ করবে বলে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী সানা মেরিন।
- ‘লুয়ান্ডা কেলেক্ষার’র মূল হোতা অ্যাঙ্গোলার সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসে এন্দুয়ার্দো সান্তোসের মেয়ে ইসাবেল সম্প্রতি ‘দুর্নীতির রাজকন্যা’ হিসেবে অভিহিত হয়েছে।
- ৪৩ বছর পর কিউবায় প্রধানমন্ত্রীর পদ পুনর্বাহল হয়েছে। দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী ম্যানুয়েল মারেরো ত্রুজ। ১৯৭৬ সালে ফিদেল কাস্ট্রো প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি এ পদটি বিলুপ্ত করেছিলেন।
- আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ার সম্প্রতি প্রাণের অস্তিত্বাত্মক একটি জায়গার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানী। ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এ জায়গাটির নাম ‘দালোল’।
- সম্প্রতি সরকারের জ্ঞালানি তেলে ভর্তুকি বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তুমুল বিক্ষেপ অনুষ্ঠিত হয় লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে। বিক্ষেপের জেরে সরকার ভর্তুকি বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।
- ১ অক্টোবর ২০১৯ ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পুয়ান মহারানী নক্ত্র কুশ্যলা (দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে)। উল্লেখ্য, পুয়ান মহারানী নক্ত্র কুশ্যলার মা মেঘবতী সুকন্পুরী ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
- প্রায় আট দশক পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্মমতার দায় স্বীকার করে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ জার্মানির প্রেসিডেন্ট স্টেইনমেয়ার পোল্যান্ডের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।
- ১৭ নভেম্বর ২০১৯ মিসরের সুয়েজ খাল ১৫০ বছরে পদার্পণ করেছে। ১৭ নভেম্বর ১৮৬৯ সালে এ খালে প্রথম জাহাজ ভাসে। ১৯৫৬ সালে মিসর এ খালটিতে জাতীয়করণ করে। বিশ্ববাণিজ্যের কৃত্রিম ধরনী হিসেবে পরিচিত এ খালটির প্রকৃত নাম হচ্ছে ‘হে সুয়েজ ক্যানেল’। সুয়েজ খাল মিসরের সিনাই উপনিষদে অবস্থিত।
- ১২ জুলাই ২০১৯ ক্রাসের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ‘সাফরেন’ নামক নতুন প্রজন্মের একটি পরমাণু সাবমেরিনের বহর উদ্বোধন করেন।
- ১০ নভেম্বর ইসরাইলের কাছে ইজারা দেয়া জর্ডান সূ-খণ্ডের ইজারা বাতিল করে জর্ডান।
- বিশ্বে প্রথমবারের মতো শিশুদেও টিকাদান কর্মসূচিতে অস্তর্ভূত করা হচ্ছে ম্যালেরিয়ার টিকা। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ টিকা দেওয়া শুরু হয়। ২৩ এপ্রিল ২০১৯ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবহার শুরু করে মালাবি।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভার্চুয়াল ব্যাংক অনুমোদন দেয় তাইওয়ান।
- ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাইওয়ান সরকার তাদের নতুন পাসপোর্টের নকশা প্রকাশ করেছে।
- ইউনেস্কো ঘোষিত প্রথম বিশ্ব স্থাপত্য রাজধানী হচ্ছে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো; ২০২০ সালের জন্য ঘোষিত।
- সম্প্রতি কুয়েতের প্রথম নারী বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ৮ জন নারী বিচারক।
- আফগানিস্তানে জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার পাশে মায়ের নাম যুক্ত করার আইনে স্বাক্ষর করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি।

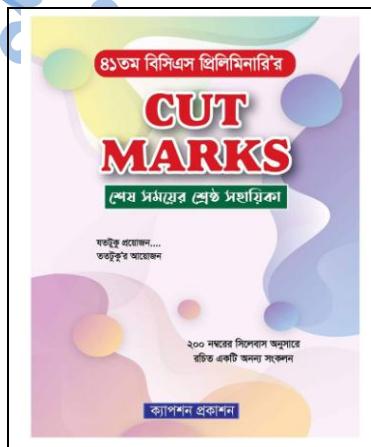
সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী	কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশ - শেখ হাসিনা (১২তম)	বাংলাদেশ- মো. আবদুল হামিদ (২১তম)
ভারত- নরেন্দ্র মোদি (১৬তম)	ভারত- রামনাথ কোবিন্দ (১৪তম)
চীন- লে কেকিয়াঃ	চীন- শি জিনপিং
রাশিয়া- মিখাইল মিশেলিন	রাশিয়া- ভ্রাদিমির পুতিন (৪৮ মেয়াদে)
ইসরাইল- বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু	ইসরাইল- রিউভেন রিভলেন
তুরস্ক- বিলালি ইলদিরিম	তুরস্ক- রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান
ফিলিস্তিন- মোহাম্মদ শাতারেহ	ফিলিস্তিন- মাহমুদ আব্বাস
দক্ষিণ কোরিয়া- চুঁ সি কিউন	দক্ষিণ কোরিয়া- মুন-জায়ে-ইন
উত্তর কোরিয়া- কিম তোক হুন	উত্তর কোরিয়া- কিম জং উন
শ্রীলঙ্কা- মাহিন্দা রাজাপাকসে	শ্রীলঙ্কা- গোতাবায়ে রাজাপাকসে
নেপাল- কেপি শর্মা অলি	নেপাল- বিদ্যা দেবি ভান্ডারি
ভুটান- ডা. লোটে শেরিএৎ (তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাচৰণ ছাত্র)	ভুটানের রাজা- জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াঢুক
পাকিস্তান- ইমরান খান	পাকিস্তান- আরিফ আলভি
ইরাক- আদনান আল জুরফি	ইরাক- বারহাম সালিহ
যুক্তরাজ্য- বরিস জনসন	যুক্তরাষ্ট্র- ডেনাল্ড ট্রাম্প (৪৫তম)
কানাডা- জাস্টিন ট্রিডো	ইরান- হাসান রহ্মানি
জাপান- ইউশিহিদে সুগা	দক্ষিণ আফ্রিকা- সিরিল রামাফোসা
নিউজিল্যান্ড- জেসিভা আরডার্ন	ভেনিজুয়েলা- নিকোলাস মাদুরো
অস্ট্রেলিয়া- ক্ষট মরিসন	আর্জেন্টিনা- আলবার্তো ফার্নান্দেজ
মালয়েশিয়া- মুহাইউদ্দীন ইয়াসিন	মালদ্বীপ- ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালিহ (সপ্তম)
ফিল্যান্ড- সানা ম্যারিন	মিয়ানমার- উইন মিন্ত
তিউনিশিয়া- হিশাম মাশিশি	তিউনিশিয়া- কায়েস সাইদ
ফ্রান্স- জ্যাং ক্যাসটের্স	ফ্রান্স- ইমানুয়েল ম্যার্কো
গায়না- মার্ক অ্যাথোনি ফিলিপস	গায়না- মোহামেদ ইরফান আলী
গ্রিস- ক্যারিয়াকোস মিটসোটাকিস	গ্রিস- ক্যাটিনা সাকেলারোপাওলো
ইউক্রেন- ডেনেস শেমগাল	ইউক্রেন- ভ্রাদিমির জেলেনকি
স্লোভাকিয়া- ইগর মাতোভিচ	স্লোভাকিয়া- জুজানা কাপুতোভা
বুর্কিন্ডি- অ্যালেন গুইলামো বুনইয়োনি	বুর্কিন্ডি- এভারিস্টে এনদেইশিমে
পেরু- ওয়াল্টার মার্টোস	পেরু- পেত্রো ক্যাটারিয়ানো
মৌরতানিয়া- মোহামেদ উল্লে বিলাল	মৌরতানিয়া- মোহমেদ ওফলু ঘাবুয়ানি
গিনি বিসাউ- নুনো গোমেস নবিয়াম	গিনি বিসাউ- উমারু সিসোকু এম্বালু
উত্তর মেসিডোনিয়া- জোরান জায়েভ	উত্তর মেসিডোনিয়া- স্টিভো পেস্তারোভকি
মাল্টা- রবার্ট আবেলা	মাল্টা- জর্জ ডেল্লা
সিরিয়া- মুহাম্মদ নাজি এত্তি	সিরিয়া- বাশার আল আসাদ
লাটভিয়া- আর্তুজ ক্রিসজানিস কারিনস	লাটভিয়া- এগিলজ লেভিস
আজারবাইজান- আলি আসাদোভ	আজারবাইজান- ইলহাম আলিয়েভ
কিরগিজস্তান- কুবাতবেক রোরোনাভ	কিরগিজস্তান- জর্জ উইয়া
বেলারুশ- রোমান গ্লোভশেকে	সুরিনাম- চান সান্তোথি
কসোভো- আবদুল্লাহ হেতি	ডেমিনিকান প্রজাতত্ত্ব- লুইস অবিনাডার
লেসোথো- মোকেতসি মাজেরো	ভানুয়াতু- বব লগম্যান
হাইতি- জোসেফ জুটো	উরকণ্ডয়ে- লুইস আলবার্তো

স্লোভেনিয়া- জেনেজ জানসা	ক্রোয়েশিয়া- জোরান মিলানোভিচ
কিউবা- ম্যানুয়েল মারেরো ক্রুজ	নাউরু- লিওনেল এইঞ্জিমিয়া
গ্যালন- রোজ ক্রিস্টিয়ানো র্যাপোভা	গুয়েতেমালা- আলেকজান্দ্রো গিয়ামাইত্তে
আলজেরিয়া- আবদেল আজিজ জেরাড	পানামা- লরেন্সিনো কর্তিজো
মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র- ফিরমিন এনগেঞ্চবাদা	লিথুনিয়া- গীতানাস নওসেদা
পাপুয়া নিউগিনি- জেমস মারাপে	ক্রোয়েশিয়া- জোরান মিলানোভিচ
অ্যান্ডোরা- জ্যাভিয়ার এস্পেট জামোরা	মাইক্রোশেনিয়া- ডেভিড ডাইলি পানুয়েলো
সলোমান দীপপুঁজি- মানাসি সোগাভাতো	কাজাখস্তান- কাসিম জামার তোকায়েভ
মালি- বুরু সিসে	সুদান- আবদেল ফাতেহ আল বুরহান
রোমানিয়া- লুডভিক আরবান	গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র- ফেলিপ্প টিশিসেকেদি
ক্যামেরুন- জোসেফ দিওন এনগুতে	কলম্বিয়া- ইভান ডিউকি
তাইওয়ান- সু সেং-চ্যাং	প্যারাগুয়ে- মারিও আন্দো বেনিয়েজ
ডেনমার্ক- মেটে ফ্রেডেরেকসেন	ত্রাজিল- জাইল বোলসোনারো
বেলজিয়াম- শার্ল মিশেল	এল সালভাদর- নাইব বুকেলে (দেশটির প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট)
ইতালি- পাওলো জেন্টিলোনি	মাদাগাস্কার- আন্দ্রে নিরিনা রাজেলিনা
কাতার- শেখ আবদুল্লাহ বিন নাসের	মেরিকো- আন্দেজ ম্যানুয়েল লোপেজ ওবরাডো
ইথিওপিয়া- আবি আহমেদ	জিম্বাবুয়ে- এমারসন নানগাগওয়ার
মিশর- মুস্তাফা মাদবুলি	ইথিওপিয়া- সাহলে-ওয়ার্ক জিউদা (প্রথম নারী)
বেলজিয়াম- চার্লস মিশেল (দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী)	মেরিকো- আন্দেজ ম্যানুয়েল লোপেজ
ইয়েমেন- মষ্টন আবদুল মালিক	চিলি- সেবাস্তিয়ান পিনেরা
লেবানন- মোস্তাফা আদিব	
সোমালিয়া- মোহাম্মদ হোসেন রোবেল	

আরও কিছু দেশের প্রধানগণ

- ❖ জার্মানির চ্যাসেলর- অ্যাঙ্গেলা মার্কেল
- ❖ অস্ট্রিয়ার নতুন চ্যাসেলর- সেবাস্তিয়ান কুর্জ (বর্তমান বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ সরকার প্রধান)
- ❖ সৌদি বাদশা- সালমান বিন আবদুল আজিজ
- ❖ জাপানের ১২৬তম স্মার্ট- নারুহিতো
- ❖ ভ্যাটিকানের পোপ ও সরকার প্রধান- জুলিয়ান ফ্রান্সিস
- ❖ ওমানের নতুন সুলতান- হাইতাম বিন তারিক আল সাঈদ



অনুশীলনের জন্য সাম্প্রতিক MCQ

০১. জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?	ক. শিনজো অ্যাবে	খ. ইউশিহিদে সুগা	গ. চুঁ সি কিউন	ঘ. লি কেকিয়াং	উ: খ
০২. সম্প্রতি কোন দেশে নতুন শ্রম আইন হয়েছে?	ক. কুয়েত	খ. সৌদি আরব	গ. বাহরাইন	ঘ. ওমান	উ: ঘ
০৩. সম্প্রতি কোন দেশটিতে নতুন পার্লামেন্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?	ক. নেপাল	খ. ভুটান	গ. ভারত	ঘ. পাকিস্তান	উ: গ
০৪. সুন্দানে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে?	ক. ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০	খ. ২ অক্টোবর ২০২০	গ. ২৭ জুলাই ২০২০	ঘ. ১৩ আগস্ট ২০২০	উ: খ
০৫. সম্প্রতি কোন দেশের জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার নামের পাশে মায়ের নাম যুক্ত করার আইন হয়?	ক. কাজাখস্তান	খ. ভুটান	গ. আফগানিস্তান	ঘ. পাকিস্তান	উ: গ
০৬. সম্প্রতি কোন দেশটিতে নারীদের ভোটাধিকারের শতবর্ষ পালিত হয়?	ক. রাশিয়া	খ. জাপান	গ. যুক্তরাজ্য	ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	উ: ঘ
০৭. ইসরাইলের সাথে কবে আরব আমিরাত ও বাহরাইন কৃটনেতিক চুক্তি করেন?	ক. ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০	খ. ২ অক্টোবর ২০২০	গ. ২৭ জুলাই ২০২০	ঘ. ১৩ আগস্ট ২০২০	উ: ক
০৮. কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?	ক. শিনজো অ্যাবে	খ. ইউশিহিদে সুগা	গ. জাস্টিন ট্রিডে	ঘ. বরিস জনসন	উ: গ
০৯. মালয়েশিয়ার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?	ক. বিনালি ইলদিরিম	খ. মুহিউদ্দিন ইয়াসিন	গ. বারহাম সালিহ	ঘ. মাহমুদ আবাস	উ: খ
১০. ইরানের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম কি?	ক. বিনালি ইলদিরিম	খ. মুহিউদ্দিন ইয়াসিন	গ. বারহাম সালিহ	ঘ. হাসান রহ্মানি	উ: ঘ
১১. তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?	ক. রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান	খ. মুহিউদ্দিন ইয়াসিন	গ. বারহাম সালিহ	ঘ. হাসান রহ্মানি	উ: ক
১২. ফ্রান্সের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?	ক. ইমানুয়েল ম্যার্কো	খ. ইউশিহিদে সুগা	গ. জাস্টিন ট্রিডে	ঘ. বরিস জনসন	উ: ক
১৩. বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সম্প্রতি কোন দেশে ভার্যাল ব্যাংকের অনুমোদন দেয়?	ক. সিঙ্গাপুর	খ. জাপান	গ. জার্মানি	ঘ. তাইওয়ান	উ: ঘ
১৪. ‘আয়া সোফিয়া’ কোন দেশে অবস্থিত?	ক. ইরাক	খ. ইরান	গ. তুরস্ক	ঘ. কাতার	উ: গ
১৫. বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটিতে আপন দুই ভাই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছে?	ক. জাপান	খ. থাইল্যান্ড	গ. শ্রীলঙ্কা	ঘ. পাকিস্তান	উ: গ
১৬. ত্রিপ্লিট প্রক্রিয়া কবে কার্যকর হয়?	ক. ১ জানুয়ারি ২০২০	খ. ৩১ জানুয়ারি ২০২০	গ. ২৭ জুলাই ২০১৯	ঘ. ১৩ আগস্ট ২০১৯	উ: খ
১৭. বাবরি মসজিদ-রাম মন্দির মামলার চূড়ান্ত রায় হয় কবে?	ক. ১ জানুয়ারি ২০২০	খ. ৯ নভেম্বর ২০১৯	গ. ২৭ জুলাই ২০১৯	ঘ. ১৩ আগস্ট ২০১৯	উ: খ
১৮. বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেন চালু রয়েছে কোন দেশে?	ক. জাপান	খ. রাশিয়া	গ. চীন	ঘ. জার্মানি	উ: গ
১৯. মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০ দেশটির কততম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন?	ক. ৫৫	খ. ৫৭	গ. ৫৯	ঘ. ৬১	উ: গ
২০. মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০ কবে অনুষ্ঠিত হবে?	ক. ৩ নভেম্বর ২০২০	খ. ৭ নভেম্বর ২০২০	গ. ১৬ নভেম্বর ২০২০	ঘ. ১৩ ডিসেম্বর ২০২০	উ: ক

বেসিক আলোচনা

বিশ্ব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

- ১ মিশরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে।
- ২ মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- নীল নদের তীরে।
- ৩ মিশরকে ‘নীল নদের দান’ বলেছেন- থিক ইতিহাসবিদ হেরোডেটাস।
- ৪ মিশরীয়দের দেবতার নাম ছিল- সূর্যদেবতা এটন।
- ৫ ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঈশ্বরের ধারণা দেন- ইখনাটন।
- ৬ সূর্যদেবতার নামের সাথে মিল রেখে নিজের নাম ইখনাটন রাখেন- ফারাও চতুর্থ আমেনহাটেপ।
- ৭ প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো- ফারাও (তারা মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনের অঙ্গিতে বিশ্বাস করতো)।
- ৮ ফারাওর মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তারা তৈরি করেছিল- পিরামিড।
- ৯ মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে- ফারাও খুফুর পিরামিড।
- ১০ মিশরীয়দের উভাবিত লিখন পদ্ধতির নাম- হায়রোগ্রাফিক (হায়রোগ্রাফিক শব্দের অর্থ- পরিত্রিলিপি)।
- ১১ মিশরীয়রা কাগজ তৈরি করেছিল- ‘প্যাপিরাস’ নামক এক ধরণের নল গাছের বাকল দিয়ে।
- ১২ মাসে ১ বছর ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনারীতি চালু করেন- মিশরীয়রা।



পিরামিড এবং স্ফিংস



হায়রোগ্রাফিক

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

টাইটিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সময়ের বিবর্তনে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠায় একত্রিতভাবে এ সভ্যতাসমূহকে বলা হয় মেসোপটেমীয় সভ্যতা। মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, অ্যাসেরীয় সভ্যতা ও ক্যালডৌয় সভ্যতা।

	সুমেরীয় সভ্যতা: মেসোপটেমিয়া সভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম ছিল সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়দের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি। তারা উন্নত সেচ্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সভ্যতায় সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ‘চাকা’ আবিক্ষার। এছাড়াও সুমেরীয়গণ ‘কিউনিফর্ম’ নামে একটি নতুন লিপির উদ্ভাবন করেছিল।
	ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: আনুমানিক ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিরিয়ার মরাবুমি অঞ্চলে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতার স্থপতি ছিলেন বিখ্যাত আমোরাইট নেতা হাস্তুরাবি। এ সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আইনের ক্ষেত্রে। সভ্যতার ইতিহাসে হাস্তুরাবি নামটি আইন প্রণয়নে চির স্মরণীয়।
	অ্যাসেরীয় সভ্যতা: ইতিহাসে অ্যাসেরীয়দের পরিচয় সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে। তারাই প্রথম লোহার অঞ্চে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধের পরে ব্যবহার করে। আসিরীয়রা প্রথম বৃক্ষকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করে। তারা সর্বপ্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেছিল।
	ক্যালডৌয় সভ্যতা: ক্যালডৌয় সভ্যতার স্থপতি ছিলেন সম্রাট নেবুচাদ নেজার। সম্রাট নেবুচাদ নেজার ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করে যা পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গাচর্যের একটি। ক্যালডৌয়েরীয়রাই সঙ্গাহকে ৭ দিনে বিভক্ত করে। এ ছাড়াও তারা ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান এবং তা থেকে ১২টি রাশিচক্রের সৃষ্টি করেন।

গ্রিক সভ্যতা

	গ্রিক সভ্যতা: গ্রিক সভ্যতা সর্বপ্রথম নগর রাষ্ট্র ধারণার জন্য দেয়। হিসে এ সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র। নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্স ছিল নেতৃত্বানীয়। প্রাচীন পৃথিবীতে এখনেই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়। এ সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দর্শন চর্চায়। গ্রিকরা বহুদেবতায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস।
	পেলোপনেসীয় যুদ্ধ: স্পার্টা ও এথেন্স প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও তাদের মধ্যে শক্তাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। স্পার্টা ও এথেন্স এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ইতিহাসে ‘পেলোপনেসীয়’ যুদ্ধ নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে মোট তিনিশ বছোর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে এথেন্স চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।
	অলিম্পিকের সূচনা: হিসে সর্বপ্রথম অলিম্পিক খেলার সূচনা হয় ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। চার বছর পরপর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এ খেলার সূত্র ধরে নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পারিক শক্তির বদলে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠে।
	মহাকবি হোমার: হোমার ছিলেন হিসের একজন মহাকবি। তিনি হাজার হাজার বছরের পুরোনো কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেন। ‘ইলিয়াড’ এবং ‘ওডিসি’ ছিলো তার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
	সক্রেটিস: সব জ্ঞানীদের গুরু নামে পরিচিত সক্রেটিস ছিলেন হিসের অন্যতম খ্যাতিমান দার্শনিক। তিনি দার্শনিক প্লেটোর শিক্ষক ছিলেন। তিনি অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষা দিতেন। এতে শাসক শ্রেণি ভীত হয়ে পড়ে। ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শাসক গোষ্ঠী তাকে নাস্তিকতার অভিযোগ এনে হেমলক নামক বিষ পান করিয়ে হত্যা করে।
	প্লেটো: গ্রিক দার্শনিক প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির শিখরে নিয়ে যান। ‘রিপাবলিক’ এছে তিনি তাঁর চিন্তাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সক্রেটিসের শিক্ষার বজ্বায়গুলো নিয়ে ‘ডায়ালগস অব সক্রেটিস’ গ্রন্থটি লিখেন। তিনি ‘একাডেমিয়া’ নামে দর্শনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এরিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন।
	এরিস্টটল: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল ছিলেন একজন গ্রিক দার্শনিক। ‘পলিটিক্স’ তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ‘লাইসিয়াম’। তিনি মহাবীর সন্নাট আলেকজান্দ্রারের গৃহশিক্ষক ছিলেন।
	মহাবীর আলেকজান্দ্রার: মহাবীর আলেকজান্দ্রার ছিলেন ম্যাডিসনের রাজা ফিলিপসের পুত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ অন্দে ফিলিপস মারা গেলে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি ম্যাডিসনের সিংহাসনে বসেন। তিনি হেলেনিস্টিক সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। [মনে রাখুন: সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো, প্লেটোর ছাত্র এরিস্টটল, এরিস্টটলের ছাত্র আলেকজান্দ্রার]

গ্রিক বিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। তারাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ‘পিথাগোরাস’ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্ম নিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জন্ম নেন বিজ্ঞানী ‘এনাক্সাগোরাস’। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ সভ্যতার কয়েকজন গ্রিক ভাস্কর হচ্ছেন- মাইনর, ফিদিয়াস এবং প্রাকসিটেলেস।

হিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন ‘এক্ষাইলাস’। তাঁর বিখ্যাত দুর্দান্ত নাটকের নাম ‘থেমেথিউস বাউন্ট’ ও ‘আগামেমনন’। এ সময় নাট্যকার সফোক্লিস একশটিরও বেশি নাটক লেখেন। এর মধ্যে জনপ্রিয় হচ্ছে- ‘এক্টিগনে’ ও ‘ইলেন্ট্রে’। ইতিহাসের জনক গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডেটাস এ সময় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক ‘থুকুডাইসিস’ এ সময় ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।

সিন্ধু সভ্যতা

সিন্ধু সভ্যতা: সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বলে একে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। ১৯২১ সালে এ সভ্যতাটি আবিষ্কৃত হয়। সিন্ধু সভ্যতাটি বর্তমান পাকিস্তানে ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এ সভ্যতা নগর পরিকল্পনার ধারণা দিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার বেশির ভাগ মানুষ কৃষিকাজ করতো। পরিমাপ পদ্ধতির উভাবন ছিল এ সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এছাড়াও এ সভ্যতায় হাড় ও পাথরের তৈরি সীলমোহরের সন্দান পাওয়া যায়।



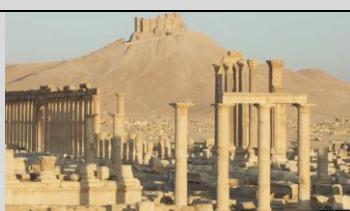
ফিনিশীয় সভ্যতা



ফিনিশীয়দের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য। সভ্যতায় তাদের শ্রেষ্ঠতম পরিচয় ছিল নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে। সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল বর্ণমালা উভাবন। তারা ২২টি ব্যঙ্গনবর্ণের পাশাপাশি স্বরবর্ণও উভাবন করে। তারা মাটির পাত্র, কাপড় তৈরি এবং রং করতে পারতো।

পারস্য সভ্যতা

বর্তমান ইরান প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। আর্যরা এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এ সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা। এ সভ্যতায় জরথুস্ট্র নামে এক ধর্মগুরু ছিলেন যার প্রচারিত মতবাদকে ‘জরথুস্ট্রবাদ’ নামে অভিহিত করা হয়। পারস্যের ইতিহাসে কাইরাস ও দারিয়ুস ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। ত্রিক বীর আলেকজান্দ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে দখল করে নেয়।



হিন্দু সভ্যতা



প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হিন্দু কোন জাতি নয় একটি প্রাচীনতম ভাষার নাম। হিন্দুদের আদিবাস ছিল আরব মরভূমিতে। বর্তমানে ইসরাইলের অধিবাসীরা হিন্দুদের বংশধর। সভ্যতায় হিন্দুদের সম্পূর্ণ অবদানই ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। এ সময় তারা একেশ্বরবাদের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলে।

প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা

প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা চীনের তিনটি অঞ্চলে বেড়ে উঠেছিল। প্রথমটি হোয়াংহো (পীত নদী) নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনে। চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে। চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। মেনসিয়াস তার অনুসারী ছিলেন।



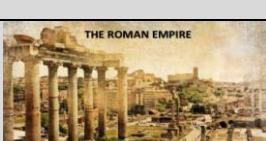
ইঞ্জিয়ান সভ্যতা



ঐস ও এশিয়া মাইনরকে পৃথককারী ইঞ্জিয়ান সাগরের দ্বীপমালা ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে একটি উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যা ইতিহাসে ইঞ্জিয়ান সভ্যতা নামে পরিচিত। হিসে সভ্যতা গড়ে তোলার প্রস্তুতিপূর্ব ছিল এ সভ্যতা। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইঞ্জিয়ান সভ্যতার পতন ঘটে।

রোমান সভ্যতা

ইতালির রোম শহরকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে উঠে। রোমের সবচেয়ে খ্যাতিমান স্মার্ট ছিলেন জুলিয়াস সিজার। এ সভ্যতার সময়ে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্ট জন্মাত্ত করেন। এ সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আইনের ক্ষেত্রে।



ইনকা সভ্যতা



পেরুর দক্ষিণাংশে শক্তিশালী ইনকা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইনকা সভ্যতার শক্তিশালী সম্রাটগণ তাদের বাসস্থান হিসেবে মাচু পিচু নগরী গড়ে তুলেছিলেন।

এশিয়া মহাদেশ

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। আয়তন ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এশিয়া আফ্রিকার ১.৫ গুণ, উভর আমেরিকার ১.৮২ গুণ, দক্ষিণ আমেরিকার ২.৪ গুণ, ইউরোপের ৪.১৯ গুণ, ওশেনিয়ার ৫.৭৩ গুণ এবং এন্টারটিকার ৩.১২ গুণ বড়। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৪৪টি। আয়তন ও জনসংখ্যায় এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম দেশ চীন এবং ক্ষুদ্রতম দেশ মালদ্বীপ। এশিয়ার সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব তিমুর।

বৃহত্তম দ্বীপ: বোর্নিও। বৃহত্তম উপদ্বীপ: আরব উপদ্বীপ। বৃহত্তম সাগর: দক্ষিণ চীন সাগর। বৃহত্তম হ্রদ: কাস্পিয়ান। দীর্ঘতম নদী: ইয়ান্সিকিয়াং (চীন)। বৃহত্তম অরণ্য: তৈগা। বৃহত্তম সমভূমি: পশ্চিম সাইবেরীয় সমভূমি।

দক্ষিণ এশিয়া

জাতিসংঘের তথ্য মতে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশ ৯টি (সার্কুলুম ৮টি দেশ এবং ইরান)। আয়তন ও জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত এবং ক্ষুদ্রতম দেশ মালদ্বীপ। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকুলিত সংশ্লিষ্টতা সবচেয়ে কম।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বাংলাদেশ	ঢাকা	বাংলা	টাকা	যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান
০২. ভারত	নয়াদিল্লী	হিন্দি	রূপি	যুক্তরাজ্য
০৩. পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	উর্দু	রূপি	যুক্তরাজ্য
০৪. শ্রীলঙ্কা	কলম্বো (শ্রী জয়বৰ্ধনে কোর্টে)	সিংহলি	রূপি	যুক্তরাজ্য
০৫. আফগানিস্তান	কাবুল	পশ্চুন	আফগানি	যুক্তরাজ্য
০৬. নেপাল	কাঠমান্ডু	নেপালি	রূপি	যুক্তরাজ্য
০৭. ভুটান	ঘিম্পু	দেজাঁখা	গুল্ট্রাম	যুক্তরাজ্য
০৮. মালদ্বীপ	মালে	দিভেহী	রূপিয়া	যুক্তরাজ্য
০৯. ইরান	তেহরান	ফার্সি	তুমান	যুক্তরাজ্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

যে দেশটি কখনো কোন দেশের উপনিবেশ ছিলনা- থাইল্যান্ড।

জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ- ইন্দোনেশিয়া।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশটি মুসলিম দেশ নয় কিন্তু পতাকায় চাঁদ তারকা আছে- সিঙ্গাপুর।

কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি যে দেশের বিদ্রোহী সংগঠন- মিয়ানমার।

শেষ মুঘল স্মার্ট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-এর কবর অবস্থিত- মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. ক্রনাই	বন্দর সোরিবেগওয়ান	মালয়	ক্রনাই ডলার	যুক্তরাজ্য
০২. কমোডিয়া	নমপেন	খেমার	রিয়াল	ফ্রাস
০৩. ইন্দোনেশিয়া	কালিমাত্তান (পূর্বে ছিল জাকার্তা)	ইন্দোনেশিয়ান	রূপিয়া	নেদারল্যান্ড
০৪. লাওস	ভিয়েনতিয়েন	লাও	কিপ	ফ্রাস
০৫. মালয়েশিয়া	কুয়ালালামপুর	মালয়	রিস্ট	যুক্তরাজ্য
০৬. মিয়ানমার	নাইপিদো	বার্মিজ	কিয়াট	যুক্তরাজ্য
০৭. ফিলিপাইন	ম্যানিলা	ফিলিপিনো	পেসো	স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র
০৮. সিঙ্গাপুর	সিঙ্গাপুর সিটি	ইংরেজি	সিঙ্গাপুর ডলার	মালয়েশিয়া
০৯. থাইল্যান্ড	ব্যাংকক	থাই	বাথ	উপনিবেশ ছিলনা
১০. তিমুর লিসত	দিলি	পর্তুগিজ	মার্কিন ডলার	ইন্দোনেশিয়া, পর্তুগাল
১১. ভিয়েতনাম	হ্যানয়	ভিয়েতনামিজ	ডং	ফ্রাস

পূর্ব এশিয়া বা দূরপ্রাচ্য

- যে দ্বীপটি নিয়ে চীন-জাপানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে- সেনকাকু (চীনে এটি ‘দিয়াওইউ’ নামে পরিচিত)।
- যে দেশটি পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে শিল্পাধিক্ষেত্র ও কালো ধোঁয়া অধ্যুষিত এলাকাকে ‘ক্যান্সার গ্রাম’ ঘোষণা করেছে- চীন।
- সানশাইন পলিসি’র প্রবক্তা- কিম দায়ে জং (দক্ষিণ কোরিয়া)

পূর্ব এশিয়া বা দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. চীন	বেইজিং	মান্দারিন	ইউয়ান	--
০২. জাপান	টোকিও	জাপানিজ	ইয়েন	--
০৩. উত্তর কোরিয়া	পিয়ংইংয়ং	কোরিয়ান	উয়ন	--
০৪. দক্ষিণ কোরিয়া	সিউল	কোরিয়ান	উয়ন	--
০৫. মঙ্গোলিয়া	উলানবাটোর	মঙ্গোলিয়া	তুগরিক	চীন

পশ্চিম এশিয়া

- যে দেশটি এশিয়া ও ইউরোপ এই দু’মহাদেশে অবস্থিত বলে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয়- তুরস্ক।
- যে দেশের পতাকা কখনো অর্ধনমিত রাখা হয় না- সৌদি আরব (পতাকায় কালেমা খচিত বলে)।
- পৃথিবীর যে নদীতে মাছ হয় না- জর্জান নদী।

পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. সৌদি আরব	রিয়াদ	আরবি	রিয়াল	---
০২. সংযুক্ত আরব আমিরাত	আবুধাবি	আরবি	দিরহাম	যুক্তরাজ্য
০৩. কাতার	দোহা	আরবি	রিয়াল	যুক্তরাজ্য
০৪. ইরাক	বাগদাদ	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য
০৫. কুয়েত	কুয়েত সিটি	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য
০৬. ওমান	মাস্কুট	আরবি	রিয়াল	যুক্তরাজ্য
০৭. লেবানন	বৈরুত	আরবি	পাউন্ড	ফ্রান্স
০৮. ইসরাইল	জেরুজালেম	হিব্রু	শেকেল	যুক্তরাজ্য
০৯. জর্জান	আম্মান	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য
১০. সিরিয়া	দামেস্ক	আরবি	পাউন্ড	যুক্তরাজ্য
১১. ইয়েমেন	সানা	আরবি	রিয়াল	যুক্তরাজ্য
১২. বাইরাইন	মানামা	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য
১৩. তুরস্ক	আঙ্কারা	তুর্কি	লিরা	---
১৪. আজারবাইজান	বাকু	আজারবাইজানি	মানাত	---

মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. কাজাখস্তান	নূর সুলতান	কাজাখ	তেঙ্গে	সোভিয়েত ইউনিয়ন
০২. কিরগিজস্তান	বিশবেক	তুর্কি	সোম	সোভিয়েত ইউনিয়ন
০৩. উজবেকস্তান	তাসখন্দ	উজবেক ও রূশ	সোম	সোভিয়েত ইউনিয়ন
০৪. তুর্কমেনস্তান	আসখাবাদ	তুর্কমেন	মানাত	সোভিয়েত ইউনিয়ন
০৫. তাজিকিস্তান	দুশানবে	ফার্সি	সোমানি	সোভিয়েত ইউনিয়ন

ইউরোপ মহাদেশ

ইউরোপ মহাদেশের আয়তন ৯৯ লাখ ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৪৮টি। আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ রাশিয়া এবং ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিক্যান সিটি। ইউরোপের দ্বার বলা হয় ভিয়েনাকে। ইউরোপের কক্ষপিট বলা হয় বেলজিয়ামকে। বৃহত্তম দ্বীপঃ প্রিন্সিপ্যান্ড। বৃহত্তম উপদ্বীপঃ ক্যান্ডিনেভিয়া। বৃহত্তম সাগরঃ ভূমধ্যসাগর। বৃহত্তম হ্রদঃ লাডোগাছুদ। দীর্ঘতম পর্বতমালাঃ আল্পস। দীর্ঘতম নদীঃ ভেলগা। বিশ্বের বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথঃ গোথার্ড বেস টানেল (সুইজারল্যান্ড)।

- ❖ নর্তক অঞ্চল বা ক্ষ্যাভিনেভিয়ান দেশঃ আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নরওয়ে (৫টি দেশ)।
- ❖ বাস্টিক দেশসমূহঃ এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়া (৩টি দেশ)।
- ❖ ট্রান্স কক্ষেশিয়ান অঞ্চলঃ জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া (৩টি দেশ)।

পূর্ব ইউরোপ অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বেলারুশ	মিনস্ক	বেলারুশীয়	রুবল	---
০২. বুলগেরিয়া	সোফিয়া	বুলগেরিয়ান	লেভ	অটোম্যান সাম্রাজ্য
০৩. মলদোভা	কিশিনাভ	মলদোভান	লিউ	রাশিয়া
০৪. রোমানিয়া	বুখারেস্ট	রোমানিয়ান	লিউ	অটোম্যান সাম্রাজ্য
০৫. রাশিয়া	মস্কো	রাশিয়ান	রুবল	---
০৬. ইউক্রেন	কিয়েভ	ইউক্রেনিয়ান	রিভনিয়া	রাশিয়া
০৭. আর্মেনিয়া	ইয়েরেভান	আর্মেনিয়ান ভাষা	ড্রাম	রাশিয়া
০৮. সাইপ্রাস	নিকোশিয়া	গ্রিক	ইউরো	যুক্তরাজ্য
০৯. জর্জিয়া	তিবলিসি	জর্জিয়ান	লারি	রাশিয়া
১০. স্লোভাকিয়া	ব্রাটিস্লাভা	স্লোভাক	ইউরো	চেকোস্লাভিয়া
১১. পোল্যান্ড	ওয়ারশ	পোলিশ	জলোটি	রাশিয়া
১২. হাসেরি	বুদাপেস্ট	হাসেরিয়ান	ফরিন্ট	---
১৩. চেক প্রজাতন্ত্র	প্রাগ	চেক	করণা	চেকোস্লাভিয়া

উত্তর ইউরোপ অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	ড্যানিশ	ডেনিস ক্রোন	---
০২. এস্তোনিয়া	তাল্লিন	এস্তোনিয়	ইউরো	রাশিয়া, জার্মানি
০৩. ফিনল্যান্ড	হেলসিংকি	ডফনীয়, সুয়েডীয়	ইউরো	বলশেভিক রাশিয়া
০৪. আইসল্যান্ড	রিকজিভিক	আইসল্যান্ডিক	ক্রোনা	ডেনমার্ক
০৫. আয়ারল্যান্ড	ডাবলিন	আইরিশ ও ইংরেজি	ইউরো	যুক্তরাজ্য
০৬. লাটভিয়া	রিগা	লাটভীয়	ইউরো	---
০৭. লিথুনিয়া	ভিলিনিয়াস	লিথুয়ানীয়	ইউরো	সোভিয়েত ইউনিয়ন
০৮. নরওয়ে	অসলো	নরওয়েজিয়ান	ক্রোন	সুইডেন
০৯. সুইডেন	স্টকহোম	সুয়েডীয়	ক্রোনা	---
১০. যুক্তরাজ্য	লন্ডন	ইংরেজি	পাউন্ড স্টারলিং	---

দক্ষিণ ইউরোপ অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. আলবেনিয়া	তিরানা	আলবেনীয়	লেক	---
০২. অ্যাডোরা	অ্যাডোরা লা ভিয়া	ক্যাটালান	ইউরো	স্পেন
০৩. বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা	সারায়েভো	বসনিয়ান ও ক্রোয়েশিয়ান	কনভার্টিবলে মার্ক	যুগোস্লাভিয়া

০৪. ক্রোয়েশিয়া	জাগরেব	ক্রোয়েশীয়	কুনা	অস্ট্রিয়া, হাসেরি
০৫. গ্রিস	এথেন্স	গ্রিক	ইউরো	অটোম্যান সাম্রাজ্য
০৬. ভ্যাটিকান সিটি	ভ্যাটিকান সিটি	ইতালিয়ান	ইউরো	ইতালি
০৭. ইতালি	রোম	ইতালিয়ান	ইউরো	---
০৮. মাল্টা	ভেলেটা	মাল্টিজ	ইউরো	যুক্তরাজ্য
০৯. মন্টিনিগ্রো	পোড়গোরিকো	মন্টিনিগ্রিন	ইউরো	সার্বিয়া
১০. পর্তুগাল	লিসবন	পর্তুগিজ	ইউরো	---
১১. সানম্যারিনো	সানম্যারিনো	ইতালিয়ান	ইউরো	---
১২. সার্বিয়া	বেলগ্রেড	সার্বীয়	দিনার	---
১৩. স্লোভেনিয়া	লুবজানা	স্লোভেনিয়ান	ইউরো	যুগোস্লাভিয়া
১৪. স্পেন	মাদ্রিদ	স্প্যানিশ, ক্যাটালন	ইউরো	---
১৫. উক্তর মেসিডেনিয়া	ক্ষেপজে	---	মেসিডেনিয়ান দিনার	---
১৬. কসোভো	প্রিস্টিনা	আলবেনিয়ান ও সার্বিয়ান	ইউরো	সার্বিয়া

পশ্চিম ইউরোপ অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	জার্মান	ইউরো	রোমান সাম্রাজ্য
০২. বেলজিয়াম	ব্রাসেলস	ওলন্দাজ, জার্মান	ইউরো	নেদারল্যান্ডস
০৩. ফ্রান্স	প্যারিস	ফ্রেঞ্চ	ইউরো	---
০৪. জার্মানি	বার্লিন	জার্মান	ইউরো	---
০৫. লিচটেনস্টেইন	ভাডুজ	---	সুইস ফ্রাঙ্ক	---
০৬. লুক্সেমবোর্গ	লুক্সেমবাগ	ফ্রেঞ্চ	ইউরো	---
০৭. মোনাকো	মোনাকো	ফ্রেঞ্চ	ইউরো	---
০৮. নেদারল্যান্ডস	আমস্টারডাম	ডাচ	ইউরো	স্পেন
০৯. সুইজারল্যান্ড	বার্ন	জার্মান ও ফ্রেঞ্চ	সুইস ফ্রাঙ্ক	রোমান সাম্রাজ্য

১১৬

আফ্রিকা মহাদেশ

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা। আয়তন ৩ কোটি ০২ লাখ ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ৫৪টি। প্রাচীনকালে আফ্রিকা মহাদেশকে অঙ্গকারাচ্ছন্ন বা অঙ্গাত মহাদেশ বলা হতো। আফ্রিকা মহাদেশকে বৃহদায়কার চিঠ্ঠিয়াখানা বলা হয়। আয়তনে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ আলজেরিয়া। জনসংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম দেশ নাইজেরিয়া। আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ সিচেলেস। উভয়শাস্ত্র অস্তরীপ অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশে। বৃহত্তম দ্বীপঃ মাদাগাস্কার। বৃহত্তম নদীঃ নীলনদ। বৃহত্তম জলপ্রপাতঃ ভিস্টোরিয়া। উচ্চতম দেশঃ লেসেথো। শিল্পেন্নত দেশঃ দক্ষিণ আফ্রিকা।

পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বুরুণ্ডি	বুজোমবুরা	কিরংভি	বুরুণ্ডি ফ্রান্স	বেলজিয়াম
০২. কমোরোস	মরোনি	আরবি	কমোরিয়ান ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৩. জিবুতি	জিবুতি	আরবি	জিবুতি ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৪. ইথিওপিয়া	আদিস আবাবা	অ্যামহারিক	বির	---
০৫. ইরিত্রিয়া	আসমারা	আরবি	নাকফা	যুক্তরাজ্য, ইথিওপিয়া
০৬. কেনিয়া	নাইরোবি	সোয়াহিলি	শিলিং	যুক্তরাজ্য
০৭. মাদাগাস্কার	আন্তানানারিভো	ফ্রেঞ্জ ও মালাগাছি	এরিয়ারি	ফ্রান্স
০৮. মালাবি	লিলানগিয়ে	চিওয়া	কোয়াচা	যুক্তরাজ্য
০৯. মরিশাস	পোর্টলুইস	ইংরেজি	মরিশিয়ান রূপি	যুক্তরাজ্য
১০. মোজাম্বিক	মাপুটো	পতুঁগিজি	মেটিসল	পর্তুগাল
১১. ঝংয়ান্ডা	কিগালি	কিনিয়ারোয়ান্ডা	ঝংয়ান্ডা ফ্রান্স	বেলজিয়াম
১২. সিচেলেস	ভিস্টোরিয়া	---	সিচেলেস রূপি	---
১৩. সোমালিয়া	মেগাদিসু	সোমালিয়া ও আরবি	সোমালি শিলিং	ইতালি
১৪. উগান্ডা	কাম্পালা	ইংরেজি	শিলিং	যুক্তরাজ্য
১৫. তানজানিয়া	দোদোমা	সোয়াহিলি	শিলিং	যুক্তরাজ্য
১৬. জাম্বিয়া	জুসাকা	ইংরেজি	কোয়াসা	যুক্তরাজ্য
১৭. জিম্বাবুয়ে	হারারে	ইংরেজি	জিম্বাবুয়ে ডলার	যুক্তরাজ্য
১৮. দক্ষিণ সুদান	জুবা	আরবি	সুদানিজ পাউন্ড	সুদান

হ্রৎ অব আফ্রিকা: সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ও জিবুতি (৪টি দেশকে হ্রৎ অব আফ্রিকা বলা হয়)।

মধ্য আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. অ্যাঙ্গোলা	লুয়ান্ডা	পর্তুগিজ	কোয়ানজা	পর্তুগাল
০২. ক্যামেরুন	ইয়াউটেন্ডে	ইংরেজি ও ফ্রেঞ্জ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৩. মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	বাঙ্গুই	ফ্রেঞ্জ ও পর্তুগিজ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৪. শাদ	এন'জামেনা	আরবি	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৫. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	ব্রাজাভিল	ফ্রেঞ্জ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৬. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	কিলসাসা	ফ্রেঞ্জ	ফ্রান্স	বেলজিয়াম
০৭. নিরক্ষীয় গিনি	মালাবো	ফরাসি	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৮. গ্যাবন	লিব্ৰেভিলে	ফ্রেঞ্জ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৯. সাওটমে অ্যান্ড প্রিন্সিপি	সাওটমে	পর্তুগিজ	দোবো	পর্তুগাল

উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. আলজেরিয়া	আলজিয়ার্স	আরবি	দিনার	ফ্রান্স
০২. মিসর	কায়রো	আরবি, ফ্রেঞ্চ	মিসরীয় পাউন্ড	যুক্তরাজ্য
০৩. লিবিয়া	ত্রিপোলি	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স
০৪. মরক্কো	রাবাত	আরবি	দিরহাম	ফ্রান্স
০৫. সুদান	খার্তুম	আরবি	সুদানিজ পাউন্ড	ফ্রান্স
০৬. তিউনিসিয়া	তিউনিস	আরবি	দিনার	যুক্তরাজ্য

দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বতসোয়ানা	গ্যাবরোন	ইংরেজি	পুলা	যুক্তরাজ্য
০২. লেসেথো	ম্যামেরু	ইংরেজি	লেটো	দক্ষিণ আফ্রিকা
০৩. নামিবিয়া	উইন্ডহোক	ইংরেজি	নামিবীয় ডলার	দক্ষিণ আফ্রিকা
০৪. দক্ষিণ আফ্রিকা	প্রিটোরিয়া, কেপটাউন	ইংরেজি	র্যান্ড	যুক্তরাজ্য
০৫. কিংডম অব ইসওয়াতিনি	ম্যাবেন	ইংরেজি	ফ্রান্স	যুক্তরাজ্য

পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বেনিন	পোর্টো-নোভো	ফ্রেঞ্চ, আকান	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০২. বারকিনা ফাসো	উয়াগাদুগো	ফরাসি	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৩. কেপ ভার্দে	প্যারায়	পতুর্গিজ	এসকুদো	পর্তুগাল
০৪. গান্ধিয়া	বানজুল	ইংরেজি	দালাসি	যুক্তরাজ্য
০৫. ঘানা	আক্রান	ইংরেজি, আকান	ঘানাইন সেডি	যুক্তরাজ্য
০৬. গিনি	কোনাক্রি	ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৭. গিনি বিসাউ	বিসাউ	পতুর্গিজ	ফ্রান্স	পর্তুগাল
০৮. আইভরি কোস্ট	ইয়ামুসুক্রো, আবিদজান	ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
০৯. লাইবেরিয়া	মনরোভিয়া	ইংরেজি	লাইবেরিয়ান ডলার	যুক্তরাষ্ট্র
১০. মৌরতানিয়া	নোয়াকচ্চট	আরবি	ডঙ্গইয়া	ফ্রান্স
১১. সেনেগাল	ডাকার	ফ্রেঞ্চ	সিএফএ ফ্রান্স	ফ্রান্স
১২. সিয়েরা লিওন	ফ্রিটাউন	ইংরেজি	লিওন	যুক্তরাজ্য
১৩. টোগো	লোমে	ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
১৪. মরক্কো	রাবাত	আরবি	দিরহাম	ফ্রান্স
১৫. নাইজেরিয়া	আবুজা	ইংরেজি	নাইরা	যুক্তরাজ্য
১৬. মালি	বার্মাকো	ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স	ফ্রান্স
১৭. নাইজার	নিয়ামে	ফ্রেঞ্চ	ফ্রান্স	ফ্রান্স

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। আয়তন ২ কোটি ৪২ লাখ ৫৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার। ইতালির নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ সালে আবিক্ষার করেন। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ২৩টি। আয়তনে বৃহত্তম দেশ কানাডা। জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ যুক্তরাষ্ট্র। আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্নকারী খাল পানামা খাল। বৃহত্তম উপনিবেশ: ল্যাভ্রাডার।
বৃহত্তম হৃদ: সুপারিয়ার। **দীর্ঘতম নদী:** মিসিসিপি। **আয়তনে বৃহত্তম জলপ্রপাত:** নায়াগ্রা।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঁজি অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারমুডা	সেন্ট জনস	ইংরেজি	ক্যারিবিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য
০২. বাহামা	নাসাট	ইংরেজি	বাহামিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য
০৩. বার্বাডোস	ব্রিজটাউন	ইংরেজি	বার্বাডোস ডলার	যুক্তরাজ্য
০৪. কিউবা	হাভানা	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৫. ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র	সেন্টো ডোমিনিগো	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৬. ডোমিনিকা	রোজাও	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য
০৭. গ্রানাডা	সেন্ট জর্জেস	ইংরেজি	ক্যারিবিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য
০৮. হাইতি	পোর্ট অব প্রিস	ফ্রেঞ্চ	গুর্দে	ফ্রান্স
০৯. জ্যামাইকা	কিংস্টন	ইংরেজি	জ্যামাইকান ডলার	যুক্তরাজ্য
১০. সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস	বাসেতোর	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য
১১. সেন্ট লুসিয়া	কাস্ট্রিস	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য
১২. সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডাইন্স	কিংস্টাউন	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য
১৩. ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো	পোর্ট অব স্পেন	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য

মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. বেলিজ	বেলমোপান	ইংরেজি	বেলিজ ডলার	যুক্তরাজ্য
০২. কোস্টারিকা	স্যাসজোসে	স্প্যানিশ	কোলন	স্পেন
০৩. এল সালভেদোর	স্যান সালভেদোর	স্প্যানিশ	ইউএস ডলার	স্পেন
০৪. গুয়েতামালা	গুয়েতামালা সিটি	স্প্যানিশ	কুরেটজাল	স্পেন
০৫. হন্দুরাস	তেগুচিগালপা	স্প্যানিশ	ল্যাম্পিরা	স্পেন
০৬. মেক্সিকো	মেক্সিকো সিটি	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৭. নিকারাগুয়া	মানাগুয়া	স্প্যানিশ	কর্ডেবা	স্পেন
০৮. পানামা	পানামা সিটি	স্প্যানিশ	বেলবো	কলম্বিয়া

উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন ডিসি	ইংরেজি	মার্কিন ডলার	যুক্তরাজ্য
০২. কানাডা	অটোয়া	ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ	কানাডিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

আয়তন ১ কোটি ৭৮ লাখ ১৯ হাজার বর্গ কিলোমিটার। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ১২টি। আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ ব্রাজিল। আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ সুরিনাম। দক্ষিণ আমেরিকায় থ্রিতম উপনিবেশ স্থাপন করে স্পেন। চির বসতের দেশ ইকুয়েডর। পৃথিবীর সর্বদক্ষিণের নগরী চিলির পুরোটা উইলিয়াম। সর্বোচ্চ পর্বতমালা: আন্দিজ পর্বতমালা। দীর্ঘতম নদী: আমাজন।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. আর্জেন্টিনা	বুয়েন আর্যাস	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০২. ইকুয়েডর	কিটো	স্প্যানিশ	মার্কিন ডলার	স্পেন
০৩. উরুগুয়ে	মন্টিভিডিও	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৪. কলম্বিয়া	বোগোতা	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৫. গায়ানা	জর্জ টাউন	ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য
০৬. চিলি	সান্তিয়াগো	স্প্যানিশ	পেসো	স্পেন
০৭. প্যারাগুয়ে	আসুনসিওন	স্প্যানিশ	গুয়ারানি	স্পেন
০৮. পেরু	লিমা	স্প্যানিশ	লিউবো সল	স্পেন
০৯. বলিভিয়া	লাপাজ	স্প্যানিশ	বলিভিয়ানো	স্পেন
১০. ব্রাজিল	ব্রাসিলিয়া	পর্তুগিজ	রিয়াল	পর্তুগাল
১১. ভেনিজুয়েলা	কারাকাস	স্প্যানিশ	বলিভার	পর্তুগাল
১২. সুরিনাম	প্যারামারিবো	ডাচ	ডলার	নেদারল্যান্ডস

ওশেনিয়া মহাদেশ

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। আয়তন ৮১ লাখ ১২ হাজার বর্গ কিলোমিটার। স্বাধীন দেশ ১৪টি। আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ অস্ট্রেলিয়া। আয়তনে ক্ষুদ্রতম দেশ নাউরু। জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ টুভ্যালু। দীর্ঘতম নদী: মারে ডার্লিং। বৃহত্তম হ্রদ: আয়ার।

ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	ইংরেজি	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য
০২. নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	ইংরেজি ও মাওরি	নিউজিল্যান্ড ডলার	যুক্তরাজ্য

মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. মাইক্রোনেশিয়া	পালিকির	ইংরেজি	মার্কিন ডলার	যুক্তরাষ্ট্র
০২. কিরিবাতি	দক্ষিণ তাবাওয়া	ইংরেজি	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	নিউজিল্যান্ড
০৩. নাউরু	ইয়ারেন	ইংরেজি ও নাউরুহান	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	অস্ট্রেলিয়া
০৪. মার্শাল দ্বীপপুঁজি	মাজুরু	মার্শালিজ ও ইংরেজি	মার্কিন ডলার	যুক্তরাষ্ট্র
০৫. পালাউ	মেলিকিওক	ইংরেজি ও পালাউয়ান	মার্কিন ডলার	যুক্তরাষ্ট্র

পলিনেশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. সামোয়া	আপিয়া	ইংরেজি	তালা	নিউজিল্যান্ড
০২. টোঙ্গা	নুকুয়ালোফা	ইংরেজি ও টোঙ্গান	পাঙ্গা	যুক্তরাজ্য
০৩. টুভ্যালু	ফুনাফুতি	টুভ্যালুয়ান ও ইংরেজি	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	যুক্তরাজ্য

মেলোনেশিয়া অঞ্চলের দেশ, রাজধানী, প্রধান ভাষা, মুদ্রা ও সাবেক উপনিবেশ

দেশ	রাজধানী	প্রধান ভাষা	মুদ্রা	সাবেক উপনিবেশ
০১. পাপুয়া নিউগিনি	পোর্ট মোসবি	ইংরেজি	কিনা	অস্ট্রেলিয়া
০২. সলোমন দ্বীপপুঁজি	হনিয়ারা	ইংরেজি	সলোমন ডলার	যুক্তরাজ্য
০৩. ভানুয়াতু	পোর্ট ভিলা	বিসমালা ও ফেঞ্জি	ভাতু	ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য
০৪. ফিজি	সুভা	ফিজিয়ান ও ইংরেজি	ডলার	যুক্তরাজ্য

এন্টার্কটিকা মহাদেশ

আয়তন ১ কোটি ৩২ লাখ ৯ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এন্টার্কটিকা মহাদেশে কোন স্থায়ী বসতি নেই। পৃথিবীর মোট জমাটবন্দ বরফের ৯০ ভাগ এন্টার্কটিকায় রয়েছে। এন্টার্কটিকায় পেস্টুইন, তিমি ও সীল মাছ দেখা যায়। এ মহাদেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ। এন্টার্কটিকা মহাদেশে কয়লা পাওয়া যায়।

- ১. সারা বছর তুষারে আবৃত থাকে কোন দেশ? উ: হিন্দিয়ান
- ২. এন্টার্কটিকার খনিজ দ্রব্য কোনটি? উ: কয়লা
- ৩. অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? উ: তুষারমণ্ডিত
- ৪. পৃথিবীর মোট বরফের শতকরা কত ভাগ এন্টার্কটিকাতে আছে? উ: ৯০

ভূ-রাজনীতিতে আলোচিত দেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা



যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় 13টি আড়াআড়ি দাগ (৭টি লাল ও ৬টি সাদা) এবং এক কোণায় নীল ব্যাকফ্রাউন্ডে ৫০টি তারা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং একটি ফেডারেল জেলা (ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া) নিয়ে গঠিত। আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য আলাক্ষা এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য রোডস দ্বীপপুঁজি। জনসংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য উওমিং। যুক্তরাষ্ট্র ১৮০৩ সালে ফ্রাসের নিকট হতে লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যটি ক্রয় করে। রাশিয়ার নিকট থেকে ১৮৬৭ সালে আলাক্ষা অঙ্গরাজ্যটি ক্রয় করে। ১৯৫৯ সালের ২১ আগস্ট 'হাওয়াই' সর্বশেষ অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নে যোগ দেয়।



যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা



যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা: যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। এটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

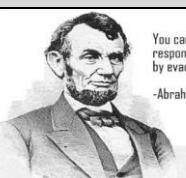
০১. উচ্চকক্ষের নাম সিনেট (প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে মোট সদস্য ১০০ জন)।
০২. নিম্নকক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ (সদস্য ৪৩৫ জন)।

জর্জ ওয়াশিংটন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংহামের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক। তিনি ১৭৮৯-১৭৯৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।



আব্রাহাম লিংকন



You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today.
-Abraham Lincoln

আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৮৬১-১৮৬৫)। তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে দেশটির ভাঙ্গন ঠেকানো সম্ভব হয়। ১৮৬৩ সালে দাসত্ব-মোচন ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ত্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করেন। ১৮৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়। তিনি ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

রিচার্ড নিক্সন

রিচার্ড নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৬৯-১৯৭৪)। তিনি ওয়াটারগেট কেলেক্ষারীর (মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক কেলেক্ষারী) সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭২ সালে এ কেলেক্ষারীর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার কারণে তিনি ১৯৭৪ সালের ৯ আগস্ট পদত্যাগে বাধ্য হন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি পদত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন।



হোয়াইট হাউস



মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম হোয়াইট হাউস। হোয়াইট হাউসের স্থপতি জেমস হোবান। এটি ১৭৯২-১৮০০ সালে নির্মিত হয়। ওভাল অফিস হোয়াইট হাউসের অংশবিশেষ। হোয়াইট হাউসে প্রথম বাস করেন দ্বিতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এডামস। প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সময় এটি নির্মাণ হচ্ছিল। ফলে তিনি একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি কখনো হোয়াইট হাউসে বাস করেননি।

স্ট্যাচু অব লিবাটি

১৮৮৬ সালের ২৮ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লিবার্টি স্টাকে স্থাপন করা হয় ‘স্ট্যাচু অব লিবাটি’। ফ্রান্স এটি যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেয়। ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ‘স্ট্যাচু অব লিবাটি’কে জাতীয় সৌধ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ‘স্ট্যাচু অব লিবাটি’র স্থপতি ফ্রেডেরিক অগাস্ট বার্থেল্মি। এর উচ্চতা ৩০৫ ফুট। এই মূর্তিটি ১২ তলা বেসের উপর স্থাপিত।



ভারত



সরকার: ভারতে সরকার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত। রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি: রাম নাথ কোবিন্দ। তিনি ভারতের ১৪তম রাষ্ট্রপতি)। রাষ্ট্রপতির বাসভবনের নাম রাইসিনা হিল বা রাষ্ট্রপতি ভবন। সরকার প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি)। ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি।

আইনসভা

ভারতের আইনসভা ২ কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা। নির্বাচিত ২৩৮ এবং মনোনীত ১২টি আসন নিয়ে রাজ্যসভায় মোট আসন ২৫০টি। নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। নির্বাচিত ৫৪৩ এবং মনোনীত ২টি আসন নিয়ে রাজ্যসভায় মোট আসন ৫৪৫টি।



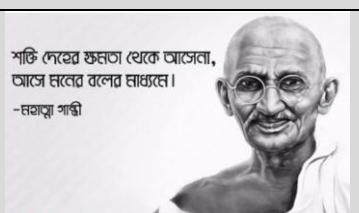
কাশ্মীর সমস্যা



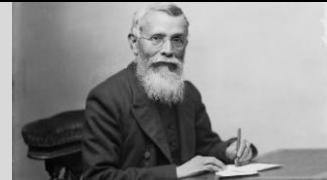
ভারত, পাকিস্তান ও চীনের নিয়ন্ত্রণে থাকা একটি অঞ্চল হলো কাশ্মীর। বর্তমানে কাশ্মীরের ৪৩% ভূমি ভারতের নিয়ন্ত্রণে (জম্মু-কাশ্মীর উপত্যকা, লাদাখ, সিয়াচেন হিমবাহ), ৩৭% ভূমি পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে (আজাদ কাশ্মীর) এবং ২০% ভূমি চীনের নিয়ন্ত্রণে (আকসাই চীন, ট্রাঙ্ক কারাকোরাম ট্রাঙ্ক) রয়েছে। এখন পর্যন্ত কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৯৯ সালে মোট ৩ বার যুদ্ধ হয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে উভেজনা বিরাজ করছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-চীনের মধ্যে ১৯৬২ সালে একবার যুদ্ধ হয়।

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে ‘মহাত্মা গান্ধী’ উপাধি দেয়। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি) এর নেতৃত্ব দেন। তিনি ভারতের জাতির জনক কিষ্ট কখনো রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হননি। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। হত্যাকারীর নাম নাথুরাম গডসে। The Story of My Experiments with Truth হচ্ছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।



দাদাভাই নওরোজী



ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সারির একজন রাজনীতিবিদ হলেন দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭)। এশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৯২ সালের নির্বাচনের মধ্যে ফিসবেরি এলাকা থেকে উদার রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে পার্লামেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁকে গ্রান্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া বলা হত।

সরোজিনী নাইডু

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) ভারতের হায়দারাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত কবি। তিনি ভারতীয় কোকিলা বা দ্য নাইটিসেল অব ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি ছিলেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের মুপিগঞ্জ জেলার কনকসার গ্রামে।

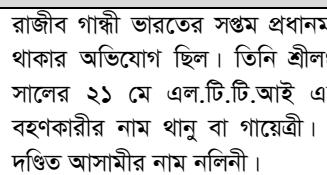


ইন্দিরা গান্ধী

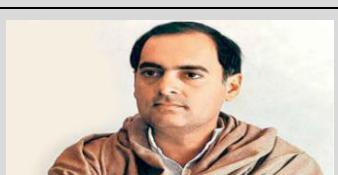


ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৬৬-১৯৭৭ এবং ১৯৮০-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁর দেহরক্ষী সাতওয়াত্ত সিং এবং বিয়ন্ত সিং এর গুলিতে নিহত হন।

রাজিব গান্ধী



রাজিব গান্ধী ভারতের সপ্তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বিরলকৃত বোর্ফস কেলেক্ষনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। তিনি শ্রীলঙ্কায় শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৯৯১ সালের ২১ মে এল.টি.টি.আই এর সদস্যের আঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন। বোমা বহণকারীর নাম থানু বা গায়েত্রী। রাজিব গান্ধীকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নাম নলিনী।



মাদার তেরেসা



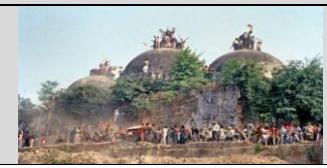
১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যে (বর্তমান মেসোডেনিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন আলবেনীয়। তিনি ১৯৪৮ সালে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেন। দুষ্ট মানবতার সেবার জন্য তিনি ১৯৫০ সালে ভারতের কলকাতায় ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটি’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে শাস্তিতে নোবেল পুরস্কার এবং ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘ভারতরত্ন’ লাভ করেন। ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান।

তাজমহল

ভারতের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে তাজমহল অবস্থিত। এটি ১৬৩২-১৬৫৩ সালে মুঘল স্মৃতি শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর নির্মাণ করেন। তাজমহলের ডিজাইনার ছিলেন ওস্তাদ আহমদ লাহুরি। তবে পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা চতুরের নকশা করার বিশেষ ভূমিকায় অনেক স্থানে নাম পাওয়া যায়।



বাবরি মসজিদ



ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ১৫২৭ সালে মুঘল স্মৃতি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী পুবিত্র ও ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে।

অমর্ত্য সেন

অমর্ত্য সেন (জন্ম: তোরা নতেম্বের, ১৯৩৩) একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক। দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়ন তত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিষয়ে গবেষণা এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ‘দ্য আইডিয়া অব জাস্টিস’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম।



পশ্চিমবঙ্গ



পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। এর আইন সভার নাম বিধানসভা। বিধানসভার মোট সদস্য ২৯৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

ভারতের প্রথম

প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রাসাদ। প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদ্মিত জওহরলাল নেহেরু। প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেন। প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল। প্রথম বাঙালী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি।



ৱৰ্তমান রাষ্ট্রপতির বাসভবন রাইসিনা হিল বা রাষ্ট্রপতি ভবন অবস্থিত নয়াদিল্লীতে।

ৱৰ্তমান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন নিরাপদ ভবন অবস্থিত নয়াদিল্লীতে।

ৱৰ্তমান প্রধানমন্ত্রী ব্ল্যাক ক্যাট হচ্ছে ভারতের একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী।

গণচীন

- ৱৰ্তমান রাজধানী: বেইজিং
- ৱৰ্তমান বৃহত্তম শহর: সাংহাই
- ৱৰ্তমান রাষ্ট্রীয় ভাষা: মান্দারিন
- ৱৰ্তমান মুদ্রা: ইউয়ান
- ৱৰ্তমান প্রধান নাম: কংগ্রেস
- ৱৰ্তমান সরকার পদ্ধতি: কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র
- ৱৰ্তমান প্রধান: প্রেসিডেন্ট
- ৱৰ্তমান প্রধান প্রেসিডেন্ট: শি জিনপিং
- ৱৰ্তমান প্রধানমন্ত্রী: প্রধানমন্ত্রী
- ৱৰ্তমান প্রধানমন্ত্রী: লি কেকিয়াং
- ক্ষমতাসীম দল: কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না



চীনের গৃহযুদ্ধ



চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CPC) এবং চীনা জাতীয়তাবাদী দল (KMT) এর অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মাও সেতুৎ এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি'র অনুসারীরা যুদ্ধে জয়ী হয় এবং People's Republic of China (গণচীন) প্রতিষ্ঠা করে। চায়না জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে তাইওয়ানের আশ্রয় নেন এবং Republic of China (তাইওয়ান) প্রতিষ্ঠা করেন।

তিয়েন আনমেন ক্ষয়ার আন্দোলন	
<p>১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল বেইজিং এর তিয়েন আনমেন ক্ষয়ারে প্রায় ১০০০০ এর অধিক ছাত্র বৃদ্ধিজীবী অধিক গণতন্ত্র এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার দাবীতে সমবেত হয়। চীনের সরকার এই আন্দোলনে ব্যাপক হত্যায়জ্ঞ চালায়। এই সময় প্রায় ৩০০০ আন্দোলনকারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।</p>	
তিবত	
<p>নিষিক দেশ তিবত</p>	<p>তিবত চীনের একটি স্বায়ত্ত্বাসিত অঞ্চল। চীন ১৯৫০ সালে তিবতের উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৯ সালে চতুর্দশ দালাইলামা তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ভারতে ধর্মশালায় পালিয়ে যান এবং নির্বাসিত তিবত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। চীন এই সরকারকে প্রত্যাখান করে। বর্তমান চতুর্দশ দালাইলামার প্রকৃত নাম তেনজিন গিয়াওসু। তিনি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেও পরিচিত।</p>
ম্যাকাও	
<p>১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর চীন ম্যাকাওতে তার সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করে এবং ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করে। একে সংক্ষেপে ‘আও’ বলে ডাকা হয়। পূর্বে এটি পর্তুগালের অধীনে ছিল। বর্তমানে এক দেশ, দুই পদ্ধতি চালু আছে যা ২০৪৯ সাল পর্যন্ত থাকবে।</p>	
গ্রেট হল অব দ্য পিপলস	
	<p>গ্রেট হল অব দ্য পিপলস হচ্ছে চীনের পার্লামেন্ট ভবন। এটি চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অবস্থিত।</p>
হংকং	
<p>১৯৯৭ সালের ১ জুলাই চীন হংকংয়ে তার সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করে এবং ম্যাকাও বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করে। একে সংক্ষেপে ‘কাং’ বলে ডাকা হয়। বর্তমানে এক দেশ, দুই পদ্ধতি চালু আছে যা ২০৪৭ সাল পর্যন্ত থাকবে। ১৮৯৮ সালে চীন ৯৯ বছরের জন্য হংকং ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিজ দেয়। ১ জুলাই ১৯৯৭ সালে ব্রিটিশ সরকার হংকং -কে চীনের নিকট হস্তান্তর করে।</p>	
চীনের মহাপ্রাচীর	
	<p>চীনের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ‘গ্রেট ওয়াল অব চায়না’ নির্মিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ২১৪ অন্দে। এর প্রাচীরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৮৮৫০ কিলোমিটার। প্রকৃত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬২৬০ কিলোমিটার। উচ্চতা ৫-৮ মিটার। এটি মনুষ্য নির্মিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্থাপনা। চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর একমাত্র স্থাপনা যা চাঁদের দেশ থেকেও দেখা যায়। উত্তর সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।</p>
নতুন সিঙ্ক রোড	
<p>অফিসিয়াল নাম ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ ও ‘বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়াটিভ’। পরিকল্পনাকারী চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং (২০১৩)। উদ্দেশ্য: এশিয়া, আফিক ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চল ও করিডোর প্রতিষ্ঠা। কেন্দ্রীয় ভিত্তি হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বিষয়ে প্রথম সম্মেলন হয় চীনের বেইজিংয়ে (১৪-১৫ মে ২০১৭)।</p>	

উইঘুর সম্প্রদায়	
	উইঘুর হচ্ছে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের বসবাসকারী একটি মুসলিম সম্প্রদায়। এরা মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী তুর্কি বংশোদ্ধৃত জাতিগোষ্ঠী। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বাস করে। এরা চীনের স্বীকৃত ৫৬টি উপজাতির মধ্যে অন্যতম একটি। উইঘুর লোকেরা ইথিক সম্প্রদায়ভুক্ত। মোহাম্মদ আইমিন ভুগরা এর মতে, তাদের আছে ৯০০০ বছরের ইতিহাস।
ইসরাইল	
প্রতিষ্ঠাকাল	১৯৪৮ সালের ১৪ মে আনন্দানিকভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত বেলফোর ঘোষণার (২ নভেম্বর ১৯১৭) মাধ্যমে। বেলফোর ঘোষণা হচ্ছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোরের একটি লিখিত ঘোষণাপত্র।
বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বীকৃতি	ইসরাইলকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ যুক্তরাষ্ট্র। স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব মুসলিম দেশ তুরস্ক (১৯৪৯)। স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব মুসলিম দেশ মিশর (১৯৭৯)। ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার কারণে মিশরকে আরব লীগ এবং ওআইসি থেকে বহিকার করা হয়। বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র ইসরাইল যার সাথে কূটনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক কোন সম্পর্কই নাই।
ইরান	
<ul style="list-style-type: none"> ১ ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২ আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনি ইসলামি বিপ্লবের অগ্রন্থাক হিসেবে পরিচিত। ৩ ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব আবু মুসা দ্বীপ নিয়ে। ৪ ইরানের পূর্ব নাম পারস্য। ৫ ইরানের প্রদেশ ৩১টি। ৬ ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানের নাম গার্ডিয়ান কাউন্সিল। ৭ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হচ্ছেন ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। ৮ রাষ্ট্রপতি ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী। ৯ ইরান-যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল হয় ১৯৮০ সালে। 	
প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিন	
<p>প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্গানাইজেশন বা পিএলও: ১৯৬৪ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্গানাইজেশন বা পিএলও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর রামাজ্জায়। ওরিয়েন্ট হাউস হচ্ছে পূর্ব জেরজালেমে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভবন। এখানে ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ‘পিএলও’র সদর দপ্তর ছিল। ১৯৭৪ সালে সংগঠনটি জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে।</p> <p>ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পরিক্রমা: ১৯৮৮ সালের ১৫ নভেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে জেরজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় প্যালেস্টাইন ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। স্বাধীন প্যালেস্টাইনকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় আলজেরিয়া।</p> <p>১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল ও ‘পিএলও’ পরস্পর স্বীকৃতি দেয় কিন্তু স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন স্বীকৃতি আসেনি। ১৯৯৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ইসরাইল ও ‘পিএলও’ এর মাধ্যমে ‘গাজা ও পশ্চিম তীর সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে গাজা ও পশ্চিম তীরে সীমিত আকারে ফিলিস্তিন জনগণের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।</p> <p>ইতিফাদা: ইতিফাদা আরবি শব্দ যার অর্থ জাগরণ বা প্রতিরোধ বা অভ্যর্থনা। ইসরাইলি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের বিভিন্ন সংগ্রাম ইতিফাদা নামে পরিচিত।</p> <p>পিএলও: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ইহুদিদের পক্ষে ফিলিস্তিন ত্যাগ করলে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৮ সালে মিসর অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে একজোট হয়ে ইসরাইল আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালে আরবদের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকবার আরবরা পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় স্বদেশভূমি উদ্বারের জন্য প্রথ্যাত গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত ১৯৬৪ সালে পিএলও প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর ইয়াসির আরাফাত মারা গেলে ‘পিএলও’র দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাহমুদ আব্বাস।</p>	

উত্তর কোরিয়া

- ১ ৬৩টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সিঙ্গাপুরের অন্যতম দ্বীপ সেতোসা। পূর্বে এটি মৃত্যুর দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিয়া এটি দখল করে নাম ‘সায়োনান’ বা ‘দক্ষিণের আলো’। ১৯৭০ সালে সিঙ্গাপুর সরকার দ্বীপটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘সেতোসা’, যার অর্থ ‘সন্ধি ও শান্তি’। ২০১৮ সালের ১২ জুন সিঙ্গাপুরের সেতোসা দ্বীপে হোটেল দ্য ক্যাপেলোতে ট্রাম্প-উন বৈঠক হয়। বিশ্ব গণমাধ্যম একে Meeting of the Century বলে অভিহিত করে।
- ২ দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী গ্রাম পানমুনজামের দক্ষিণ কোরিয়ার অংশে অবস্থিত ‘পিস হাউস’। পানমুনজাম ১৯৫৩ সালে বেসামরিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ৩ ২০০৬ সালের ৯ অক্টোবর বিশ্বের ৮ম দেশ হিসেবে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া।
- ৪ ২০১৬ সালের ৬ জানুয়ারি বিশ্বের ৬ষ্ঠ দেশ হিসেবে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া।
- ৫ উত্তর কোরিয়ার বর্তমান সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান তথা সর্বোচ্চ নেতা হলেন কিম জং উন। তিনি একাধারে ওয়ার্কাস পার্টি অব কোরিয়ার ফাস্ট সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় সেনা কমিশন ও জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কোরিয়ান পিপলস আর্মির সুপ্রিম কমান্ডার।
- ৬ উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা: KCNA.
- ৭ বিশ্বে সবচেয়ে কম ভাষার দেশ উত্তর কোরিয়া। এখানে মাত্র ১টি ভাষা রয়েছে।
- ৮ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবন ‘বু হাউজ’।
- ৯ যুক্তরাষ্ট্রের শৈয়ি মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েন করে। যা THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) নামে পরিচিত। এর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র গুয়াম এবং হাইয়াই দ্বীপে THAAD স্থাপন করেছে।

রাশিয়া

রাশিয়ার সম্রাট



রাশিয়ার সম্রাটদের বলা হতো জার। ১৭২১-১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়া সম্রাটদের শাসনে ছিল। এ সময় রাশিয়ার রাজধানী ছিল সেন্টপিট্সবার্গ। রাশিয়ার প্রথম সম্রাট ছিলেন পিটার দ্য গ্রেট। তিনি দাঢ়ির উপর কর বসিয়েছিলেন। রাশিয়ার সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস জার। রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে জারতভ্রে পতন হয়।

রুশ বিপ্লব

১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রাদে শ্রমিক ধর্মঘট শুরুর মাধ্যমে রুশ বিপ্লব শুরু হয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাস এ বিপ্লবে দমনে ব্যর্থ হলে পদত্যাগে বাধ্য হন। ডুমার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ‘অঙ্গুয়ী রাশিয়ান সরকার’ গঠন করে। অঙ্গুয়ী রাশিয়ান সরকার জনগণের দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে লেনিন বিপ্লবের ডাক দেন এবং তার সহকারী ট্রুটিকি ও স্ট্যালিনের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে সাড়া জাগানো এ রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১০ দিন। এ বিপ্লব ‘অক্টোবর বিপ্লব’ নামেও পরিচিত। রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের ১২ মার্চ রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাদ থেকে মক্ষায় স্থানান্তর করা হয়।



রেড আর্মি



রুশ বিপ্লব ও রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়কালীন বিপ্লবী রুশ বাহিনী ‘রেড আর্মি’ নামে খ্যাতি লাভ করে। পরবর্তীতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নাম ‘রেড আর্মি’ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর নাম ‘রেড আর্মি’র পরিবর্তে ‘সোভিয়েত আর্মি’ রাখা হয়।

ভ্রাদিমির লেনিন

ভ্রাদিমির লেনিন রুশ বিপ্লবের মহানায়ক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ভ্রাদিমির ইনিচ উলিয়ানভ লেনিন। তিনি ১৯২৪ সালে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ মক্ষের রেড ক্ষয়ারে লেনিন জাদুঘরে সুরক্ষিত আছে।



সোভিয়েত ইউনিয়ন



১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। যথা- ১. রাশিয়া, ২. আর্মেনিয়া, ৩. তাজিকিস্তান, ৪. লিথুনিয়া, ৫. মালদাভিয়া, ৬. কাজাকিস্তান, ৭. কিরিবিজিস্তান, ৮. লাটভিয়া, ৯. বেলারুশ, ১০. উজবেকিস্তান, ১১. ইউক্রেন, ১২. জর্জিয়া, ১৩. আজারবাইজান, ১৪. এস্তোনিয়া এবং ১৫. তুর্কমেনিস্তান।

মিখাইল গর্ভাচেভ

মিখাইল গর্ভাচেভ ১৯৮৮-৯১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। পেরেন্ট্রাইকা শব্দের অর্থ সংস্কার বা পুনর্গঠন। গর্ভাচেভ ১৯৮৭ সালে এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী চালু করেন। গ্রান্তন্ত শব্দের অর্থ খোলামেলা আলোচনা। গর্ভাচেভ ছিলেন এই নীতির প্রবক্তা।



চেচনিয়া সমস্যা



চেচনিয়া হচ্ছে ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর অঞ্চলটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রথম চেচেন যুদ্ধের (১৯৯৪-১৯৯৬) পর এ অঞ্চলটি মূলত স্বাধীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের (১৯৯৯-২০০০) পর রাশিয়া এ অঞ্চলে কঢ়ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

ইতালি

ইউরোপের রেনেসাঁ



Renaissance ইতালিয়ান শব্দ যার অর্থ পুনর্জাগরণ। ইউরোপের রেনেসাঁ বলতে ইউরোপের সাংস্কৃতিক আনন্দেলনকে বোায়। ইউরোপের রেনেসাঁ শুরু হয় ইতালির ফ্লোরেন্স শহর থেকে। সময়কাল ছিল চুতর্দশ-সপ্তদশ শতাব্দী। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে Renaissance man বলা হয়।

বেনিটো মুসোলিনী

বেনিটো মুসোলিনী ইতালির ৪০তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এডলফ হিটলারের সাথে অক্ষশক্তি ছিলেন। তিনি ফ্যাসিজমের প্রবক্তা। তার রাজনৈতিক দলের নাম ছিল জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট পার্টি।



যুক্তরাজ্য

সরকার পদ্ধতি	যুক্তরাজ্যে বর্তমানে শাসনাত্ত্বিক রাজতন্ত্র রয়েছে। ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত আছে যুক্তরাজ্যে। যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন রানী আর সরকার প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।
সংবিধান	যুক্তরাজ্যের সংবিধান হচ্ছে অলিখিত সংবিধান। এটি প্রথা, আচার-আচরণ ও রাইত-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তবে কিছু কিছু জিনিস লিখিত রয়েছে। যেমন- সনদপত্র, আবেদনপত্র এবং শাসনাত্ত্বিক ঘটনাবলীর সময়ে এই সংবিধান গঠিত। এর মধ্যে ম্যাগনাকার্টা, পিটিশন অব রাইটস, বিল অব রাইটস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাজ্যের পতাকা

	যুক্তরাজ্যের পতাকাকে ইউনিয়ন জ্যাক বা ইউনিয়ন ফ্লাগ বলা হয়।
---	--

ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদ

ব্রিটেনের আইনসভার নাম পার্লামেন্ট। ব্রিটেনের আইনসভা দুই কক্ষবিশিষ্ট। যথা- ০১. হাউস অব লর্ডস (উচ্চকক্ষ) ০২. হাউস অব কমস (নিম্নকক্ষ)। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবনের নাম ‘ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদ’। এটি লন্ডনের টেমস নদীর তীরে অবস্থিত।	
--	--

ডাউনিং স্ট্রিট

	ডাউনিং স্ট্রিট লন্ডনের একটি বিখ্যাত সড়কের নাম। ১৬৮০ সালে স্যার জর্জ ডাউনিং লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত এই সড়কটি নির্মাণ করেন। ০৯ ডাউনিং স্ট্রিট: ব্রিটেনের আইনসভার চীফ হাইপের কার্যালয়। ১০ ডাউনিং স্ট্রিট: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন ও কার্যালয়। ১১ ডাউনিং স্ট্রিট: ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়। ১২. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস অফিস।
---	--

ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে

ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে হচ্ছে লন্ডনের একটি ঐতিহাসিক চার্চ। এখানে ব্রিটিশ রাজা রানীদের সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠান এবং শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৫৬০ সালে রানী প্রথম এলিজাবেথ এটি নির্মাণ করেন।	
---	---

বাকিংহাম প্যালেস

	ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বাসভবনের নাম বাকিংহাম প্যালেস। এটি লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার সিটিতে অবস্থিত।
---	--

মাগারেট থ্যাচার

ব্রিটেনের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। তিনি ১৯৭৯-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইতিহাসে তিনি লোহমানী হিসেবে পরিচিত। ফকল্যান্ড যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।	
--	---

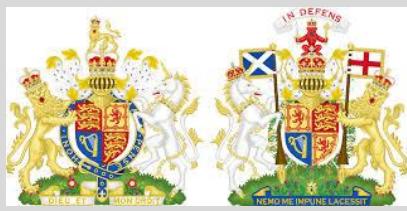
হোয়াইট হল



লন্ডনের হোয়াইট হল প্রিটিশ রাজপরিবারের প্রাক্তন বাসভবন। এটি ১৫৩০-১৬৯৮ সাল পর্যন্ত প্রিটিশ রাজপরিবারের বাসভবন ছিল। শুরুতে এটির নাম ছিল বানকুইটিং হাউস। ১৮৯৭ সালে এ হাউজটি হোয়াইট হল নাম ধারণ করে। বর্তমানে লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে হোয়াইট হল নামে একটি রোড আছে। এই রোডে প্রিটিশ সরকারের অনেক প্রশাসনিক ভবন অবস্থিত।

প্রিটিশ রাজতন্ত্র

ইংল্যান্ডের প্রথম রাজা আলফ্রেড দ্যা রেট। ১৬০৩ সমগ্র ইংল্যান্ড, ক্ষেত্রগত এবং আয়ারল্যান্ডের রাজা হন ৬ষ্ঠ জেমস। ১৭০৭ সালে রাণী অ্যানির রাজত্বকালে ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং ক্ষেত্রগত একত্রিত হয়ে প্রিটেন গঠিত হয়। ১৮০১ সালে রাজা ৫ম জর্জ এর রাজত্বকালে প্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ড একত্রিত হয়ে ইউ কে গঠিত হয়। রাজা ৮ম এডওয়ার্ড আমেরিকার একজন বিধবা মহিলা ওয়ালিস সিম্পসনকে বিবাহ করেন। ইউ কের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণ সিম্পসনকে রাণী হিসেবে মনে নিতে অঙ্গীকৃত জানায়। এজন্য রাজা ৮ম এডওয়ার্ড ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন।



ম্যাগনাকার্টা চুক্তি



Magna Carta ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ মহা সনদ (Great Charter)। ইংল্যান্ডের রাজা জন ১২১৫ সালের ১৫ জুন সামৰ্থদের চাপে পড়ে লন্ডনের টেমসনদীর তীরে ম্যাগনাকার্টা (প্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১২৯৭ সালে Magna Carta ইংল্যান্ডের আইনে পরিণত হয়। এখানে প্রথমেই বলা হয়- কেউ আইনের উর্দ্ধে নয় এমনকি রাজাও। সবাই রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে। প্রত্যেকের রয়েছে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার। ২০১৫ সালে ম্যাগনাকার্টার ৮০০ বছর পূর্তি উৎসাহিত হয়। রাজার ক্ষমতা খর্ব করার একটি ঐতিহাসিক দলিল হলো ম্যাগনাকার্টা।

শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। মূলত টেক্সটাইল খাতের বিকাশে মাধ্যমে এ বিপ্লবের সূচনা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়।



জার্মানি

এডলফ হিটলার



এডলফ হিটলার ১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নার্সি পার্টির নেতা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মেইন ক্যাম্প’ ইংরেজি অর্থ মাই স্ট্রাগল ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরেন। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানির চ্যাপেলর হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৩৩ সালে গোপন পুলিশ বাহিনী ‘গেস্টপো’ গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মূলত হিটলারের উৎজাতীয়তাবাদের কারণেই হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৩০ মে বার্লিনের বাক্সারে সন্তোক আত্মহত্যা করেন।

অ্যাঞ্জেলো মার্কেল

জার্মানির প্রথম চ্যাপেলর এবং আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা অটোন বিসমার্ক। জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যাপেলর অ্যাঞ্জেলো মার্কেল।



ফ্রান্স

ফরাসি বিপ্লব



সময়কাল: ১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ। স্থান: ভার্ত্তা, সমতা ও স্বাধীনতা। এই স্থানের প্রবক্তা ছিলেন রশো। রশো এবং ভলতেয়ার এই দু'জন দার্শনিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতন হয় যা ফরাসি বিপ্লবের একটি মাইলস্টোন। ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ষোড়শ লুই। নেপোলিয়নকে ‘ফরাসি বিপ্লবের শিশু’ বলা হয়।

এলিসি প্রাসাদ

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবনের নাম এলিসি প্রাসাদ। এলিসি প্রাসাদ ১৭১৮-১৭২২ সালের মধ্যে নির্মিত হয়।



নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট



নেপোলিয়ন ১৭৬৯ সালে ইতালির কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি ও সন্ত্রাট। ১৮০৪ সালে ফ্রান্সের সন্ত্রাট হন। ১৮২২ সালে রাশিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে তার পতন শুরু হয়। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্স্লুর যুদ্ধে ব্রিটেনের নিকট পরাজিত হন এবং নির্বাসিত অবস্থায় ১৮২১ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে শেষ নিশাস ত্যাগ করেন।

আইফেল টাওয়ার

বিশ্বখ্যাত আইফেল টাওয়ার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের সীন নদীর তীরে অবস্থিত। উদ্বোধন করা হয় ৩১ মার্চ ১৮৮৯ সালে। এর উচ্চতা ৩২০ মিটার বা ১০৫০ ফুট। সিঁড়ির ধাপ ১৭৯২টি। এটি নির্মাণ করতে সময় লাগে ২ বছর ২ মাস। ডিজাইন করেন গুণ্ঠাত আইফেল।



বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিতি

১. আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ: সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, ইয়েমেন।
২. বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ: এস্টোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুনিয়া। (মনে রাখার কৌশল... এলালি।)
৩. বলকান রাষ্ট্রসমূহ: বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, আলবেনিয়া, ত্রিস, সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, মেসিডেনিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, হাসেরি।
৪. স্ব্যাভিনেভিয়ান দেশসমূহ: আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে (মনে রাখার কৌশল... আসুডেফিন।)
৫. পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঁজি (West Indies): বাহামা, কিউবা, হাইতি, ডেমোক্রেটিক প্রজাতন্ত্র, গ্রানাডা, বার্বাডোজ, সেন্ট লুসিয়া, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।
৬. সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন: ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, বেলারুশ, আজারবাইজান, মোলদাভিয়া, জর্জিয়া, লিথুনিয়া, কিরগিজিস্তান, আর্মেনিয়া, লাটভিয়া, তুর্কমেনিস্তান, এস্টোনিয়া।
৭. সিআইএস ভুক্ত (কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্স স্টেটস) দেশসমূহ: রাশিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন, আর্মেনিয়া, মোলদাভিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, জর্জিয়া।
৮. সাবেক চেকোস্লাভিয়া: ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে ভেঙে চেক প্রজাতন্ত্র ও প্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
৯. সাবেক যুগোস্লাভিয়া: ১৯৯২ সালে ভেঙে ৬টি প্রতাতন্ত্র হয়। সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মন্টেনিগ্রো, বসনিয়া হার্জেগোভিনা মেসিডেনিয়া।
১০. মাইক্রোনেশিয়া: নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ এর অন্তর্গত। যথা- ক্যারোলিন দ্বীপপুঁজি, মার্শাল দ্বীপপুঁজি, কিরিবাতি, নাউরু, ওসিয়াম।
১১. মেলোনেশিয়া: ফিজি, ভানুয়াতু, পাপুয়া নিউগিনি, বিসমার্ক, সলোমন দ্বীপপুঁজি, সান্তাক্রুজ দ্বীপপুঁজি, নিউক্যালিডেনিয়া, নিউগিনি।
১২. পলিনেশিয়া: সামোଆ, ট্র্যান্স, কুক দ্বীপপুঁজি, টোঙ্গা, ইস্টার তাহিতি।

বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি

০১. সেভেন সিস্টারস: ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। রাজ্যগুলো হলো- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর। (মনে রাখার কৌশল- অত্রি আমি মেম না....
অ= অরুণাচল; ত্রি=ত্রিপুরা; আ= আসাম; মি= মিজোরাম; মে= মেঘালয়; ম= মণিপুর; না= নাগাল্যান্ড;)
০২. গোড়েন ট্রায়াঙ্গেল: মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওস সীমান্তে অবস্থিত অক্ষিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল। (মনে রাখার কৌশল..... মাথালা।)
০৩. গোড়েন ওয়েজ: বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারত নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরাচালানের জন্য বিখ্যাত। (মনে রাখার কৌশল...
বানেভা।)
০৪. গোড়েন ভিলেজ: বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬টি গ্রামকে গাঁঁজা উৎপাদনের জন্য গোড়েন ভিলেজ বলা হয়।
০৫. ইন্দোচীন: লাওস কংকোডিয়া ও ভিয়েতনামকে ইন্দোচীন বলা হয়। (মনে রাখার কৌশল.... লাকভি।)
০৬. প্রি-টাইগার: জাপান, জার্মানি, ইতালি (মনে রাখার কৌশল.... জাজাই।)
০৭. ফোর টাইগার: দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং।
০৮. সুপার সেভেন: মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড+ ফোর টাইগার (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং)।
০৯. ইস্ট এশিয়ান মিরাকল: জাপান+ সুপার সেভেন।
১০. খণ্ডিত রাষ্ট্র: ইন্দোনেশিয়া, জাপান।

**এক মলাটে সাধারণ জ্ঞানের ৭৫ নম্বরের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির
'হ্যান্ডবুক'। মো. আলমগীর হোসেন**

ভৌগোলিক উপনাম

উপনাম	স্থান বা দেশ	উপনাম	স্থান বা দেশ
পিরামিডের দেশ	মিশর	গগনচূম্বী অটালিকার শহর	নিউইর্ক
নীলনদের দেশ	মিশর	চির বসন্তের শহর	কিটো
ক্যাসারুর দেশ	অস্ট্রেলিয়া	রিঞ্জার নগরী	ঢাকা
হাজার হৃদয়ের দেশ	ফিল্যান্ড	স্বর্ণ নগরী	জোহান্সবার্গ
সাত পাহাড়ের দেশ	রোম, ইতালি	City of Culture	প্যারিস
সূর্য উদয়ের দেশ	জাপান	City of flowering tress	হারারে
শ্বেতহস্তীর দেশ	থাইল্যান্ড	পৃথিবীর ছাদ	পামার মালভূমি
হাজার দ্বীপের দেশ	ফিল্যান্ড	চীনের নীলনদ	ইয়াঙ্সিকিয়াং
নিশীত সূর্যের দেশ	নরওয়ে	চীনের দুঃখ	হোয়াংহো
মরণভূমির দেশ	আফ্রিকা	ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার	জিব্রাল্টার
সোনালী প্যাগোডার দেশ	মায়ানমার	ইউরোপের প্রবেশদ্বার	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
নিয়ন্ত্রিত দেশ	তিব্বত	ইউরোপের রণক্ষেত্র	বেলজিয়াম
পধ্যনদের দেশ	পাঞ্জাব	ইউরোপের কর্কণ্পট	বেলজিয়াম
পঞ্চম ড্রাগনের দেশ	তাইওয়ান	প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন	জাপান
বজ্রপাতের দেশ	ভুটান	প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক
ভূমিকম্পের দেশ	জাপান	উন্নের ভেনিস	স্টকহোম
সোনালি আঁশের দেশ	বাংলাদেশ	দক্ষিণের রানী	সিডনি
চির শান্তির শহর	রোম	পশ্চিমের জিব্রাল্টার	কুইবেক
নিয়ন্ত্রিত শহর	লাসা, তিব্বত	অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ	আফ্রিকা
পোপের শহর	রোম	বৃহদাকার চিড়িয়াখানা	আফ্রিকা
মসজিদের শহর	ঢাকা/ ইস্তাম্বুল	হর্ন অফ আফ্রিকা	ইথিওপিয়া
মন্দিরের শহর	বেনারস	ABODE OF PEACE	বাগদাদ
সম্মেলনের শহর	জেনেভা	সমুদ্রের বধু	গ্রেট ব্রিটেন
উদ্যানের শহর	শিকাগো	দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন	নিউজিল্যান্ড
গ্রানাইটের শহর	এভারেস্ট		

বিভিন্ন স্থানের পুরাতন ও নতুন নাম

পুরাতন নাম	নতুন নাম	পুরাতন নাম	নতুন নাম
ইয়াসরিব	মদিনা	ক্যাথে	চীন
নিঞ্চল	জাপান	মেসোপটেমিয়া	ইরাক
পিকিং	বেইজিং	বাটাভিয়া	জাকার্তা
পারস্য	ইরান	অ্যাসেরা	আক্ষারা
মহীশূর	কর্ণাটক	কলস্টানটিমোপল	ইস্তাম্বুল
মদ্রাজ	চেন্নাই	কম্পুচিয়া	কধোডিয়া
আহমেদাবাদ	সিবাজিনগর	দক্ষিণ গোড়েশিয়া	জিম্বাবুয়ে
চেরাপুঞ্জি	সোহরা	মাদাগাস্কার	মালাগাছি
ফরমোজা	তাইওয়ান	সলসবেরি	হারারে
সিয়াম/শ্যাম দেশ	থাইল্যান্ড	ত্রিপোলি	লিবিয়া
সিংহল	শ্রীলংকা	জায়ারে	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো

বৃহত্তম নগরী

- ❖ মেটাসিটি: ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যাপূর্ণ মেট্রোপলিটন সিটিকে মেটাসিটি বলে।
- ❖ মেগাসিটি: ১ কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যাপূর্ণ মেট্রোপলিটন সিটিকে মেগাসিটি বলে।
- ০১. টোকিও, জাপান: এশিয়া তথা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরী। আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম নগরী। এটি একটি মেটাসিটি।
- ০২. দিল্লী, ভারত: দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল নগরী। বর্তমানে দিল্লী একটি মেটাসিটি।
- ০৩. সাওপাওলো, ব্রাজিল: দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল নগরী। এটি একটি মেটাসিটি।
- ০৪. ঢাকা, বাংলাদেশ: বাংলাদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী।
- ০৫. মুম্বাই, ভারত: বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ নগরী।
- ০৬. মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো: উভর আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল নগরী।
- ০৭. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম নগরী।
- ০৮. বুয়েনস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা: আয়তনে দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম নগরী।
- ০৯. কায়রো, মিশর: আয়তন ও জনসংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম নগরী।
- ১০. মক্কা, রাশিয়া: ইউরোপের সবচেয়ে জনবহুল নগরী।
- ১১. ইন্দোচুন, তুরস্ক: এই নগরীটি ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশে বিস্তৃত।

বিখ্যাত সীমারেখা

গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা

- ❖ 17° (১৭তম) উভর অক্ষরেখা: সাবেক উভর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা।
- ❖ 22° (২২তম) উভর অক্ষরেখা: মিশর ও সুদানের মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা।
- ❖ 28° (২৪তম) উভর অক্ষরেখা: পাকিস্তানের মতে এ সীমারেখা ধরে ভারত পাকিস্তান সমস্যার সমাধান করা উচিত। ভারত এ দাবী প্রত্যাখান করেছে।
- ❖ 25° (২৫তম) উভর অক্ষরেখা: মৌরতানিয়া ও মালিল মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা।
- ❖ 32° (৩২তম) উভর অক্ষরেখা: ইরাকের দক্ষিণে নো ফ্লাই জোন।
- ❖ 36° (৩৬তম) উভর অক্ষরেখা: ইরাকের উভরে নো ফ্লাই জোন।
- ❖ 38° (৩৮তম) উভর অক্ষরেখা: উভর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা।
- ❖ 49° (৪৯তম) উভর অক্ষরেখা: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমানা চিহ্নিত রেখা।

বিখ্যাত লাইন ও সীমারেখা

- ❖ র্যাডক্লিফ লাইন: বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী সীমারেখা।
- ❖ ডুরাল্ড লাইন: পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।
- ❖ ম্যাকমোহন লাইন: স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারত ও চীনের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত সীমারেখা।
- ❖ ম্যাজিনো লাইন: জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক জার্মান ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা।
- ❖ জিগফ্রিদ লাইন: জার্মানি কর্তৃক জার্মান ফ্রান্স সীমান্তে নির্মিত নিরূপিত সীমারেখা।
- ❖ ব্লু লাইন: লেবানন ও ইসরাইলের সীমান্তবর্তী রেখা।
- ❖ ওডেরনিস লাইন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে নিরূপিত সীমারেখা।
- ❖ হিডারবার্গ লাইন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি এ রেখা পর্যন্ত পশ্চাতসরণ করেছিল। এটি জার্মানি ও পোল্যান্ডের সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা।
- ❖ ম্যাকনামারা লাইন: যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উভর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্তে নির্মিত ইলেক্ট্রিক বেষ্টনী।
- ❖ ইট লাইন: আকশ্মিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউজের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ।
- ❖ লাইন অব কট্রোল: ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখা।
- ❖ ব্লু লাইন: লেবানন ও ইসরাইলের সীমান্তবর্তী রেখা।

বিশ্বের বিখ্যাত স্থানসমূহ

চীনের মহাপ্রাচীর



- ◆ মঙ্গোলিয়া ও চীনের বিশাল সীমান্তজুড়ে অবস্থিত।
- ◆ নির্মাণকাল- খ্রিস্টপূর্ব (২২১-২০৬) অদ্য। ◆ এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৮,৮৫০ কিমি বা ৫,৫০০ মাইল।
- ◆ নির্মাতা- চ'ইন (ch, in), যার নামানুসারে ‘চীন’ নামকরণ করা হয়েছে।
- ◆ চীনের উত্তরদিকে তাতার দস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্মিত হয়।
- ◆ বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৮৭ সালে। ◆ এটি পৃথিবীর একটি সন্তানচার্য।

তিয়েন আনমেন ক্ষয়ার

- ◆ চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অবস্থিত। ◆ তিয়েন আনমেন অর্থ- চিরশক্তির তোরণ।
- ◆ এ ক্ষয়ারে দাঁড়িয়ে ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর মাও সে তুং চীনকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করেন।
- ◆ এ স্থানে ১৯৮৯ সালের জুন মাসে গণতন্ত্রের দাবিতে চীনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষেপ করলে সৈন্যদের কামান ও ট্যাংকের গুলিতে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়।
- ◆ ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন হংকং হস্তান্তরে আনন্দবন্ধন অনুষ্ঠানটি এ ক্ষয়ারে পালিত হয়।



জেরুজালেম



- ◆ এটি ইসরাইলে অবস্থিত মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি তিনি ধর্মের নিকট পবিত্র নগরী হিসেবে পরিচিত। ◆ এ স্থানেই হয়ে উঠে দ্বিতীয় কুরআনে উল্লিখিত দুটি মসজিদ আছে।
- ◆ এ স্থান থেকে হয়ে উঠে মুহাম্মদ (স) এর মিরাজ শুরু হয়।
- ◆ ইসলামের প্রথম কেবলা ও ঐতিহাসিক মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত।

তাজমহল

- ◆ ভারতের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ◆ নির্মাণকাল (১৬৩২-১৬৫৩) খ্রিস্টাব্দ।
- ◆ মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর সহস্রমণী মমতাজ মহলের সমাধির উপর এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। ◆ প্রধান ডিজাইনার ওস্তাদ আহমদ লাহোরি, মতান্তরে মাস্টার ইস্মাইল করেন।



পলাশী



- ◆ পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রাস্তর।
- ◆ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন এ স্থানে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার যুদ্ধ হয় এবং নবাবের পতন হয়।

কুতুব মিনার

- ◆ পুরাতন দিল্লিতে অবস্থিত ◆ এর উচ্চতা ৫৮ মিটার।
- ◆ ১২০২ সালে কুতুব উদ্দীন আইবেক কর্তৃক নির্মিত ভারতের সর্বোচ্চ মিনার।

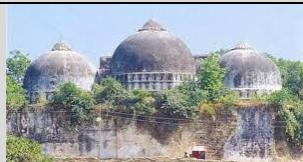


স্বর্ণমন্দির



- ◆ ভারতের পাঞ্চাব প্রদেশের অমৃতসরে অবস্থিত শিখদের পবিত্র মন্দির।
- ◆ ১৯৮৪ সালে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার স্বাধীনতাকামী শিখদের দমনের জন্য এ মন্দিরে অপারেশন ‘ব্লু স্টার’ পরিচালনা করেন।

বাবরি মসজিদ



- ◆ ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত। ◆ ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাবর মসজিদটি নির্মাণ করেন।
- ◆ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ হিন্দু চরমপঞ্চদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়।
- ◆ ৯ নভেম্বর, ২০১৯ আলোচিত বাবরি মসজিদ মামলার চূড়ান্ত রায় হয়।

বার্লিন প্রাচীর

- ◆ পূর্ব জার্মানি কর্তৃক ১৯৬১ সালের ১৩ ও ১৪ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে এ প্রাচীর নির্মিত হয়। ◆ বার্লিন প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৬১ কিমি।
- ◆ ১৯৮১ সালে ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে বার্লিন প্রাচীরের পতন ঘটে।
- ◆ ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর (মধ্যরাতে) দুই জার্মানি একীভূত হয়।



ইস্তাম্বুল



- ◆ শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশে অবস্থিত।
- ◆ তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী ও প্রাচীন নগরী।

কারবালা

- ◆ ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রান্তর।
- ◆ এ স্থানে দামেক্ষের অধিপতি এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে ধর্মযুদ্ধে হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর দৌহিত্র ও হ্যরত আলী (রা) এর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেন (রা) মর্মান্তিকভাবে শাহাদৎ বরণ করেন।



ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান



ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান বর্তমান ইরাকে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ইউফেতিস নদীর তীরে রাজা নেবুঁচাদ নেজার এ ঝুলন্ত উদ্যান নির্মাণ করেন।

গাজা

- ◆ ইসরাইল অধিকৃত একটি ফিলিস্তিনি উপন্যাস।
- ◆ ১৯৬৭ সালে ইসরাইল এটি দখল করে নেয়।



গোলান মালভূমি



- ◆ সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তবর্তী উচ্চ মালভূমি।
- ◆ ১৯৬৭ সালে ওয়ার-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইল এটি দখল করে নেয়।

জিব্রাল্টার

- ◆ ভূ-মধ্যসাগরের তীরে জিব্রাল্টার প্রণালীর মুখে ৪২৭ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি স্থান।
- ◆ ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ও নৌবহর কেন্দ্র।



লেনিনগ্রাদ



- ❖ ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে অবস্থিত রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র।
- ❖ ট্রাস সাইবেরিয়ান রেলপথ দ্বারা এ শহর সাইবেরিয়ার পূর্বপ্রান্তে ভাদ্বিভক্তক বন্দরের সাথে সংযুক্ত।

ভিয়েনা

- ❖ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দানিয়ুর নদীর উপত্যকায় অবস্থিত।
- ❖ মক্ষে, রোম, প্যারিস প্রভৃতি শহর থেকে ইউরোপের আটটি বিশিষ্ট রেলপথ এ শহরে মিলিত হয়েছে।
- ❖ ভিয়েনাকে ‘ইউরোপের প্রবেশদ্বার’ বলা হয়।



ত্রিনিচ



- ❖ লাভনে অবস্থিত মানমন্দির।
- ❖ মূল মধ্যরেখা এ স্থানের উপর দিয়ে গেছে।

ওয়াটার গেট

- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে ‘ওয়াটার গেট’ নামক বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত।
- ❖ এ ভবনে মার্কিন ডেমোক্রেটিক দলের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।
- ❖ ১৯৭২ সালের ১৭ জুন, রিপাবলিকান দল ডেমোক্রেটদের গোপন আলোচনা ও নির্বাচনী কৌশল জানার জন্য তাদের সদর দপ্তরে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এ ঘটনাটি পরবর্তীতে ‘ওয়াটার গেট কেলেক্ষারী’ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত লাভ করে।
- ❖ সংবিধানবিরোধী এ কাজের জন্য রিচার্ড নিক্সনকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।



নিউইয়র্ক



- ❖ হাডসন নদীর মোহনায় ম্যানহাটন দ্বীপে অবস্থিত।
- ❖ ১৮৮৬ সালে নিউইয়র্কের লিবার্টি দ্বীপে স্থাপন করা হয়েছিল ফরাসি উপহার ‘স্ট্যাচ অব লিবার্টি’।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক একাডেমি ‘ওয়েস্ট পয়েন্ট’ নিউইয়র্কে অবস্থিত।

দিয়াগো গার্সিয়া

- ❖ ভারত মহাসাগরে ব্রিটেনের অধীনে চ্যাগোজ দ্বীপপুঁজের একটি দ্বীপ।
- ❖ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে।



ক্রেমলিন



- ❖ মক্ষেতে অবস্থিত রুশ সরকারের প্রধান কার্যালয়।
- ❖ পূর্বে ক্রেমলিনকে ‘জার’ স্মার্টগণ প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভা

দেশ	আইনসভা	দেশ	আইনসভা
ভুটান	পার্লামেন্ট (দোজাংখা)	ডেনমার্ক	ফোকেটিং
মালদ্বীপ	মজিলিস	ফিনল্যান্ড	পার্লামেন্ট
আফগানিস্তান	লয়া জিরগা (শুরা)	নরওয়ে	স্টোরটিং
মালয়েশিয়া	মজিলিশ	সুইডেন	রিকসড্যুগ
কমোডিয়া	পার্লামেন্ট	স্পেন	ক্রেটস্ জেনারেল
জাপান	ডায়েট	মেরিকো	কংগ্রেস অব দ্য ইউনিয়ন
সৌদি আরব	কনসালটেটিভ কাউন্সিল	কোস্টারিকা	লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি
ইরান	মজিলিস	ত্রাজিল	ন্যাশনাল কংগ্রেস
ইসরাইল	নেসেট	আর্জেন্টিনা	ন্যাশনাল কংগ্রেস
ইতালি	ইতালিয়ান পার্লামেন্ট	চিলি	ন্যাশনাল কংগ্রেস
অস্ট্রিয়া	পার্লামেন্ট অব দ্য কমনওয়েলথ	অস্ট্রেলিয়া	পার্লামেন্ট
কুয়েত	মজিলিশ আল উম্মা	টুভালু	পার্লামেন্ট

বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

- ❖ যুক্তরাষ্ট্র : কংগ্রেস (উচ্চকক্ষ- সিনেট এবং নিম্নকক্ষ- হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ)।
- ❖ যুক্তরাজ্য: পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষ- হাউজ অব লর্ডস এবং নিম্নকক্ষ- হাউজ অব কমস)।
- ❖ রাশিয়া: ফেডারেল অ্যাসেম্বলি (উচ্চকক্ষ- স্টেট অ্যাসেম্বলি এবং নিম্নকক্ষ- স্টেট ডুমা)।
- ❖ ভারত: পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষ- রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ- লোকসভা)।

আদিবাসী গোষ্ঠী ও আদি মানব

রেড ইন্ডিয়ান	পিগমি	জুনু
 <p>আমেরিকার আদি অধিবাসী। কলম্বাস এদের রেড ইন্ডিয়ান নামকরণ করেন</p>	 <p>মধ্য আফ্রিকার একটি উপজাতি। পৃথিবীর সবচেয়ে খৰকায় উপজাতি</p>	 <p>দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের উপজাতি</p>
বুশম্যান	আফ্রিদি	শেরপা
 <p>বতসোনিয়া, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী উপজাতি</p>	 <p>পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ওয়াজিরস্থানের উপজাতি</p>	 <p>নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে বসবাসকারী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ধৃত আদিবাসী</p>

বেদে ভারতবর্ষে যায়াবর সাপুড়ে জাতিবিশেষ	নাগা ভারতের নাগাল্যান্ডের পাহাড়ি উপজাতি	কুর্দি সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও তুরস্কের অন্তর্গত কুর্দিশানের উপজাতি
টোডা ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বহুসামী ভিত্তিক পরিবারের একটি উপজাতি	এফিমো সাইবেরিয়া (রাশিয়া), আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র), কানাডা ও গ্রীনল্যান্ডের আদিবাসী	মাউরি নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী উপজাতি
মাসাই কেনিয়া ও তাজানিয়ার সীমান্তে বসবাসকারী উপজাতি	ভাইকিং নরওয়ের প্রাচীন ও কর্তৃর পরিশ্রমী জাতি	দানি ইন্দোনেশিয়ার জনবিচ্ছিন্ন আদিম উপজাতি
আরও কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠী ও তাদের অবস্থান		
আদিবাসী	অবস্থান	
গুর্খা	নেপালে বসবাসকারী একটি উপজাতি।	
কোজাক	ওশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং ইউক্রেনে বসবাসকারী উপজাতি।	
বেদুইন	আরবের যায়াবর জাতি। এরা উত্তর আফিক ও পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।	
হুতু ও তুতসি	রূঘান্ডা ও বুর্কিনির দু'টি উপজাতি।	
তাতার	রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, ইউক্রেন, কিরগিজস্তান প্রভৃতি দেশে বসবাসকারী উপজাতি।	
হটেনটট	দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নিম্নো।	
দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় বসবাসকারী অন্যার্থ জাতি।	
ককেশীয়	আরব, পার্সি, ইহুদি ও ইউরোপের অধিবাসীবৃন্দ।	
অ্যাংলো-স্যাক্সন	ইংল্যান্ড ও কানাডার অধিবাসী এবং ব্রিটিশ বংশোদ্ধৃত আমেরিকান ও অস্টেলিয়ান।	
১৮৯১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় মানবের মাথার খুলি আবিষ্কৃত হয়	১৯২৯ সালে আর্মেনিক বেইজিং এর নিকট পিকিং মানবের খুলি আবিষ্কৃত হয়	

বিশ্বের ধর্ম

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম: ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। ইসলাম ধর্মের মতে, দুনিয়ার প্রথম মানুষ হয়েরত আদম (আঃ) আল্লাহর প্রথম নবী। তাঁর থেকে শুরু করে হয়েরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সবাই ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভূত। ইসলাম ধর্মের মূলকথা হল আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। হয়েরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। শেষ বিচারের দিন সকলকে জীবিত হয়ে আল্লাহর কাছে কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে।

ইসলামের মূলনীতি: ইসলামের মূলনীতি বা স্তুতি ৫টি। যথা- কালেমা, নামায, রোয়া, হজ্জ এবং যাকাত।

তীর্থস্থান: মক্কা ও মদিনা মুসলমানদের তীর্থস্থান। মুসলমানদের উপাসনালয়ের নাম মসজিদ। কাবা শরীফ শীর্ষ পবিত্র উপাসনালয়। জেরাম্জালে অবস্থিত বায়তুল মোকাবাদেস (আল আকসা মসজিদ) মুসলমানদের একটি অন্যতম পবিত্র স্থান।

আল-কুরআন: মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম কুরআন। আসমানী কিতাব ৪টি। যথা- তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। কুরআন শরীফ আরবি ভাষায় লিখিত। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। পবিত্র শবে কবরের বাতে কুরআন শরীফ নাযিল হয়। ওহীর মাধ্যমে সমগ্র কুরআন নাযিল হতে ২৩ বছর সময় লাগে। এই পবিত্র গ্রন্থে ১১৪টি সূরা আছে। পবিত্র কুরআনের দীর্ঘতম সূরার নাম আল-বাকারা এবং ক্ষুদ্রতম সূরার নাম সূরা কাউসার।

হাদীস: আরবি শব্দ হাদীস অর্থ কথা, বাণী, নতুন জিনিস, জিকির প্রভৃতি। হয়েরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবদ্ধশায় বলা সকল কথা ও আচার আচরণ সংকলনকে বলা হয় হাদীস শরীফ। সহীহ বুখারি হচ্ছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

হয়েরত মুহাম্মদ (সঃ): হয়েরত মুহাম্মদ (স.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে (১২ রবিউল আউয়াল) সৌদি আরবের মক্কায় বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। ছোটবেলো থেকে তিনি সত্যবাদী ছিলেন। এ জন্য আরববাসী তাকে আল আমিন বা বিশ্বাসী বলে ডাকতেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত বা নবী হন। তিনি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান যা হিজরত নামে পরিচিত। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে বিখ্যাত ‘হুদাইবিয়ার সক্রি’ করেন। ৬৩০ সালে তিনি মক্কা ছেড়ে যান। মহানবী হয়েরত মুহাম্মদ (স.) ৬৩২ সালে (১২ রবিউল আউয়াল) ৬৩ বছর বয়সে ইন্দ্রিয়াল করেন।

খেলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২-৬৬১)

খেলাফায়ে রাশেদীন এর সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মদিনায়।

০১. **হয়েরত আবু বকর (রা.):** ৬৩২ সালে নবী (স.) এর মৃত্যুর পর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা। হয়েরত মুহাম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর আরবে বিভিন্ন উপজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে সময়ে অনুষ্ঠিত ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধসমূহকে ‘রিদ্বা যুদ্ধ’ বলা হয়। তিনি সফলভাবে এসব উপজাতি ও ভঙ্গনবীসহ সকল বিদ্রোহীদের দমন করেন। এ জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। তিনি ‘বায়তুল মাল’ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিল বা জাতীয় কোষাগারকে ‘বায়তুল মাল’ বলা হয়। ৬৩৪ সালে হয়েরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।
 ০২. **হয়েরত ওমর ইবনে আল খাতাব (রা.):** ৬৩৪ সালে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, শক্তি ও সাহসীকতার জন্য ‘ওমর দ্য হেট’ বলা হয়। ৬৪৪ সালে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন।
 ০৩. **হয়েরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.):** ৬৪৪ সালে তিনি ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। ৬৫৬ সালে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন।
 ০৪. **হয়েরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.):** তিনি ইসলামের চতুর্থ ও শেষ খলিফা। শিশুদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ৬৬১ সালে তিনি কুফায় আততায়ীর হাতে শহীদ হন।
০৫. **উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০):** মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম বংশানুক্রমিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী ছিল দামেশ্ক। উমাইয়া বংশ স্পেনের কর্ডোবাতে পৃথক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪. আবুসীয় খিলাফত: আবুসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু আল আবুস। আবুসীয় খিলাফতের প্রথম পর্যায়ের (৭৫০-১২৫৮) রাজধানী ছিল ইরাকের বাগদাদে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের (১২৬১-১৫১৯) রাজধানী ছিল মিশরের কায়রোতে। আবুসীয় খিলাফতকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ শাসনামলে সবচেয়ে বিখ্যাত খিলফা ছিলেন হারুন অর রশিদ। তিনি জানচৰ্চার জন্য ‘বায়তুল হিকমা’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র আল মামুন ‘বায়তুল হিকমা’কে উন্নতির চরম শিখারে উন্নীত করেন। ১২৫৮ সালে মঙ্গল নেতা হালাকু খানের হাতে বাগদাদ নগরীর পতন হয়।

ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য

ধর্ম	প্রবর্তক	ধর্মগত্ত	উপাসনালয়	পরিবেশান
ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (সা:)	কুরআন	মসজিদ	মক্কা-মদিনা
খ্রিস্টান	যীশু খ্রিস্ট	বাইবেল	গীর্জা	জেরুজালেম
হিন্দু	আর্য ঋষিগণ	রামায়ণ, বেদ	মন্দির	কাশী, গয়া, বৃন্দাবন
বৌদ্ধ	গৌতমবুদ্ধ	ত্রিপিটক	প্যাগোডা, কিয়াং	বুদ্ধগ্রাম, সারলাথ
ইহুদি	মুসা আঃ (মোজেস)	ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট	সিনামোম	জেরুজালেম
শিখ	গুরুনানক	গ্রন্থসাহেব	গুরুনূরারা	পাঞ্জাবের অমৃতসর
জৈন	মহাবীর	জিন্দাবেষ্টা ও দশাতির		বর্ধমান

অনুশীলনী

০১. কোন সভ্যতাটি সবচেয়ে প্রাচীন?

ক. মিশরীয় খ. সিন্ধু

গ. চৈনিক

ঘ. থিক

উ: ক

০২. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?

ক. ইউফ্রেস খ. সিন্ধু

গ. নীল

ঘ. হোয়াংহো

উ: গ

০৩. ক্রিঙ্গ কোথায় অবস্থিত?

ক. মিশর খ. লিবিয়া

গ. মরক্কো

ঘ. ইতালি

উ: ক

০৪. ইনকা সভ্যতার ব্যাপ্তিকাল ছিল-

ক. ১৪৩৫ থেকে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ
গ. ১৪৩৮ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ

খ. ১৫৪৬ থেকে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ
ঘ. ১৪৩০ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ

উ: গ

০৫. ইনকা সভ্যতার ধর্মসাবশেষ পাওয়া গেছে-

ক. ব্রাজিলে খ. ভেনিজুয়েলায়

গ. পেরুতে

ঘ. বলিভিয়ায়

উ: গ

০৬. সুয়েজ খাল কোন দুটি সাগরকে সংযোজিত করে?

ক. লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর
গ. ভূমধ্যসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর

খ. ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর
ঘ. লোহিত সাগর ও আরব সাগর

উ: ক

০৭. মিশর সুয়েজখাল জাতীয়করণ করেছিল-

ক. ১৯৫৬ সালে খ. ১৯৫৫ সালে

গ. ১৯৫৪ সালে

ঘ. ১৮৯৫ সালে

উ: ক

০৮. কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বতন নাম-

ক. লিওপোল্ডিন খ. জিম্বাবুয়ে

গ. জিবুতি

ঘ. জায়ারে

উ: ঘ

০৯. নামিবিয়ার রাজধানী-

ক. কারাবু খ. উইন্ডুক

গ. প্রিটোরিয়া

ঘ. কোটাভি

উ: খ

১০. বেনিন প্রজাতন্ত্র কোন মহাদেশে অবস্থিত?

ক. এশিয়া খ. ইউরোপ

গ. দক্ষিণ আমেরিকা

ঘ. আফ্রিকা

উ: ঘ

১১. উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর ভৌগোলিক সীমারেখার বৈশিষ্ট্য কি?

ক. জ্যামিতিক সীমারেখা খ. উপনিবেশিক সীমারেখা

গ. অচিহ্নিত সীমারেখা

ঘ. উপজাতিভিত্তিক সীমারেখা

উ: ক

১২. আন্দামান সাগর কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

ক. Indian Ocean

খ. Atlantic Ocean

গ. Arctic Ocean

ঘ. Pacific Ocean

উ: ক

১৩. আন্দামান সাগরের উপকূলবর্তী রাষ্ট্র কোনটি?	ক. Tango	খ. Tibet	গ. Thailand	ঘ. Tasmania	উ: গ
১৪. ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশ কোনটি?	ক. আলজেরিয়া	খ. সুদান	গ. ইরান	ঘ. ওমান	উ: ক
১৫. নিম্নের কোন দেশটি ভূ-মধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত?	ক. রোমানিয়া	খ. মিশর	গ. চেক প্রজাতন্ত্র	ঘ. পোলান্ড	উ: খ
১৬. কোনটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ নয়?	ক. ফিজি	খ. ভানুয়াতু	গ. মালদ্বীপ	ঘ. পালাউ	উ: গ
১৭. কুয়েত কোন সাগরের তীরে অবস্থিত?	ক. বঙ্গপ্রসাগর	খ. ভারত মহাসাগর	গ. পারস্য উপসাগর	ঘ. আরব সাগর	উ: গ
১৮. ‘শান্ত সমুদ্র’ (Sea of tranquility) অবস্থিত-	ক. মঙ্গলহৃদে	খ. চন্দ্রে	গ. আটলান্টিক মহাসাগর	ঘ. বৃহস্পতি হৃদে	উ: খ
১৯. বিশ্বের বৃহত্তম হৃদ কোনটি?	ক. Victoria Lake	খ. Lake Superior	গ. Caspian Sea	ঘ. Baikal Sea	উ: গ
২০. আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম হৃদ কোনটি?	ক. কাস্পিয়ান	খ. লেক সুপিরিয়ার	গ. ভিট্টেরিয়া	ঘ. বৈকাল	উ: ক
২১. পৃথিবীর বৃহত্তম লবণাক্ত হৃদের নাম কি?	ক. কাস্পিয়ান	খ. বৈকাল	গ. পীত সাগর	ঘ. মাল্বার উপসাগর	উ: ক
২২. কোনটি ভূ-বেষ্ঠিত সাগর?	ক. মর্মর সাগর	খ. কৃষ্ণসাগর	গ. কাস্পিয়ান সাগর	ঘ. ভূ-মধ্যসাগর	উ: গ
২৩. পৃথিবীর বৃহত্তম হৃদ ‘কাস্পিয়ান সাগর’ কোন মহাদেশে অবস্থিত?	ক. আফ্রিকা	খ. উত্তর আমেরিকা	গ. এশিয়া	ঘ. অস্ট্রেলিয়া	উ: গ
২৪. পৃথিবীর গভীরতম হৃদ কোনটি?	ক. Lake Superior	খ. Lake Baikal	গ. Lake Huron	ঘ. Lake Malawi	উ: খ
২৫. সুপিরিয়ার, মিসিগান, হুরন, ইরি, অটোরিও- এই পাঁচটি হৃদকে একত্রে কি বলে?	ক. ফাইভ লেকস	খ. ছেট সেক্স	গ. স্ল্যাভ লেকস	ঘ. ইউনিপেগ	উ: খ
২৬. আফ্রিকার বৃহত্তম হৃদ কোনটি?	ক. তাজানিয়া	খ. রুডলফ	গ. আলবার্টন	ঘ. ভিট্টেরিয়া	উ: ঘ
২৭. নিম্নে উল্লেখিত কোন হৃদটি তাজানিয়া ও উগান্ডার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে বিবেচিত?	ক. চাদ	খ. মালওয়ি	গ. ভিট্টেরিয়া	ঘ. জামবেজি	উ: গ
২৮. ‘ডেড সী’ (Dead Sea) কী?	ক. একটি নদী	খ. একটি সাগর	গ. একটি হৃদ	ঘ. মৃত সাগর	উ: গ
২৯. কোন সাগরকে ‘লবণ সাগর’ বলা হয়?	ক. Bay of Bengal	খ. Persian Gulf	গ. Caspian Sea	ঘ. Dead Sea	উ: ঘ
৩০. পৃথিবীর কোন সাগরে মানুষ অন্যান্যে গা ভাসিয়ে থাকতে পারে?	ক. বাল্টিক	খ. লোহিত	গ. মৃত	ঘ. আফ্রিয়াটিক	উ: গ
৩১. Dead Sea কোথায় অবস্থিত?	ক. Egypt এবং Jordan-এর মধ্যে অবস্থিত		খ. Israil এবং Jordan-এর মধ্যে অবস্থিত		
	গ. Iraq এবং Jordan-এর মধ্যে অবস্থিত		ঘ. Iraq এবং Turkey-এর মধ্যে অবস্থিত		উ: খ
৩২. ‘মৃত সাগর’ অবস্থিত যে দেশে-	ক. ইরান	খ. জর্ডান	গ. সিরিয়া	ঘ. ইসরায়েল	উ: খ
৩৩. Many islands make-	ক. A peninsula	খ. A strait	গ. An archipelago	ঘ. A coral reef	উ: গ
৩৪. কোনটি দ্বীপরাষ্ট্র নয়?					

ক. Australia	খ. Sri Lanka	গ. Norway	ঘ. Maldives	উ: গ
৩৫. কোনটি দ্বীপরাষ্ট্র নয়?				
ক. Nepal	খ. Maldives	গ. Sri Lanka	ঘ. Iceland	উ: ক
৩৬. কোন রাষ্ট্রগুলো দ্বীপের সমষ্টি?		খ. জাপান ও ফিলিপাইন	গ. মিয়ানমার ও ভারত	উ: খ
ক. পাকিস্তান ও ভুটান			ঘ. ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমার	উ: খ
৩৭. কোনটি দ্বীপ রাষ্ট্র নয়?		খ. অস্ট্রেলিয়া	গ. ইংল্যান্ড	উ: ক
ক. কোরিয়া			ঘ. ফিজি	
৩৮. সমুদ্রবেষ্টিত স্বাধীন দ্বীপ রাষ্ট্র কোনটি?		খ. আলজেরিয়া	গ. ইন্দোনেশিয়া	উ: গ
ক. স্পেন			ঘ. মালয়েশিয়া	উ: খ
৩৯. পৃথিবীর সর্বার্থিক দ্বীপপুঁজের দেশ-		খ. ইন্দোনেশিয়া	গ. ফিলিপাইন	ঘ. মালয়েশিয়া
ক. অস্ট্রেলিয়া				উ: খ
৪০. সুমাত্রা দ্বীপ কোন দেশের অংশ?		খ. থাইল্যান্ড	গ. ফিলিপাইন	ঘ. ইন্দোনেশিয়া
ক. মালয়েশিয়া				উ: ঘ
৪১. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী দ্বীপটির নাম কী?		খ. বোর্নিও	গ. পূর্ব তিমুর	ঘ. সারা ওয়াক
ক. সুমাত্রা				উ: ক
৪২. বালি দ্বীপ কোন দেশের অঙ্গভূক্ত?		খ. ইন্দোনেশিয়া	গ. মালয়েশিয়া	ঘ. অস্ট্রেলিয়া
ক. ভারত				উ: খ
৪৩. ক্রনাই দারাস-সালাম যে দ্বীপে অবস্থিত-		খ. মিন্দানাও দ্বীপ	গ. সেলিব্রিস দ্বীপ	ঘ. সুমাত্রা দ্বীপ
ক. বোর্নিও দ্বীপ				উ: ক
৪৪. হোকাইডো দ্বীপটি কোথায়?		খ. জাপানে	গ. ফিলিপাইনে	ঘ. ইন্দোনেশিয়ায়
ক. চীন				উ: খ
৪৫. ওকিনাওয়া দ্বীপ যে দেশের মালিকানাধীন-		খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গ. জাপান	ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া
ক. চীন				উ: গ
৪৬. কোনটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ নয়?		খ. ভানুয়াতু	গ. মালদ্বীপ	ঘ. পালাউ
ক. ফিজি				উ: গ
৪৭. কোনটি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ?		খ. Tunisia	গ. Malta	ঘ. Albania
ক. Gibraltar				উ: গ
৪৮. এর মধ্যে কোন দেশ ভারতীয় মহাসাগরে নয়?		খ. মাদাগাস্কার	গ. মরিশাস	ঘ. মাল্টা
ক. মালদ্বীপ				উ: ঘ
৪৯. মালদ্বীপ কোন সাগরে অবস্থিত?		খ. বঙ্গোপসাগর	গ. আরব সাগর	ঘ. পারস্য উপসাগর
ক. ভারত মহাসাগর				উ: ক
৫০. লাক্ষদ্বীপ ও মালদ্বীপ অবস্থিত-		খ. বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে	খ. আরব সাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে	
ক. বঙ্গোপসাগরের উপকূলে			ঘ. পারস্য উপসাগরে	উ: খ
৫১. জাফনা দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?		খ. ইন্দোনেশিয়া	গ. জাপান	ঘ. শ্রীলঙ্কা
ক. মালদ্বীপ				উ: ঘ
৫২. সুমাত্রা দ্বীপটি অবস্থিত-		খ. আরব সাগরে	গ. ভারত মহাসাগরে	ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরে
ক. বঙ্গোপসাগরে				উ: গ
৫৩. কিউবা কোন সমুদ্রে অবস্থিত?		খ. আটলান্টিক মহাসাগর	গ. ভূমধ্যসাগর	ঘ. উত্তর সাগর
ক. প্রশান্ত মহাসাগর				উ: খ
৫৪. সেন্ট হেলেনা দ্বীপটি কোন মহাসাগরে অবস্থিত?		খ. ভারত মহাসাগর	গ. আটলান্টিক মহাসাগর	ঘ. উত্তর মহাসাগর
ক. প্রশান্ত মহাসাগর				উ: গ
৫৫. ভারত মহাসাগরের কোন দ্বীপটি আয়তনের সর্ববৃহৎ?		খ. শ্রীলংকা	গ. সিসিলিস	ঘ. মাদাগাস্কার
ক. নিকোবর				উ: গ

৫৬. স্পার্টিলি দ্বীপপুঁজি কোথায় অবস্থিত-				
ক. প্রশান্ত মহাসাগর	খ. ভূমধ্যসাগর	গ. দক্ষিণ চীন সাগর	ঘ. ভারত মহাসাগর	উ: গ
৫৭. Kuril Island is in-/ কুড়িল দ্বীপপুঁজি কোথায় অবস্থিত?				
ক. Noth Korea	খ. Russia	গ. Japan	ঘ. China	উ: খ
৫৮. কোন দ্বীপের মালিকানা বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই দাবি করে?				
ক. উত্তর তালপত্তি	খ. দক্ষিণ তালপত্তি	গ. নিবুম দ্বীপ	ঘ. মহেশখালি	উ: খ
৫৯. ‘আরু মুসা’ কোন সাগরে অবস্থিত?				
ক. পারস্য উপসাগর	খ. আরব সাগর	গ. বঙ্গোপসাগর	ঘ. ক্যারিবিয়ান সাগর	উ: ক
৬০. ‘আরু মুসা’ দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে কোন দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ চলছে?				
ক. ইরান ও ইরাক	খ. সিরিয়া ও মিশর	গ. জর্ডান ও সিরিয়া	ঘ. সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান	উ: ঘ
৬১. চীন এবং জাপানের মধ্যে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের নাম কি?				
ক. Senkaku	খ. Spratly Islands	গ. Paracel Islands	ঘ. Pratas Islands	উ: ক
৬২. গ্রীনল্যান্ড কোন মহাদেশে অবস্থিত?				
ক. এশিয়া	খ. দক্ষিণ আমেরিকা	গ. উত্তর আমেরিকা	ঘ. ইউরোপ	উ: গ
৬৩. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?				
ক. Australia	খ. Greenland	গ. New Zealand	ঘ. Sumatra	উ: খ
৬৪. আন্দামান দ্বীপপুঁজি কোন দেশের অন্তর্গত?				
ক. India	খ. Bangladesh	গ. Burma	ঘ. Maldives	উ: ক
৬৫. পোর্টেন্সের কেন বিখ্যাত?				
ক. পূর্ব আফ্রিকার একটি বন্দর	খ. দক্ষিণ আমেরিকা	গ. আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঁজির রাজধানী		
গ. অস্ট্রেলিয়ার একটি দ্বীপ		ঘ. পাপুয়া নিউগিনির একটি বন্দর		উ: খ
৬৬. পোর্ট ব্রেয়ার কোথায় অবস্থিত?				
ক. Pacific Ocean (প্রশান্ত মহাসাগর)		খ. Atlantic Ocean (আটলান্টিক মহাসাগর)		
গ. Bay of Bengal (বঙ্গোপসাগর)		ঘ. Indian Ocean (ভারত মহাসাগর)		উ: গ
৬৭. Plum Island কোথায় তৈরি করা হয়েছে?				
ক. মুম্বাই	খ. নিউইয়র্ক	গ. চেনাই	ঘ. দুবাই	উ: ঘ
৬৮. ‘উত্তমাশা’ হলো একটি-				
ক. হুদ	খ. অস্ত্রীপ	গ. দ্বীপ	ঘ. নাটক	উ: খ
৬৯. উত্তমাশা অস্ত্রীপ কোন মহাদেশে অবস্থিত?				
ক. এশিয়া	খ. দক্ষিণ আমেরিকা	গ. আফ্রিকা	ঘ. অস্ট্রেলিয়া	উ: গ
৭০. উত্তমাশা অস্ত্রীপ কোন দেশে অবস্থিত?				
ক. ভারত	খ. দক্ষিণ আফ্রিকা	গ. ইয়েমেন	ঘ. কেনিয়া	উ: খ
৭১. কোনটি উপদ্বীপ?				
ক. জাপান	খ. কোরিয়া	গ. সৌদি আরব	ঘ. কিউবা	উ: খ
৭২. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি উপদ্বীপ-				
ক. ত্রিস	খ. ইতালি	গ. সাইপ্রাস	ঘ. পর্তুগাল	উ: খ
৭৩. নিচের কোন দেশটি বলকান উপদ্বীপে অবস্থিত নয়?				
ক. পর্তুগাল	খ. বসনিয়া	গ. ক্রোয়েশিয়া	ঘ. সার্বিয়া	উ: ক
৭৪. পৃথিবীর (তথা আফ্রিকার) দীর্ঘতম নদী--				
ক. কঙ্গো	খ. নীল	গ. নাইজের	ঘ. আমাজন	উ: খ
৭৫. নীলনদ প্রবাহিত-				
ক. উত্তর থেকে দক্ষিণে	খ. দক্ষিণ থেকে উত্তরে	গ. পূর্ব থেকে পশ্চিমে	ঘ. পশ্চিম থেকে পূর্বে	উ: খ
৭৬. নীলনদ কোন দুটি দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত?				
ক. মিসর-লিবিয়া	খ. মিসর-সুদান	গ. লিবিয়া-মরক্কো	ঘ. মিসর-ঘানা	উ: খ

৭৭. নীলনদ কোন সাগরে পতিত হয়েছে?	ক. লোহিত সাগরে	খ. ভূমধ্যসাগরে	গ. এডেনসাগরে	ঘ. আরবসাগরে	উ: খ
৭৮. পৃথিবীর বৃহত্তম নদী কোনটি?	ক. Nile (নীলনদ)	খ. Mississippi (মিসিসিপি)	গ. Amazon (আমাজন)	ঘ. Padma (পদ্মা)	উ: গ
৭৯. পৃথিবীর প্রশস্ততম নদী কোনটি?	ক. আমাজন	খ. মেঘনা	গ. মিসিসিপি	ঘ. নীলনদ	উ: ক
৮০. কায়রো কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	ক. Tigirs (টাইগ্রিস)	খ. Euphrates (ইউফ্রেটিস)	গ. Nile (নীল)	ঘ. Sindh (সিন্ধু)	উ: গ
৮১. পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস কোন নদীর তীরে অবস্থিত?	ক. দানিয়ুব	খ. রাইন	গ. তিশ্যুলা	ঘ. সীন	উ: গ
৮২. পশ্চিম তীরে কোন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত?	ক. নীল	খ. ফোরাত	গ. জর্ডান	ঘ. সিন্ধু	উ: গ
৮৩. কোন নদীর তীরে ওয়েস্ট ব্যাংক অবস্থিত?	ক. নীল	খ. ফোরাত	গ. জর্ডান	ঘ. সিন্ধু	উ: গ
৮৪. Paris is situated on the bank of the river-	ক. Volga	খ. Hudson	গ. Amsteele	ঘ. Seine	উ: ঘ
৮৫. কোন সনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়-	ক. ১৯১৭	খ. ১৯৩৩	গ. ১৯৬২	ঘ. ১৯৬৭	উ: ক
৮৬. ইসরাইল রাষ্ট্রের Declaration হয় ১৯৪৮ সনের মে মাসের কত তারিখ?	ক. ১০	খ. ১২	গ. ১৪	ঘ. ১৫	উ: ক
৮৭. ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয় কবে?	ক. ১৯৪৭ সালে	খ. ১৯৪৮ সালে	গ. ১৯৪৯ সালে	ঘ. ১৯৫০ সালে	উ: খ
৮৮. ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থপনাক্ষেত্র কে?	ক. আর্থার বেলোফার	খ. থিওডোর হার্জেল	গ. মোনাটেম বেগিন	ঘ. ব্যারন এডমন্ড বথচাইল্ড	উ: খ
৮৯. ইসরাইলকে কোন দেশ প্রথম স্বীকৃতি দেয়?	ক. যুক্তরাজ্য	খ. জার্মানি	গ. ফ্রান্স	ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	উ: ঘ
৯০. ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম মুসলিম দেশ কোনটি?	ক. সৌদি আরব	খ. লেবানন	গ. মিশর	ঘ. তুরস্ক	উ: ঘ
৯১. Wailing Wall অবস্থিত?	ক. বালিনে	খ. রোমে	গ. জেরুজালেমে	ঘ. মাদ্রিদে	উ: গ
৯২. PLO এর সদর দপ্তর কোথায়?	ক. রামাল্ল্যা	খ. জেনিন	গ. গাজা	ঘ. জেরুজালেম	উ: ক
৯৩. পিএলও কখন গঠিত হয়?	ক. ১৯৬৪ সালে	খ. ১৯৬৫ সালে	গ. ১৯৬৬ সালে	ঘ. ১৯৬৭ সালে	উ: ক
৯৪. রামাল্ল্যা কোথায় অবস্থিত?	ক. ইরাক	খ. আফগানিস্তান	গ. ফিলিস্তিন	ঘ. মিশর	উ: গ
৯৫. কোন দেশটির সার্বভৌমত্ব নেই?	ক. সিয়েরা লিওন	খ. বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	গ. ফিলিস্তিন	ঘ. মৌরিয়ানিয়া	উ: গ
৯৬. পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র পূর্ণ সার্বভৌমত্বীয়?	ক. ফিলিস্তিন	খ. ভুটান	গ. মেপোল	ঘ. আফগানিস্তান	উ: ক
৯৭. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষণা করা হয়?	ক. জেরুজালেম	খ. তেল আবিব	গ. গাজা সিটি	ঘ. সিনাই	উ: ক
৯৮. স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ?	ক. সিরিয়া	খ. তিউনিসিয়া	গ. আলজেরিয়া	ঘ. নাইজেরিয়া	উ: গ

৯৯. প্যালেস্টাইন নেতা ইয়াসির আরাফাতকে কোথায় সমাহিত করা হয়েছে?	ক. প্যারিস	খ. কায়রো	গ. রামাত্রা	ঘ. জেরুজালেম	উ: গ
১০১. তুরকের বন্দরনগরী কোনটি?	ক. বুসান	খ. আলেকজান্দ্রিয়া	গ. ইসকান্দারুন	ঘ. আকাবা	উ: গ
১০২. পৃথিবীর কোন দেশ দুটি মহাদেশে পড়েছে?	ক. মিশর	খ. তুরস্ক	গ. হন্তুরাস	ঘ. আলজেরিয়া	উ: খ
১০৩. কত সালে ইরাক কুয়েত দখল করেছিল?	ক. ১৯৮৯	খ. ১৯৯০	গ. ১৯৯১	ঘ. ১৯৯২	উ: খ
১০২. আমেরিকা কবে প্রথম ইরাক আক্রমণ করে?	ক. ১৯৮০	খ. ১৯৯০	গ. ১৯৯১	ঘ. ১৯৯২	উ: গ
১০৩. ‘ইমবেডেড জার্নালিজম’ কোন অপারেশনের সাথে যুক্ত?	ক. অপারেশন ইরাক ফ্রিডম	খ. অপারেশন ডেজাট স্টর্ম	গ. অপারেশন রেড ডন	ঘ. অপারেশন লিপ ফ্রান্ডার্ড	উ: ক
১০৪. ‘করনার স্টোন অব পিস’ এই স্মৃতিসৌধটি সম্প্রতি হাপিত হয়েছে-	ক. ম্যাকাও	খ. হাইতি	গ. ওকিনাওয়া	ঘ. ভিয়েতনাম	উ: গ
১০৫. ‘স্ট্যাচু অব পিস’ কোথায় অবস্থিত?	ক. নাগাসাকি	খ. নিউইয়র্ক	গ. টরেন্টো	ঘ. হিরোশিমা	উ: ক
১০৬. বার্মার নাম নিম্নের কোন সালে মায়ানমার করা হয়?	ক. ১৯৯০ সালে	খ. ১৯৮৯ সালে	গ. ১৯৮৮ সালে	ঘ. ১৯৮৫ সালে	উ: খ
১০৭. মৎস্ত কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা?	ক. বাংলাদেশ-মায়ানমার	খ. মায়ানমার-চীন	গ. বাংলাদেশ-ভারত	ঘ. ভারত-মায়ানমার	উ: ক
১০৮. অং সান সুচি কোন দেশের নেতৃত্বে?	ক. চীন	খ. ভিয়েতনাম	গ. জাপান	ঘ. মিয়ানমার	উ: ঘ
১০৯. মায়ানমার অংসান সুচির রাজনৈতিক দল কোনটি?	ক. দি ডেমোক্রেসি	খ. মায়ানমার ডেমোক্রেটিক দল	গ. ন্যাশনাল লীগ অব ডেমোক্রেসি	ঘ. মায়ানমার জাত্তা দল	উ: খ
১১০. ‘নাসাকা’ কোন দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ছিল?	ক. Pakistan	খ. Myanmar	গ. Bhutan	ঘ. Nepal	উ: খ
১১১. রোহিঙ্গাদের আদি বাসভূমির নাম কোনটি?	ক. থাইল্যান্ড	খ. আরাকান	গ. ত্রিপুরা	ঘ. আফগানিস্তান	উ: খ
১১২. রোহিঙ্গা কোন দেশের নাগরিক?	ক. মালয়েশিয়া	খ. পাকিস্তানের	গ. সুন্দানের	ঘ. মিয়ানমারের	উ: ঘ
১৩. কঠোডিয়ায় রাজতন্ত্র বিলোপ করেন কে?	ক. প্রিস নরোদম সিহামুক	খ. হেং সামৱিন	গ. পল পট	ঘ. লন নল	উ: ঘ
১৪. উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম কত সালে একত্রিক হয়?	ক. ১৯৭৩ সালে	খ. ১৯৭৪ সালে	গ. ১৯৭৫ সালে	ঘ. ১৯৭৬ সালে	উ: ঘ
১৫. ‘থাইল্যান্ড’ শব্দের অর্থ কি?	ক. উচ্চভূমি	খ. নিম্নভূমি	গ. যুক্তভূমি	ঘ. মুক্তভূমি	উ: ঘ
১৬. কোন দেশটি অতীতে কখনও অন্য কোন দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়েনি?	ক. থাইল্যান্ড	খ. মায়ানমার	গ. ইন্দোনেশিয়া	ঘ. মালয়েশিয়া	উ: ক
১৭. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোন দেশ কখনই ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির অধীনে ছিল না?	ক. Thailand	খ. Nepal	গ. Myanmar	ঘ. Bhutan	উ: ক
১৮. থাই মুসলমানদের সিংহভাগ সে দেশের যে অংশে বাস করে-	ক. উত্তর	খ. পশ্চিম	গ. পূর্ব	ঘ. দক্ষিণ	উ: ঘ
১৯. ১৭৮২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন দেশে ‘চক্রী’ বংশ শাসন করছে?					

ক. Thailand	খ. Nepal	গ. Bhutan	ঘ. Laos	উ: ক	
২০. লাউসের সরকারি নাম কি?					
ক. Laos People's Democratic Republic গ. Kingdom of Laos		খ. Republic of Laos ঘ. Democratic Republic of Laos		উ: ক	
২১. মালয়েশিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?	ক. ব্রিটেন	খ. পর্তুগাল	গ. ফ্রান্স	ঘ. যুক্তরাষ্ট্র	উ: ক
		খ. ১৯৫৭ সালে	গ. ১৯৬০ সালে	ঘ. ১৯৬৩ সালে	উ: খ
২২. বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ‘সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম’ চালু হয়-	ক. মালয়েশিয়া	খ. চীন	গ. বাংলাদেশ	ঘ. ভিয়েতনাম	উ: ক
২৩. মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন?	ক. 3 rd	খ. 5 th	গ. 4 th	ঘ. 6 th	উ: গ
২৪. মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ প্রথমবার ক্ষমতায় ছিলেন-	ক. ২২ বছর	খ. ২৫ বছর	গ. ২০ বছর	ঘ. ১৫ বছর	উ: ক
২৫. সিঙ্গাপুর কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?	ক. Franch	খ. UK	গ. USA	ঘ. Italy	উ: খ
২৬. মুসলিম দেশ নয় কিন্তু পাতাকায় চাঁদ - তারা আছে?	ক. হংকং	খ. থাইল্যান্ড	গ. সিঙ্গাপুর	ঘ. মায়ানমার	উ: গ
২৭. নিচের দেশগুলোর মধ্যে কোনটি নগররাষ্ট্র?	ক. জায়ারে	খ. ইথিওপিয়া	গ. সিঙ্গাপুর	ঘ. আলাক্ষা	উ: গ
২৮. স্বাধীনতার পূর্বে ইন্দোনেশিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?	ক. ব্রিটেন	খ. পর্তুগাল	গ. মেদোরল্যান্ড	ঘ. ফ্রান্স	উ: গ
২৯. প্রেসিডেন্ট সুরক্ষ অন্য যে নামে পরিচিত ছিলেন-	ক. মাহাথির	খ. বাংকর্ম	গ. সুহার্তো	ঘ. সাদাম হোসেন	উ: খ
৩০. মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রনায়ক কে ছিলেন?	ক. Benazir Bhutto		খ. Megawati Sukarnoputri		উ: খ
	গ. Beatriz		ঘ. Hina Robbani Khan		উ: খ
৩১. মেঘবতী সুরক্ষপুত্রী কত সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন?	ক. ২০০০	খ. ২০০১	গ. ২০০২	ঘ. ২০০৩	উ: খ
৩২. ‘মারে ডালিং’ কোন দেশের নদী-	ক. অস্ট্রেলিয়া	খ. আফ্রিকা	গ. ইরান	ঘ. ইরাক	উ: ক
৩৩. Quantas কোন দেশের এয়ারলাইনস?	ক. অস্ট্রেলিয়া	খ. অস্ট্রিয়া	গ. তাজাকিস্তান	ঘ. তাইওয়ান	উ: ক
৩৪. অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীক কি?	ক. ইংগল	খ. গোলাপ	গ. পদ্মফুল	ঘ. ক্যান্দারং	উ: ঘ
৩৫. মাউরি আদিবাসীরা বাস করে-	ক. নিউজিল্যান্ডে	খ. ফিজিতে	গ. পাপুয়া নিউগিনিতে	ঘ. মালয়েশিয়ায়	উ: ক
৩৬. পাপুয়া নিউগিনি কোন মহাদেশে অবস্থিত?	ক. ওশেনিয়া	খ. আফ্রিকা	গ. উত্তর আমেরিকা	ঘ. দক্ষিণ আমেরিকা	উ: ক
৩৭. ফিজির রাজধানী-	ক. Maputo	খ. Suva	গ. Agun	ঘ. Nusia	উ: খ
৩৮. Micronesia এর অবস্থান হল-	ক. এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে		খ. এশিয়া ও আফ্রিকার মাঝে		
	গ. পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে		ঘ. আটলান্টিকের পূর্বে		উ: গ

৪০. ‘কিরিবাতি’ দেশটি কোন মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত?	ক. আফ্রিকা	খ. ইউরোপ	গ. এশিয়া	ঘ. ওশেনিয়া	উ: ঘ
৪১. নরওয়ের রাজধানীর নাম কি?	ক. হেলসিংকি	খ. কোপেনহেগেন	গ. ব্রাসেলস	ঘ. অসলো	উ: ঘ
৪২. নরওয়ের মুদ্রার নাম-	ক. ক্রোনা	খ. ফ্রাংক	গ. গিল্ডার	ঘ. ক্রোনার	উ: ক
৪৩. কোনটি দ্বীপরাষ্ট্র নয়?	ক. Norway	খ. Sri Lanka	গ. Australia	ঘ. Maldives	উ: ক
৪৪. কোন দেশকে ধীরবরের দেশ বলা হয়-	ক. বাংলাদেশ	খ. জাপান	গ. মালদ্বীপ	ঘ. নরওয়ে	উ: ঘ
৪৫. গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটির মালিকানা কোন দেশের?	ক. কানাডা	খ. যুক্তরাষ্ট্র	গ. যুক্তরাজ্য	ঘ. ডেনমার্ক	উ: ঘ
৪৬. গ্রিনল্যান্ড কোন মহাদেশ অবস্থি?	ক. এশিয়া	খ. দক্ষিণ আমেরিকা	গ. উত্তর আমেরিকা	ঘ. ইউরোপ	উ: গ
৪৭. পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি? বা, The biggest or largest island or the world is-	ক. Australia	খ. Indonesia	গ. Grenland	ঘ. None of these	উ: গ
৪৮. গ্রিনল্যান্ড কোন দেশের অধীন? বা, ‘Greenland’ belongs to which country?	ক. USA	খ. UK	গ. Denmark	ঘ. Canada	উ: গ
৪৯. আয়ারল্যান্ডের রাজধানী কোনটি?	ক. ডাবলিন	খ. বেলফাস্ট	গ. প্লাসগো	ঘ. লন্ডন	উ: ক
৫০. আয়ারল্যান্ড কবে ব্রিটেনের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়?	ক. ১৬০১ সালে	খ. ১৬০৩ সালে	গ. ১৬১০ সালে	ঘ. ১৬৯০ সালে	উ: খ
৫১. প্রাচীনতম গণপ্তি প্রচলিত আছে-	ক. ফ্রান্সে	খ. ব্রিটেনে	গ. যুক্তরাষ্ট্রে	ঘ. জার্মানিতে	উ: খ
৫২. কোন দেশের সংবিধান অলিখিত?	ক. যুক্তরাজ্য	খ. চীন	গ. যুক্তরাষ্ট্রে	ঘ. জাপান	উ: ক
৫৩. কোন দেশের পতাকাকে ‘ইউনিয়ন জ্যাক’ বলা হয়?	ক. ফ্রান্স	খ. ইতালি	গ. ব্রিটেন	ঘ. কানাডা	উ: গ
৫৪. ব্রিটিশ রাজপ্রিবারের বাসভবনের নাম-	ক. ভিক্টোরিয়া প্যালেস	খ. বাকিংহাম প্যালেস	গ. এলিজাবেথ প্যালেস	ঘ. এডওয়ার্ড প্যালেস	উ: খ
৫৫. বাকিংহাম প্রাসাদে বাস করেন-	ক. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী	খ. কানাডার প্রধানমন্ত্রী	গ. ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী	ঘ. ব্রিটিশ রাণী	উ: ঘ
৫৬. ব্রিটেনের রাজা যিনি একজন সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করার জন্য রাজসিংহাসন হারান-	ক. পথওয়ে এডওয়ার্ড	খ. ষষ্ঠ এডওয়ার্ড	গ. সপ্তম এডওয়ার্ড	ঘ. অষ্টম এডওয়ার্ড	উ: ঘ
৫৭. প্রিসেস ডায়ানা কোন সুরক্ষপথে দুর্ঘটনায় নিহত হন?	ক. ইউরো টানেল	খ. আর্ল বার্গ	গ. রক্ষে	ঘ. আলমা ডি টানেল	উ: ঘ
৫৮. প্রিসেস ডায়ানা দুর্ঘটনায় কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?	ক. লন্ডন	খ. প্যারিস	গ. হেগ	ঘ. বার্লিন	উ: খ
৫৯. ওয়েস্ট মিনিস্টার কি জন্য বিখ্যাত?	ক. ব্রিটেনের ব্যবসা কেন্দ্র	খ. ব্রিটেনের পার্লামেন্ট ভবন	গ. নাসা ভবন	ঘ. আমেরিকা	উ: খ
৬০. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন কোনটি?	ক. হোয়াইট হাউস	খ. হোয়াইট হল	গ. ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট	ঘ. বাকিংহাম প্যালেস	উ: গ
৬১. ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?	ক. রবার্ট ওয়ালপোল	খ. চার্চিল	গ. জন এডামস	ঘ. জন ওয়ালপোল	উ: ক

৬২. উইনস্টন চার্চিল যে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন-	ক. ব্রিটেন	খ. ফ্রান্স	গ. ইতালি	ঘ. জার্মানি	উ: ক
৬৩. Chancellor of Ex- chequer বলা হয়-	ক. USA এর অর্থমন্ত্রীকে	খ. ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রীকে	গ. রাশিয়ার অর্থমন্ত্রীকে	ঘ. ভারতের অর্থমন্ত্রীকে	উ: খ
৬৪. কোন ঘটনাটি আগে ঘটেছিল?	ক. রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব	খ. ভারতের স্বাধীনতা লাভ	গ. জাতিসংঘের জন্ম	ঘ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ	উ: ক
৬৫. কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেতার মরদেহ এখনও সংরক্ষণ করা আছে, দাফন করা হয়নি এবং তা জন্মসমূহে প্রদর্শিত হয়?	ক. Lenin	খ. Stalin	গ. Karl Marx	ঘ. Dally	উ: ক
৬৬. ১৯১৮ সালে পূর্বে রাশিয়ার রাজধানী খোঢ়ায় ছিল?	ক. সুরশ্বত	খ. কোটলাস	গ. পেট্রোগ্রাদ	ঘ. ভুগাদা	উ: গ
৬৭. কোন সাবেক প্রধানমন্ত্রী আগে রাসায়নিক গবেষণাগারে কাজ করতেন?	ক. মার্গারেট থেচার	খ. চন্দ্রিকা বন্দরনায়েক	গ. টনি ব্রেয়ার	ঘ. বেনজির ভুট্টো	উ: ক
৬৮. ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় কোন শতাব্দীতে?	ক. বিংশ	খ. উনবিংশ	গ. অষ্টাদশ	ঘ. সপ্তদশ	উ: গ
৬৯. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে উপমহাদেশের কোন শিল্পের ধ্বংস হয়?	ক. বন্দু শিল্প	খ. কুটির শিল্প	গ. কাগজ শিল্প	ঘ. পাট শিল্প	উ: খ
৭০. পলমল কি?	ক. বিখ্যাত একটি রেল স্টেশন		খ. ইংল্যান্ডের একটি স্কুলের নাম		উ: ঘ
	গ. একটি বার্তা সংস্থা		ঘ. লন্ডনের একটি রাজপথের নাম		
৭১. জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সর্বাপেক্ষা উন্নত কোন দেশ?	ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	খ. রাশিয়া	গ. যুক্তরাজ্য	ঘ. জাপান	উ: গ
৭২. ‘অস্ট্রেলিয়া’ কোন দেশে সংঘটিত হয়েছিল?	ক. জার্মানিতে	খ. ফ্রান্সে	গ. রাশিয়ায়	ঘ. যুক্তরাষ্ট্রে	উ: গ
৭৩. কোন শহর পাটশিল্পের জন্য বিখ্যাত?	ক. ড্যাভি	খ. নিউইয়র্ক	গ. ইসলামাবাদ	ঘ. বেইজিং	উ: ক
৭৪. ‘সম্মদ্রের বধু’- এই ভৌগোলিক উপনামটি কোন দেশের?	ক. কিউবা	খ. হেট বৃটেন	গ. শ্রীলঙ্কা	ঘ. জাপান	উ: খ
৭৫. ব্রিটিশ আইনসভার নাম কি?	ক. Congress	খ. Diet	গ. Parliament	ঘ. House of Commons	উ: গ
৭৬. ‘হাউস অব লর্ডস’ এবং ‘হাউস অব কমন্স’- কোন দেশের পার্লামেন্টের নাম?	ক. যুক্তরাষ্ট্র	খ. যুক্তরাজ্য	গ. ইতালি	ঘ. ফ্রান্স	উ: খ
৭৭. কোন দেশে হাউস অফ কমন্স পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ?	ক. যুক্তরাষ্ট্র	খ. অস্ট্রেলিয়া	গ. নিউজিল্যান্ড	ঘ. যুক্তরাজ্য	উ: ঘ
৭৮. ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ‘হাউজ অব কমন্স’ এর সদস্য সংখ্যা কত?	ক. ৫৪৫ জন	খ. ৫৭৫ জন	গ. ৬১৫ জন	ঘ. ৬৫০ জন	উ: ঘ
৭৯. গোলাপ কোন দেশের জাতীয় প্রতীক?	ক. UK	খ. USA	গ. Iraq	ঘ. France	উ: ক
৮০. যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম-	ক. Reserve Bank of England		খ. Bank of England		উ: খ
	গ. Federal Bank of UK		ঘ. None of these		
৮১. ‘লেডি উইথ দি ল্যাম্প’ কে?	ক. প্রিসেস ডায়ানা	খ. ফ্রোরেস নাইটিঙেল	গ. মাদার তেরেনো	ঘ. রানী এলিজাবেথ	উ: খ
৮২. ইন্টারন্যাশনাল সুপার স্টার নামে অভিহিত করা হয়েছে কাকে?	ক. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার	খ. আইজ্যাক নিউটন	গ. উইনেস্টেন চার্চিল	ঘ. চার্লস ডারউইন	উ: ক

৮৩. ‘হোয়াইট হল’ অবস্থিত-				
ক. যুক্তরাষ্ট্র	খ. যুক্তরাজ্যে	গ. ইতালীতে	ঘ. কানাডাতে	উ: খ
৮৪. ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীট কি?				
ক. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন	খ. রানীর আৰুণকালীন দিবস			
গ. অর্থমন্ত্রীর অফিস ভবন	ঘ. কমনওয়েলথ মন্ত্রিদের সভা ভবন			উ: ক
৮৫. শিল্প বিপ্লব যে দেশে শুরু হয়েছিল-				
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	খ. ফ্রান্স	গ. জার্মানি	ঘ. ইংল্যান্ড	উ: ঘ
৮৬. ‘Man is the measure of all things’ উক্তি কার?				
ক. প্রোটোগোরাস	খ. জর্জিয়াস	গ. স্বামী বিবেকানন্দ	ঘ. আল্লামা ইকবাল	উ: ক
৮৭. নিচের কোন দেশে গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল?				
ক. মিশর	খ. চীন	গ. ত্রিস	ঘ. রোম	উ: গ
৮৮. গণতন্ত্রের সুত্তিকাগার কোনটি?				
ক. যুক্তরাজ্য	খ. ইতালি	গ. ফ্রান্স	ঘ. ত্রিস	উ: ঘ
৮৯. The Wealth of Nations গ্রন্থের লেখক কে?				
ক. Karl Marx	খ. AK Sen	গ. Adam Smith	ঘ. Ricardo	উ: গ
৯০. এডাম স্মিথের বিখ্যাত গ্রন্থ The Wealth of Nations কত সালে প্রকাশিত হয়?				
ক. ১৭৭৬ সালে	খ. ১৮৮৬ সালে	গ. ১৬৭৫ সালে	ঘ. ১৭৭৫ সালে	উ: ক
৯১. ত্রিসের রাজধানী কোথায়?				
ক. রোম	খ. এথেন্স	গ. মিলান	ঘ. জেনেভা	উ: খ
৯২. গণতন্ত্রের প্রাণ হলো-				
ক. সরকার	খ. রাষ্ট্র	গ. সংবিধান	ঘ. জনগণ	উ: ঘ
৯৩. গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?				
ক. নির্বাচন	খ. আইনের শাসন	গ. বহুদলীয় ব্যবস্থা	ঘ. সরকারের জবাবদিহিতা	উ: ক
৯৪. ভোগনিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ত্রিক সভ্যতার সাথে কোন দুটি সংস্কৃতির নাম জড়িত?				
ক. হেলেনিক ও মিনায়	খ. হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক	গ. এচিয়ান ও হেলেনিস্টিক	ঘ. মিনায় ও এচিয়ান	উ: খ
৯৫. সফোক্লিস কোন দেশের নাট্যকার?				
ক. ফ্রান্স	খ. ত্রিস	গ. ইতালি	ঘ. জার্মানি	উ: খ
৯৬. ‘রাজা ইন্দিপাস’ নাটকের রচয়িতা-				
ক. সফোক্লিস	খ. শেক্সপিয়ার	গ. মলিয়ের	ঘ. টমাস কীড	উ: ক
৯৭. সফিস্ট সম্প্রদায়ের উত্তর হয়েছে কোন দেশে?				
ক. ভারত	খ. ইংল্যান্ড	গ. ত্রিস	ঘ. মিশর	উ: গ
৯৮. সক্রেটিসকে হেমলক পানে হত্যা করা হয়-				
ক. সেন্ট হেলেনায়	খ. ত্রিসে	গ. রোমে	ঘ. ফ্রান্সে	উ: খ
৯৯. প্লেটোর শিক্ষক ছিলেন-				
ক. হেরোডোটাস	খ. সক্রেটিস	গ. জেনো	ঘ. এরিস্টটল	উ: খ
১০১. কোনটি নদীমাত্রক সভ্যতা নয়?				
ক. সিঙ্গু	খ. ব্যবিলনীয়	গ. রোমান	ঘ. চৈনিক	উ: গ
১০২. জুলিয়াস সিজার কে ছিলেন?				
ক. পারস্যের সম্রাট	খ. রোমান সম্রাট	গ. বিজানী	ঘ. সেনাপতি	উ: খ
১০৩. ‘এলাম, দেখলাম, জয় করলাম’ কথাটি বলেছেন-				
ক. আলেকজান্দ্র	খ. জুলিয়াস সিজার	গ. নেপোলিয়ন	ঘ. হিটলার	উ: খ
১০৪. Renaissance কথাটির অর্থ কি?				
ক. মৃত্যু	খ. বার্ধক্য	গ. পৌঢ়ত্ব	ঘ. নবজীবন	উ: ঘ
১০৫. মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কোন দেশের শিল্পী?				

ক. অস্ট্রিয়া	খ. ত্রিস	গ. সুইডেন	ঘ. ইতালি	উ: ঘ
০৬. স্ক্যানিনেটীয় দেশ নয়-				
ক. ইতালি	খ. নরওয়ে	গ. সুইডেন	ঘ. ডেনমার্ক	উ: ক
০৭. রাশিয়ার জারাতপ্রের অবসান ঘটে কবে?	ক. ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে	খ. ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে	গ. ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে	উ: খ
০৮. লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল-	ক. ১৯১৫ সালে	খ. ১৯১৬ সালে	গ. ১৯১৭ সালে	উ: গ
০৯. যে বছর রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়-	ক. ১৯১৬ সালে	খ. ১৯১৭ সালে	গ. ১৯৪৯ সালে	উ: খ
১০. মাদকবন্দৰ্য উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে আলোচিত দেশ কোনটি?	ক. নিকারাগুয়া	খ. কলম্বিয়া	গ. মেক্সিকো	ঘ. হন্দুরাস
১১. রাশিয়া ও কানাডার মাঝে কোনটি অবস্থিত?	ক. Greenland	খ. Iceland	গ. USA	ঘ. Japan
১২. বর্তমান পৃথিবীর একক পরামর্শকি কে?	ক. জাপান	খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	গ. রাশিয়া	ঘ. চীন
১৩. ব্রিটেনের বণিক সম্পদায় যুক্তরাষ্ট্রের কতটি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল?	ক. ৯টি	খ. ১১টি	গ. ১৩টি	ঘ. ১৭টি
১৪. আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে-	ক. ২ জুলাই, ১৫৫৬ সালে		খ. ৩ জুলাই, ১৬৭৬ সালে	
	গ. ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে		ঘ. ৫ জুলাই, ১৮৭৬ সালে	উ: গ
১৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দিবস কোনটি?	ক. ১৪ জুলাই	খ. ১৪ আগস্ট	গ. ৪ জুলাই	ঘ. ২৩ মার্চ
১৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন দেশটি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে?	ক. স্পেন	খ. রাশিয়া	গ. দক্ষিণ আমেরিকা	ঘ. ফ্রান্স
১৭. আমেরিকা অর্থাৎ বর্তমান ইউএসএ ব্রিটেনের একটি কলোনী ছিল। ব্রিটেনের হাত হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাদের দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে হয়। এ যুদ্ধে তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করে ইউরোপের একটি দেশ। কোন দেশটি?	ক. জার্মানি	খ. স্পেন	গ. ফ্রান্স	ঘ. পর্তুগাল
১৮. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ যে ইংরেজ সেনাপতি ইংরেজ সৈন্য পরিচালনা করেন তার নাম কি?	ক. কর্নওয়ালিস	খ. লর্ড নর্থ	গ. হ্যামিল্টন	ঘ. জর্জ ওয়াশিংটন
১৯. কোন দেশের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিক অধিকারসমূহ Bill of Rights নামে পরিচিত?	ক. যুক্তরাজ্য	খ. যুক্তরাষ্ট্র	গ. ফ্রান্স	ঘ. সুইডেন
২০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় কয়টি রেখা আছে?	ক. ১১টি	খ. ১৩টি	গ. ১৪টি	ঘ. ১৫টি
২১. যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা কত?	ক. ৩০টি	খ. ৪০টি	গ. ৫০টি	ঘ. ৬০টি
২২. Bradley effect কথাটি কোন দেশের নির্বাচনের সাথে জড়িত?	ক. ফ্রান্স	খ. জার্মানি	গ. যুক্তরাজ্য	ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
২৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মেয়াদ কত বছর?	ক. দু'বছর	খ. তিনি বছর	গ. চার বছর	ঘ. পাঁচ বছর
২৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টে নির্বাচিত হন-	ক. জনগণের সরাসরি ভোটে		খ. প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে	
	গ. সিনেটের ভোটে		ঘ. ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটে	উ: ঘ
২৫. আমেরিকার ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতীক?	ক. হাতি	খ. ঘোড়া	গ. টাঙ্গল	ঘ. গাঢ়া

২৬. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন এর নাম-	খ. হোয়াইট হাউস	গ. বুশ হাউস	ঘ. হোয়াইট হল	উ: খ	
২৭. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন?	ক. আব্রাহাম লিঙ্কন	খ. বেঙ্গামিন হ্যারিসন	গ. জর্জ ওয়াশিংটন	ঘ. রংজভেল্ট	উ: গ
২৮. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়কে বলা হয়-	ক. পেটোগন বিল্ডিং	খ. ওভাল অফিস	গ. হোয়াইট হাউস	ঘ. হোয়াইট হল	উ: খ
২৯. যুক্তরাষ্ট্রে কৃতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়-	ক. ১৮৬৩ সালে	খ. ১৮৯৩ সালে	গ. ১৯৪৫ সালে	ঘ. ১৯৬৪ সালে	উ: ক
৩০. With malice towards none; with charity for all; with firmness to the right as good gives us to see the right- মূল্যবান বক্তব্য কার?	ক. আইসেন হাওয়ার	খ. আব্রাহাম লিংকন	গ. বিল ক্লিনটন	ঘ. কফি আবান	উ: খ
৩১. প্রেসিডেন্ট শহরের সাথে কোন বিখ্যাত মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম জড়িত?	ক. জর্জ ওয়াশিংটন	খ. ট্রুম্যান	গ. উদ্রো উইলসন	ঘ. আব্রাহাম লিংকন	উ: ঘ
৩২. প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের গোটিসবার্গ বক্তৃতা কতক্ষণ স্থায়ী ছিল?	ক. ১ ঘণ্টা	খ. ৩০ মিনিট	গ. ২ মিনিট	ঘ. ৫ ঘণ্টা	উ: গ
৩৩. ‘Democracy is a government of the people, by the people, for the people’ উক্তিটি কার?	ক. রুশো	খ. মন্টেকু	গ. ভলতেয়ার	ঘ. আব্রাহাম লিঙ্কন	উ: ঘ
৩৪. ‘বুলেটের চাইতে ব্যালট শক্তিশালী’- উক্তিটি কার?	ক. লিংকন	খ. চার্চিল	গ. হিটলার	ঘ. মুসোলিনী	উ: ক
৩৫. ‘You may fool some of the people some of the time, you can even fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time’ was said by-	ক. Abraham Lincoln	খ. Churchill	গ. V. I lenin	ঘ. George Washington	উ: ক
৩৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট প্রথম আততায়ীর গুলিতে নিহত হন?	ক. জন এফ কেনেডি	খ. আব্রাহাম লিঙ্কন	গ. উদ্রো উইলসন	ঘ. টমাস জেফারসন	উ: খ
৩৭. আব্রাহাম লিংকন মৃত্যু বরণ করেন-	ক. ১০ এপ্রিল, ১৯৬৫ সালে	খ. ১৫ এপ্রিল, ১৯৬৫ সালে	গ. ১০ এপ্রিল, ১৮৬৫ সালে	ঘ. ১৯৩০ সালে	উ: ঘ
৩৮. চলতি বছরের মতো শতাব্দীর যে বছরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল?	ক. ১৯০৫ সালে	খ. ১৯২০ সালে	গ. ১৯২১ সালে	ঘ. ১৯৩০ সালে	উ: ঘ
৩৯. মহামন্দা মোকাবিলার জন্য যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিউ ডিল ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন-	ক. হুভার	খ. উইলসন	গ. নিঝুন	ঘ. ফ্রান্কলিন রংজভেল্ট	উ: ঘ
৪০. পশ্চিম ইউরোপে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন কবে ঘোষণা করা হয়?	ক. ১৯৪৭ সালে	খ. ১৯৪৯ সালে	গ. ১৯৫০ সালে	ঘ. ১৯৫৩ সালে	উ: ক
৪১. ওয়াটার গেট কেলেক্ষার ফাঁস হয় কোন সালে?	ক. ১৯৭২ সালে	খ. ১৯৭৩ সালে	গ. ১৯৭৪ সালে	ঘ. ১৯৭৫ সালে	উ: ক
৪২. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়াটারগেট কেলেক্ষার সাথে জড়িত?	ক. জিমি কার্টার	খ. জন এফ কেনেডি	গ. রোনাল্ড রিগ্যান	ঘ. রিচার্ড নিঝুন	উ: ঘ
৪৩. যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট অভিনেতা ছিলেন?	ক. জেরাল্ড ফোর্ড	খ. রোনাল্ড রিগ্যান	গ. জর্জ বুশ	ঘ. জে এফ কেনেডি	উ: ঘ
৪৪. যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্টের সময় নক্ষত্র যুদ্ধ প্রোগ্রাম শুরু হয়?	ক. রিচার্ড নিঝুন	খ. জিমি কার্টার	গ. রোনাল্ড রিগ্যান	ঘ. জর্জ বুশ	উ: গ
৪৫. কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফরে এসেছিলেন?	ক. Grover Cleveland	খ. Bill Clinton	গ. GW Bush	ঘ. Richanrd Nixon	উ: খ
৪৬. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কোন তারিখে বাংলাদেশ সফরে আসেন-					

ক. ১লা মার্চ, ২০০০ সালে	খ. ২০ মার্চ, ২০০০ সালে		
গ. ১ লা জানুয়ারী, ২০০১	ঘ. ১৭ এপ্রিল, ২০০১	উ: খ	
৪৭. নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্থূপ অঞ্চলটি এখন কি নামে পরিচিত?	ক. ডেড সিটি	খ. ফেয়ার ফিল্ড	গ. হাউস জিরো
৪৮. যুক্তরাষ্ট্র গুয়াত্তানামো যে ব্যবহার করে-	ক. জাতীয় ঢাক্কা অনুষ্ঠানের জন্য	খ. সামরিক কয়েদখানা হিসেবে	ঘ. পর্যটন স্থান হিসেবে
৪৯. যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যকার বিরোধপূর্ণ ভূ-খণ্টির নাম কি?	ক. গুয়ানতানামো বে	খ. হ্যাস আইল্যান্ড	গ. মাইয়োট
৫০. বিশ্বের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত আঞ্জেল ফলস্ কোথায় অবস্থিত?	ক. ভেনিজুয়েলা	খ. গায়ানা	গ. প্যারাগুয়ে
৫১. নিচের কোনটি পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত?	ক. অ্যাঞ্জেলস	খ. ভিস্টেরিয়া জলপ্রপাত	গ. নায়াচা জলপ্রপাত
৫২. Caracas is the capital city of-	ক. Honduras	খ. Venezuela	গ. Czechoslovakia
৫৩. পেরুর রাজধানী কোথায়?	ক. বুয়েনেস	খ. লিমা	ঘ. কারাকাস
৫৪. ‘সাইনিং পাথ’ হচ্ছে-	ক. পেরুর গেরিলা সংগঠন	খ. নেপালের গেরিলা সংগঠন	ঘ. হন্দুরাসের রাজনৈতিক দল
৫৫. ‘টুপাক আমারু’ কি?	ক. একটি ফলের নাম	খ. পেরুর বামপন্থী গেরিলা সংগঠন	ঘ. একটি দরশনীয় স্থান
৫৬. নিচের কোন দেশটি আফ্রিকার নয়?	ক. আলজেরিয়া	খ. আলবেনিয়া	গ. তিউনিসিয়া
৫৭. আফ্রিকার প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে-	ক. মূল মধ্যরেখা	খ. কর্কটক্রান্তি রেখা	ঘ. বিষুব রেখা
৫৮. সলসবেরীর নতুন নাম কি?	ক. হারারে	খ. কিনসাসা	গ. অ্যাসোলা
৫৯. জিম্বাবুয়েকে আগে কি নামে ডাকা হতো?	ক. দক্ষিণ রোডেশিয়া	খ. উত্তর রোডেশিয়া	গ. আপার ভোল্টা
৬০. জিম্বাবুয়ে কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে?	ক. ১৯৭৮ সালে	খ. ১৯৭৯ সালে	ঘ. ১৯৮০ সালে
৬১. কোন দেশ Million ডলার নেট ব্যবহার করে?	ক. ইতালী	খ. ফ্রান্স	গ. নিয়াসিল্যান্ড
৬২. আদিস আবাবা কোন দেশের রাজধানী?	ক. Romania	খ. Uruguay	ঘ. নাইজেরিয়া
৬৩. ‘ইথিওপিয়া’ দেশের পূর্বতন নাম কি ছিল?	ক. রোডেশিয়া	খ. জায়ার	গ. সলসবেরি
৬৪. ইথিওপিয়ার মুদ্রার নাম কি?	ক. চেদি	খ. বির	ঘ. নায়রা
৬৫. ইরিত্রিয়া কোন দেশের অংশ ছিল?	ক. মরক্কো	খ. ঘানা	গ. মিমর
৬৬. সেনেগালের রাষ্ট্রভাষা কি?			ঘ. ইথিওপিয়া

ক. ফ্রেঞ্চ	খ. ডাচ	গ. ইংরেজি	ঘ. জার্মান	উ: ক
৬৭. সেনেগাল যে দেশের উপনিবেশ ছিল-	খ. নেদারল্যান্ড	গ. ইংল্যান্ড	ঘ. রাশিয়া	উ: ক
ক. ফ্রান্স	খ. নেদারল্যান্ড	গ. ইংল্যান্ড	ঘ. রাশিয়া	উ: ক
৬৮. আফ্রিকা মহাদেশের কোন অঞ্চলে সেনেগাল অবস্থিত?	খ. দক্ষিণ	গ. উত্তর	ঘ. পূর্ব	উ: ক
ক. পশ্চিম	খ. দক্ষিণ	গ. উত্তর	ঘ. পূর্ব	উ: ক
৬৯. ‘শারম আল শেখ’ কি?			খ. আরব আমিরাতের সমুদ্রবন্দর	উ: ক
ক. মিশরের অবকাশ কেন্দ্র			ঘ. বিখ্যাত ভৃ-উপগ্রহ কেন্দ্র	উ: ক
গ. ব্রিটেনের পর্যটন কেন্দ্র				
৭০. পোর্ট সৈয়দ কোন দেশের বন্দর?	খ. লেবানন	গ. মিশর	ঘ. সিংগাপুর	উ: গ
ক. আলজেরিয়া	খ. লেবানন	গ. মিশর	ঘ. সিংগাপুর	উ: গ
৭১. আলেকজান্দ্রিয়া কোথায়?	খ. সিরিয়া	গ. ইসরাইল	ঘ. মরক্কো	উ: ক
ক. মিশর	খ. সিরিয়া	গ. ইসরাইল	ঘ. মরক্কো	উ: ক
৭২. মিশরের পার্লামেন্টের নাম কি?			ঘ. দারভাল আওয়াম	উ: ঘ
ক. কংগোস	খ. মজলিস	গ. পার্লামেন্ট	ঘ. দারভাল আওয়াম	উ: ঘ
৭৩. ‘মিডিল ইস্ট নিউজ এজেন্সি’-‘মেনা’ কোন দেশের সংবাদ সংস্থা?	খ. কুয়েত	গ. মিশর	ঘ. ইরাক	উ: গ
ক. সৌদি আরব	খ. কুয়েত	গ. মিশর	ঘ. ইরাক	উ: গ
৭৪. ‘আকবর’ কোন দেশের পত্রিকা?	খ. মিশর	গ. পাকিস্তান	ঘ. সৌদি আরব	উ: খ
ক. ইরাক	খ. মিশর	গ. পাকিস্তান	ঘ. সৌদি আরব	উ: খ
৭৫. সুয়েজখাল কোন বছরে উদ্বোধন হয়?	খ. ১৮১৯ সালে	গ. ১৮৮১ সালে	ঘ. ১৮৬৯ সালে	উ: ঘ
ক. ১৮৫৪ সালে	খ. ১৮১৯ সালে	গ. ১৮৮১ সালে	ঘ. ১৮৬৯ সালে	উ: ঘ
৭৬. কোন সনে সুয়েজ খালের খনন কাজ শেষ হয়?	খ. ১৮৬০ সালে	গ. ১৮৬৭ সালে	ঘ. ১৮৬৯ সালে	উ: ঘ
ক. ১৮৬০ সালে	খ. ১৮৬৫ সালে	গ. ১৮৬৭ সালে	ঘ. ১৮৬৯ সালে	উ: ঘ
৭৭. কেন খাল বা প্রণালী লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত করেছে?				
ক. Panama	খ. Suez	গ. Kiel	ঘ. None of these	উ: খ
৭৮. সুয়েজ খাল কোন দেশে অবস্থিত?				
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা	খ. আলজেরিয়া	গ. মিশর	ঘ. ব্রাজিল	উ: গ
৭৯. কঙ্গোতে অবস্থিত স্ট্যানলি ও লিভিংস্টোন দুটি-				
ক. বিখ্যাত নদী	খ. বিখ্যাত জলপ্রপাত	গ. বিখ্যাত গিরিপথ	ঘ. বিখ্যাত শহর	উ: খ
৮০. ‘ইউনিটা’ কোন দেশের গেরিলা সংগঠন?				
ক. এঙ্গোলা	খ. উগান্ডা	গ. মায়ানমার	ঘ. পেরু	উ: ক
৮১. অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতা লাভ করে কত সালে?	খ. ১৯৭৪ সালে	গ. ১৯৭৫ সালে	ঘ. ১৯৭৬ সালে	উ: গ
ক. ১৯৭৩ সালে	খ. ১৯৭৪ সালে	গ. ১৯৭৫ সালে	ঘ. ১৯৭৬ সালে	উ: গ
৮২. রংয়াড়া ও বুরান্ডিতে যুদ্ধে লিঙ্গ দুটি জাতি হচ্ছে-				
ক. হুটু ও টুটসি	খ. জুলু হুটু	গ. কাফির ও কুন্দ	ঘ. পিগ্মী ও মুর	উ: ক
৮৩. ডাকার কোন দেশের রাজধানী?				
ক. সেনেগাল	খ. চাঁদ	গ. মালাওই	ঘ. বেনিন	উ: ক
৮৪. আফ্রিকাকে স্পেন হতে পৃথক করেছে-				
ক. জিব্রাল্টার প্রণালী	খ. সান্দা প্রণালী	গ. ফেরারিডা প্রণালী	ঘ. পক প্রণালী	উ: ক
৮৫. ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশ কোনটি?				
ক. আলজেরিয়া	খ. সুদান	গ. ইরান	ঘ. ওমান	উ: ক
৮৬. স্বাধীনতার সময় এ্যাঙ্গোলা কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?				
ক. ফ্রান্স	খ. যুক্তরাজ্য	গ. ইতালি	ঘ. পর্তুগাল	উ: ঘ
৮৭. ‘বুজুমবুরা’ কোন দেশের রাজধানী?				
ক. রংয়াড়া	খ. জায়ার	গ. বুরুণ্ডি	ঘ. হাইতি	উ: গ

৮৮. দেশ রাজধানীর একই নাম-	ক. তাইওয়ান	খ. উগান্ডা	গ. জিবুতি	ঘ. কোস্টারিকা	উ: গ
৮৯. কেনিয়া ও হাঙ্গানিয়ার সীমাত্তে বসবাসকারী উপজাতির নাম কি?	ক. জুনু	খ. মুর	গ. মাসাই	ঘ. কুলু	উ: গ
৯০. আফ্রিকার বৃহত্তম হৃদ কোনটি?	ক. তাঙ্গানিয়া	খ. রংডলক	গ. আলবার্টন	ঘ. ভিট্টেরিয়া	উ: ঘ
৯১. নিচে উল্লেখিত কোন হৃদ তানজানিয়া ও উগান্ডার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে বিবেচিত?	ক. চাদ	খ. মালওয়ি	গ. ভিট্টেরিয়া	ঘ. জামেবেজি	উ: গ
৯২. বিশ্বের প্রধান চা রপ্তানিকারক দেশ-	ক. চীন	খ. জাপান	গ. ভারত	ঘ. কেনিয়া	উ: ঘ
৯৩. What is the name of the currency of ‘Ghana’?	ক. Cedi	খ. Ghltram	গ. Rupiah	ঘ. Burmat	উ: ক
৯৪. গোল্ড কোস্ট কোন দেশের পুরাতন নাম?	ক. বেনিন	খ. ঘানা	গ. নাইজেরিয়া	ঘ. মিশের	উ: খ
৯৫. আলজেরিয়ার রাজধানী-	ক. ত্রিপোলি	খ. আলজিয়ার্স	গ. রাবাত	ঘ. খার্তুম	উ: খ
৯৬. আলজেরিয়ার মুদ্রার নাম-	ক. রিয়েল	খ. দিনার	গ. সমরখন্দ	ঘ. ফ্রাংক	উ: খ
৯৭. কোন পানিপথটি মানুষের দ্বারা নির্মিত নয়?	ক. Strait of Gibraltar	খ. Suez Canal	গ. Kiel Canal	ঘ. Panama Canal	উ: ক
৯৮. ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আলজেরিয়া কোন ইউরোপীয় দেশের উপনিবেশ ছিল?	ক. ইতালি	খ. ফ্রান্স	গ. স্পেন	ঘ. যুক্তরাজ্য	উ: খ
৯৯. প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন যে দেশের-	ক. মরক্কো	খ. আলজেরিয়া	গ. তিউনিশিয়া	ঘ. লিবিয়া	উ: গ

